শঙ্করভাষ্য

GENERAL LIBRARY
28 JUN 1912
WRITERS' BUILDINGS

মুণ্ডকোপনিষৎ

বঙ্গানুবাদ

মূল্য ।৹ চারি আনা

মুণ্ডকোপনিষৎ

শাঙ্করভাষ্য-সমেতা।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ-মুখোপাধ্যায়েন সম্পাদিতা।

কলিকাতা-রাজধান্যাং ;

১১৫।৪ নং গ্রে-ষ্ট্রীটস্থ "বসুমতী যন্ত্রে"

শ্রীপূর্ণচন্দ্র-মুখোপাধ্যায়েন মুদ্রিতা প্রকাশিতা চ।

১৩১৮।

9. AUG. 3.

॥ ওঁ তৎ সৎ ওঁ ॥

অথর্ব্ববেদীয়-

মুণ্ডকোপনিষৎ

অথ প্রথম-মুণ্ডকে

প্রথমঃ খণ্ডঃ ।

॥ ওঁ ॥ ব্রহ্মণে নমঃ ॥

ওঁ ॥ ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সংবভূব বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা। স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যা-প্রতিষ্ঠামথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ ॥ ১ ॥

অথর্ব্ববেদীয়-মুণ্ডকোপনিষদ্ভাষ্যম্

ওঁ ॥ ব্রহ্মা দেবানামিত্যাদ্যাথর্ব্বণোপনিষৎ। অস্যাশ্চ বিদ্যা-সম্প্রদায়ককর্ত্তৃকস্বপারম্পর্য্যলক্ষণসম্বন্ধমাদাবেবাহ স্বয়মেব স্তুত্য-র্থম্। এবং হি মহদ্ভিঃ পরমপুরুষার্থসাধনত্বেন গুরুণায়াসেন লব্ধা বিদ্যেতি শ্রোতৃবুদ্ধিপ্ররোচনায় বিদ্যাং মহীকরোতি। স্তুত্যা প্ররোচিতায়াং হি বিদ্যায়াং সাদরাঃ প্রবর্ত্তেরন্নিতি। প্রয়োজনেন তু বিদ্যায়াঃ সাধনসাধ্যলক্ষণসম্বন্ধমুত্তরত্র বক্ষ্যতি ভিদ্যতে হৃদয়-গ্রন্থিরিত্যাদিনা। অত্র চাপরশব্দবাচ্যায়া ঋগ্বেদাদিলক্ষণায়াঃ বিধিপ্রতিষেধমাত্রপরায়াঃ বিদ্যায়াঃ সংসারকারণাবিদ্যাদি-দোষনিবর্ত্তকত্বং নাস্তীতি স্বয়মেবোক্ত্বা পরাপরেতি।...।-

ভেদকারণপূর্ব্বকমবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানা ইত্যাদিনা। তথা পরপ্রাপ্তিসাধনং সর্ব্বসাধনসাধ্যবিষয়বৈরাগ্যপূর্ব্বকং গুরুপ্রসাদলভ্যাং ব্রহ্মবিদ্যামাহ পরীক্ষ্য লোকানিত্যাদিনা। প্রয়োজনঞ্চাসকৃদ্ব্রবীতি ব্রহ্মবিদ্ব্রহ্মৈব ভবতীতি। পরামৃতাৎ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্ব ইতি চ। জ্ঞানমাত্রে যদ্যপি সর্ব্বাশ্রমিণামধিকারস্তথাপি সন্ন্যাসনিষ্ঠৈব ব্রহ্মবিদ্যা মোক্ষসাধনং কর্ম্মসহিতেতি ভৈক্ষচর্য্যাঞ্চরতঃ সন্ন্যাসযোগাদিতি চ ব্রুবন্দর্শয়তি। বিদ্যাকর্ম্মবিরোধাচ্চ। ন হি ব্রহ্মাত্মৈকত্বদর্শনেন সহ কর্ম্ম স্বপ্নেঽপি সম্পাদয়িতুং শক্যম্। বিদ্যায়াঃ কালবিশেষাভাবানিয়তনিমিত্তত্বাৎ কালকর্ম্মসঙ্কোচানুপপত্তিঃ। যত্তু গৃহস্থেষু ব্রহ্মবিদ্যাসম্প্রদায়কর্ত্তৃত্বাদিলিঙ্গং ন তৎস্থিতন্যায়ং বাধিতুমুৎসহতে। ন হি বিধিশতেনাপি তমঃপ্রকাশয়োরেকত্র সম্ভবঃ শক্যতে কর্ত্তুং কিমুত লিঙ্গৈঃ কেবলৈরিতি। এবমুক্তসম্বন্ধপ্রয়োজনায়া উপনিষদোঽল্পগ্রন্থবিবরণমারভ্যতে। য ইমাং ব্রহ্মবিদ্যামুপয়ন্ত্যাত্মভাবেন শ্রদ্ধাভক্তিপুরঃসরাঃ সন্তস্তেষাং গর্ভজন্মজরারোগাদ্যনর্থপূগং নিশাতয়তি পরং বা ব্রহ্ম গময়ত্যবিদ্যাদিসংসারকারণঞ্চাত্যন্তমবসাদয়তি বিনাশয়তীত্যুপনিষৎ উপনিপূর্ব্বস্য সদেরেবমর্থস্মরণাৎ।

ব্রহ্ম পরিবৃদ্ধো মহান্ ধর্ম্মজ্ঞানবৈরাগ্যৈশ্বর্য্যৈঃ সর্ব্বানন্যানতিশয়েনেতি। দেবানাং দ্যোতনবতামিন্দ্রাদীনাং প্রথমো গুণৈঃ প্রধানঃ সন্ প্রথমোঽগ্রে বা সংবভূবাভিব্যক্তঃ সম্যক্ স্বাতন্ত্র্যেণেত্যভিপ্রায়ঃ। ন তথা যথা ধর্ম্মাধর্ম্মবশাৎ সংসারিণোঽন্যে জায়ন্তে। যোঽসাবতীন্দ্রিয়গ্রাহ্য ইত্যাদিস্মৃতেঃ। বিশ্বস্য সর্ব্বস্য জগতঃ কর্ত্তোৎপাদয়িতা। ভুবনস্যোৎপন্নস্য গোপ্তা পালয়িতেতি বিশেষণং ব্রহ্মণো বিদ্যাস্তুতয়ে। স এবং প্রখ্যাতমহত্ত্বো ব্রহ্ম-

বিদ্যাং ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনো বিদ্যাং ব্রহ্মবিদ্যাং যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যমিতি বিশেষণাৎ। পরমাত্মবিষয়া হি সা। ব্রহ্মণা বাঽগ্রজেনোক্তেতি ব্রহ্মবিদ্যা। তাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠাং সর্ব্ব-বিদ্যাভিব্যক্তিহেতুত্বাৎ সর্ব্ববিদ্যাশ্রয়ামিত্যর্থঃ। সর্ব্ববিদ্যাবেদ্যং বা বস্তুনয়ৈব বিজ্ঞায়তে ইতি। যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি "অমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি" শ্রুতেঃ। সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠামিতি চ স্তৌতি। বিদ্যামথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ। জ্যেষ্ঠশ্চাসৌ পুত্রশ্চানেকেষু ব্রহ্মণঃ সৃষ্টিপ্রকারেষন্যতমস্য সৃষ্টিপ্রকারস্য প্রমুখে পূর্ব্বমথর্ব্বা সৃষ্ট ইতি জ্যেষ্ঠস্তস্মৈ জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ ॥ ১ ॥

ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য দ্বারা যিনি সকলকে অতিক্রম করিয়াছেন, যিনি দীপ্তিমান্ ইন্দ্রপ্রমুখ সুরবৃন্দের শ্রেষ্ঠ, সেই ব্রহ্ম সর্ব্বাগ্রে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। সংসারী ব্যক্তি যেরূপ পুণ্যাপুণ্য অনুসারে জন্ম পরিগ্রহ করে, তদ্রূপ তিনি ধর্ম্মাধর্ম্মের বশীভূত হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করেন নাই। ইনিই নিখিল জগতের উৎপাদক এবং উৎপন্ন নিখিল বস্তুর পালক, ইনি নিখিল বিদ্যার প্রতিষ্ঠাস্বরূপ ব্রহ্মবিদ্যা (পরমাত্মপ্রতিপাদিকা বিদ্যা) নিজ জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্ব্বকে উপদেশ দিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

অথর্ব্বণে যাং প্রবদেত ব্রহ্মা অথর্ব্বা তাং পুরোবাচাঙ্গিরে ব্রহ্মবিদ্যাম্। স ভারদ্বাজায় সত্যবাহায় প্রাহ। ভারদ্বাজো ঽঙ্গিরসে পরাবরাম্ ॥ ২ ॥

যামেতামথর্ব্বণে প্রবদেত অবদৎ ব্রহ্মবিদ্যাং ব্রহ্মা তামেব ব্রহ্মণঃ প্রাপ্তামথর্ব্বা পুরা পূর্ব্বমুবাচোক্তবানঙ্গিরে অঙ্গির্নাম্নে ব্রহ্মবিদ্যাম্। স চাঙ্গীর্ভারদ্বাজায় ভরদ্বাজগোত্রায় সত্যবাহনাম্নে

প্রাহ প্রোক্তবান্। ভারদ্বাজোঽঙ্গিরসে স্বশিষ্যায় পুত্রায় বা, পরাবরাং পরস্মাদবরেণ প্রাপ্তেতি পরাবরা পরাবরসর্ব্ববিদ্যা-বিষয়ব্যাপ্তের্ব্বা, তাং পরাবরামঙ্গিরসে প্রাহেত্যনুষঙ্গঃ ॥ ২ ॥

যে ব্রহ্মবিদ্যা অথর্ব্ব তদীয় পিতা ব্রহ্মার নিকট প্রাপ্ত হন, তাহা তিনি অঙ্গিরার নিকট প্রকাশ করেন, অঙ্গিরা ভরদ্বাজ-বংশীয় সত্যবাহকে বলেন এবং ভারদ্বাজ গুরুপরম্পরাগত সেই ব্রহ্মবিদ্যা নিজ পুত্র অঙ্গিরা-সকাশে বিবৃত করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥

শৌনকো হ বৈ মহাশালোঽঙ্গিরসং বিধিবদুপসন্নঃ পপ্রচ্ছ। কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি ॥ ৩ ॥

শৌনকঃ শুনকস্যাপত্যং, মহাশালো মহাগৃহস্থোঽঙ্গিরসং ভারদ্বাজশিষ্যমাচার্য্যং বিধিবদ্‌যথাশাস্ত্রমিত্যেতৎ। উপসন্ন উপ-গতঃ সন্ পপ্রচ্ছ। শৌনকাঙ্গিরসয়োঃ সম্বন্ধাদর্ব্বাগ্বিধিবদ্বি-শেষণাভাবাদুপসদনবিধেঃ পূর্ব্বেষামনিয়ম ইতি গম্যতে। মধ্যদীপক-ন্যায়ার্থং বা বিশেষণম্। অস্মদাদিষ্বপ্যুপসদনবিধের্বিষ্টত্বাৎ। কিমিত্যাহ। কস্মিন্ ভগবো বিজ্ঞাতে, নু ইতি বিতর্কে ভগবো হে ভগবন্। সর্ব্বং যদিদং বিজ্ঞেয়ম্। বিজ্ঞাতং বিশেষেণ জ্ঞাতমব-গতং ভবতীত্যেকস্মিন্ জ্ঞাতে সর্ব্ববিদ্ভবতীতি শিষ্টপ্রবাদং শ্রুত-বান্ শৌনকঃ তদ্বিশেষং বিজ্ঞাতুকামঃ সন্ কস্মিন্নিতি বিতর্কয়ন্ পপ্রচ্ছ। অথবা লোকসামান্যদৃষ্ট্যা জ্ঞাত্বৈব পপ্রচ্ছ। সন্তি লোকে সুবর্ণাদিসকলভেদাঃ সুবর্ণত্বাদ্যেকত্ববিজ্ঞানেন বিজ্ঞায়মানা লৌকিকৈঃ। তথা কিন্নু স্তি সর্ব্বস্য জগদ্ভেদস্যৈককারণম্। যদেকস্মিন বিজ্ঞাতে সর্ব্বং বিজ্ঞাতং ভবতীতি। নন্ববিদিতে হি

কস্মিন্নিতি প্রশ্নোঽনুপপন্নঃ। কিমস্তি তদিতি তদা প্রশ্নো যুক্তঃ। সিদ্ধে হ্যস্তিত্বে কস্মিন্নিতি স্যাৎ। যথা কস্মিন্নিধেয়মিতি। নাক্ষর-বাহুল্যাদায়াসভীরুত্বাৎ প্রশ্নঃ সম্ভবত্যেব কিংস্বেকস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্ব্ববিৎ স্যাদিতি ॥৩॥

তৎপরে গৃহিপ্রমুখ শৌনক অঙ্গিরাসকাশে বিধানে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! কোন্ পদার্থকে বিশেষ ভাবে পরিজ্ঞাত হইলে সকলই বিদিত হওয়া যায়? ৩॥

তস্মৈ স হোবাচ। দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্-ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ ॥৪॥

তস্মৈ শৌনকায়াঙ্গিরা আহ কিলোবাচ। কিমিত্যুচ্যতে। দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি। এবং হ স্ম কিল যদ্ব্রহ্মবিদো বেদা-র্থাভিজ্ঞাঃ পরমার্থদর্শিনো বদন্তি। কে তে ইত্যাহ। পরা চ পরমাত্মবিদ্যা। অপরা চ ধর্ম্মাধর্ম্মসাধনতৎফলবিষয়া। নন্ কস্মিন্ বিদিতে সর্ব্ববিদ্ভবতীতি শৌনকেন পৃষ্টঃ, তস্মিন্ বক্তব্যে-ঽপৃষ্টমাহ অঙ্গিরা দ্বে বিদ্যে ইত্যাদিনা। নৈষ দোষঃ ক্রমাপেক্ষত্বাৎ প্রতিবচনস্য। অপরা হি বিদ্যাঽবিদ্যা সা নিরাকর্ত্তব্যা। তদ্বিষয়ে হি বিদিতে ন কিঞ্চিৎ তত্ত্বতো বিদিতং স্যাদিতি নিরাকৃত্য হি পূর্ব্বপক্ষং পশ্চাৎ সিদ্ধান্তো বক্তব্যো ভবতীতি ন্যায়াৎ ॥ ৪ ॥

অঙ্গিরা কহিলেন, ব্রহ্মবেত্তা সুধীগণ কহিয়া থাকেন যে, দুইটি বিদ্যা পরিজ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য ;—এক পরা বিদ্যা, দ্বিতীয় অপরা বিদ্যা ॥ ৪ ॥

তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ, শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ॥ ৫ ॥

তত্র কা অপরেত্যুচ্যতে। ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদ ইত্যেতে চত্বারো বেদাঃ। শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিত্যঙ্গানি ষডেবাঽপরা বিদ্যা। অথেদানীমিয়ং পরা বিদ্যোচ্যতে, যয়া তদ্বক্ষ্যমাণবিশেষণমক্ষরমধিগম্যতে প্রাপ্যতে। অধিপূর্ব্বস্য গমেঃ প্রায়শঃ প্রাপ্ত্যর্থত্বাৎ। ন চ পরপ্রাপ্তেরবগমার্থস্য ভেদোঽস্তি। অবিদ্যায়া অপায় এব হি পরপ্রাপ্তির্নার্থান্তরম্। নন্বৃগ্বেদাদিবাহ্যা তর্হি সা কথং পরা বিদ্যা স্যান্মোক্ষসাধনঞ্চ। যা বেদবাহ্যাঃ স্মৃতয় ইতি হি স্মরন্তি। কুদৃষ্টিত্বান্নিষ্ফলত্বাদনাদেয়া স্যাৎ। উপনিষদাঞ্চ ঋগ্বেদাদিবাহ্যত্বং স্যাৎ। ঋগ্বেদাদিত্বে তু পৃথক্ করণমনর্থকম্। অথ কথং পরেতি ন বেদ্যবিষয়বিজ্ঞানস্য বিবক্ষিতত্বাৎ। উপনিষদ্বেদ্যাক্ষরবিষয়ং হি বিজ্ঞানমিহ পরা বিদ্যেতি প্রাধান্যেন বিবক্ষিতং নোপনিষচ্ছব্দরাশিঃ। বেদশব্দেন তু সর্ব্বত্র শব্দরাশির্ব্বিবক্ষিতঃ। শব্দরাশ্যধিগমেঽপি যত্নান্তরমন্তরেণ গুর্ব্বভিগমনাদিলক্ষণং বৈরাগ্যঞ্চ নাক্ষরাধিগমঃ সম্ভবতীতি পৃথক্ করণং ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ পরা বিদ্যেতি কথনঞ্চেতি ॥ ৫ ॥

ঐ উভয় বিদ্যার মধ্যে ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব এই বেদচতুষ্টয় এবং শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ এই সমস্ত শাস্ত্রকে অপরা বিদ্যা কহে এবং যাহা দ্বারা অবিনশ্বর ব্রহ্মপদার্থ বিদিত হওয়া যায়, তাহা পরা বিদ্যা বলিয়া কথিত ॥৫॥

যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদম্। নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ॥ ৬॥

যথা বিধিবিষয়ে কর্ত্রাদ্যনেককারকোপসংহারদ্বারেণ বাক্যার্থজ্ঞানকালাদন্যত্রানুষ্ঠেয়োঽর্থোঽস্ত্যগ্নিহোত্রাদিলক্ষণো ন তথেহ পরবিদ্যাবিষয়ে বাক্যার্থজ্ঞানসমকাল এব তু পর্য্যবসিতো ভবতি। কেবলশব্দপ্রকাশিতার্থজ্ঞানমাত্রনিষ্ঠাব্যতিরিক্তাভাবাৎ। তস্মাদিহ পরাং বিদ্যাং সবিশেষণেনাক্ষরেণ বিশিনষ্টি যত্তদদ্রেশ্যমিত্যাদিনা। বক্ষ্যমাণং বুদ্ধৌ সংহৃত্য সিদ্ধবৎ পরামৃশ্যতে যত্তদিতি। অদ্রেশ্যমদৃশ্যং সর্ব্বেষাং বুদ্ধীন্দ্রিয়াণামগম্যমিত্যেতৎ। দৃশের্ব্বহিঃপ্রবৃত্তস্য পঞ্চেন্দ্রিয়দ্বারকত্বাৎ। অগ্রাহ্যং কর্ম্মেন্দ্রিয়াবিষয়মিত্যেতৎ। অগোত্রং গোত্রমন্বয়ো মূলমিত্যনর্থান্তরম্। অগোত্রমনন্বয়মিত্যর্থঃ। নহি তস্য মূলমস্তি যেনান্বিতং স্যাৎ। বর্ণ্যন্ত ইতি বর্ণা দ্রব্যধর্ম্মাঃ স্থূলত্বাদয়ঃ শুক্লত্বাদয়ো বা। অবিদ্যমানা বর্ণা যস্য তদবর্ণমক্ষরম্। অচক্ষুঃশ্রোত্রং চক্ষুশ্চ শ্রোত্রঞ্চ নামরূপ-বিষয়ে করণে সর্ব্বজন্তূনাং তেঽবিদ্যমানে যস্য তদচক্ষুঃশ্রোত্রম্। যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদিত্যাদিচেতনাবত্ত্ববিশেষণাৎ প্রাপ্তং সংসারিণামিব চক্ষুঃশ্রোত্রাদিভিঃ করণৈরর্থসাধকত্বং তদিহাচক্ষুঃশ্রোত্রমিতি বার্য্যতে। পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণ ইত্যাদিদর্শনাৎ। কিঞ্চ তদপাণিপাদং কর্ম্মেন্দ্রিয়রহিতমিত্যেতৎ। যত এবমগ্রাহ্যমগ্রাহকঞ্চ অতো নিত্যমবিনাশি। বিভুং বিবিধং ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তপ্রাণিভেদৈর্ভবতীতি বিভুম্। সর্ব্বগতং ব্যাপকমাকাশবৎ। সুসূক্ষ্মং শব্দাদিস্থূলত্বকারণরহিতত্বাৎ। শব্দাদয়ো হ্যাকাশবায্বাদী-

নামূত্তরোত্তরং স্থূলত্বকারণানি তদভাবাৎ সূক্ষ্মম্। কিঞ্চ, তদবায়ং উক্তধর্ম্মত্বাদেব ন ব্যেতীত্যব্যয়ম্। ন হ্যনঙ্গস্য স্বাঙ্গাপচয়লক্ষণো ব্যয়ঃ সম্ভবতি শরীরস্যেব। নাপি কোশাপচয়লক্ষণো ব্যয়ঃ সম্ভবতি রাজ্ঞ ইব। নাপি গুণদ্বারকো ব্যয়ঃ সম্ভবত্যগুণত্বাৎ সর্ব্বাত্মকত্বাচ্চ। যদেবং লক্ষণং ভূতযোনিং ভূতানাং কারণং পৃথিবীব স্থাবরজঙ্গমানাং পরিপশ্যন্তি সর্ব্বত আত্মভূতং সর্ব্বস্যাক্ষরং পশ্যন্তি ধীরাঃ ধীমন্তো বিবেকিনঃ। ঈদৃশমক্ষরং যয়া বিদ্যয়া অধিগম্যতে সা পরা বিদ্যেতি সমুদায়ার্থঃ॥ ৬॥

যিনি অদৃশ্য (নিখিল জ্ঞানেন্দ্রিয়-সমূহের অপ্রাপ্য), যিনি কর্ম্মেন্দ্রিয়গ্রামের অগোচর, যিনি গোত্রসম্বন্ধহীন, যাঁহার স্থূলত্ব ও সূক্ষ্মত্বাদি নাই, যিনি নেত্রকর্ণবিরহিত, যাঁহার হস্তপদ নাই, যিনি নিত্য, আব্রহ্ম-স্থাবর যাবৎ নিখিল প্রাণীর অধিষ্ঠাতা এবং গগনবৎ সর্ব্বব্যাপী পদার্থ, যিনি অতি সূক্ষ্ম, পরিণামহীন ও নিখিল ভূতগ্রামের হেতুভূত, বিবেকী বিচক্ষণগণ সেই আত্মপদার্থকে নিরন্তর দর্শন করিয়া থাকেন। যে বিদ্যা দ্বারা সেই অক্ষয় পদার্থকে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তাহাকে পরা বিদ্যা কহে॥ ৬॥

যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি। যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশ-লোমানি তথাঽক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্॥ ৭॥

ভূতযোন্যক্ষরমিত্যুক্তং তৎ কথং ভূতযোনিমিত্যুচ্যতে প্রসিদ্ধদৃষ্টান্তৈঃ। যথা লোকে প্রসিদ্ধম্। ঊর্ণনাভির্লূতাকীটঃ

কিঞ্চিৎ কারণান্তরমনপেক্ষ্য স্বয়মেব সৃজতে স্বশরীরব্যতিরিক্তা-নেব তন্তূন্ বহিঃ প্রসারয়তি পুনস্তানের গৃহ্নতে চ গৃহ্নাতি স্বাত্মভাবমেবাপাদয়তি। যথা চ পৃথিব্যামোষধয়ো ব্রীহ্যাদিস্থাবরান্তাঃ স্বাত্মাব্যতিরিক্তা এব প্রভবন্তি। যথা সতো বিদ্যমানাজ্জীবতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি কেশশ্চ লোমানি চ সম্ভবন্তি বিলক্ষণানি। যথৈতে দৃষ্টান্তাস্তথা বিলক্ষণং সলক্ষণঞ্চ নিমিত্তান্তরানপেক্ষাদ্যথোক্ত-লক্ষণাদক্ষরাৎ সম্ভবতি সমুৎপদ্যতে ইহ সংসারমণ্ডলে বিশ্বং সমস্তং জগৎ। অনেকদৃষ্টান্তোপাদানন্তু সুখার্থপ্রবোধনার্থম্। যদ্ব্রহ্মণ উৎপদ্যমানং বিশ্বং তদনেন ক্রমেণোৎপদ্যতে ন যুগপদ্বদরমুষ্টি-প্রক্ষেপবদিতি॥ ৭॥

উপরি-উক্ত শ্লোকে আত্মপদার্থকে নিখিল ভূতগ্রামের হেতু বলা হইয়াছে, অধুনা প্রথিত দৃষ্টান্ত-প্রদর্শন দ্বারা তাহাই প্রতিপাদিত হইতেছে।—ঊর্ণনাভ যেরূপ কারণান্তর-নিরপেক্ষ হইয়াই নিজ দেহ হইতে বহির্ভাগে অনতিরিক্ত তন্তুরাজি প্রসারিত করে, পুনরায় সেই তন্তুরাজিকে নিজ দেহে প্রতিসংহার করিয়া লয়, যেরূপ বসুমতী হইতে ব্রীহি প্রভৃতি ওষধি-সমূহ ভূরিপরিমাণে উৎপন্ন হয়, জীবৎব্যক্তি হইতে যেরূপ কেশ-লোমের উৎপত্তি হয়, তদ্রূপ এই অক্ষর ব্রহ্ম হইতে এই নিখিল জগতের উদ্ভব হইয়াছে॥ ৭॥

তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোঽন্নমভিজায়তে। অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যং লোকাঃ কর্মসু চামৃতম্॥ ৮॥

ক্রমনিয়মবিবক্ষার্থোঽয়ং মন্ত্র আরভ্যতে। তপসা জ্ঞানেনোৎপত্তিবিধিজ্ঞতয়া ভূতযোন্যক্ষরং ব্রহ্ম চীয়তে উপচীয়তে উৎপিপাদ-

যিষদিদং জগদঙ্কুরমিব বীজমুচ্ছূনতাং গচ্ছতি পুত্রমিব পিতা হর্ষেণ। এবং সর্ব্বজ্ঞতয়া সৃষ্টিস্থিতিসংহারশক্তিবিজ্ঞানবত্তয়োপচিতাত্তত্তো ব্রহ্মণোঽন্নং অদ্যতে ভুজ্যতে ইত্যান্নমব্যাকৃতং সাধারণং সংসারিণাং ব্যাচিকীর্ষিতাবস্থারূপেণাভিজায়তে উৎপদ্যতে। ততশ্চাব্যাকৃতাদ্ব্যাচিকীর্ষিতাবস্থাতোঽন্নাৎ প্রাণো হিরণ্যগর্ভো ব্রহ্মণো জ্ঞানক্রিয়াশক্ত্যধিষ্ঠিতজগৎসাধারণোঽবিদ্যাকামকর্ম্মভূতসমুদায়বীজাঙ্কুরো জগদাত্মাভিজায়ত ইত্যনুষঙ্গঃ। তস্মাচ্চ প্রাণান্মনো মন আখ্যং সঙ্কল্পবিকল্পসংশয়নির্ণয়াদ্যাত্মকমভিজায়তে ততোঽপি সঙ্কল্পাদ্যাত্মকান্মনসঃ সত্যং সত্যাখ্যমাকাশাদিভূতপঞ্চকমভিজায়তে। তস্মাৎ সত্যাখ্যাদ্ভূতপঞ্চকাদণ্ডক্রমেণ সপ্ত লোকা ভূরাদয়ঃ। তেষু মনুষ্যাদিপ্রাণিবর্ণাশ্রমক্রমেণ কর্ম্মাণি। কর্ম্মসু চ নিমিত্তভূতেষমৃতং কর্ম্মজং ফলম্। যাবৎ কর্ম্মাণি কল্পকোটিশতৈরপি ন বিনশ্যন্তি তাবৎ ফলং ন বিনশ্যতীত্যমৃতম্॥ ৮॥

অজ্ঞানোপচিত ব্রহ্ম হইতে অন্ন (অব্যাকৃতাবস্থা) উৎপন্ন হয়। সেই অব্যাকৃত হইতে প্রাণ (জ্ঞানক্রিয়াশক্তি) দ্বারা অধিষ্ঠিত বিশ্ব-কারণ হিরণ্যগর্ভ সঞ্জাত হন। ঐ প্রাণ হইতে সংকল্প-বিকল্প-সংশয়-নির্ণয়াত্মক মনঃ-সংজ্ঞক অন্তঃকরণের উৎপত্তি হয়, মন হইতে সত্যাখ্য আকাশাদি পঞ্চভূত উৎপন্ন হয়, পঞ্চভূত হইতে ভূরাদি সপ্তলোক, সপ্তলোকস্থিত মনুষ্যাদি বর্ণ, আশ্রম ও ক্রিয়া এবং কর্ম্ম-নিমিত্তক অমৃতাখ্য কর্ম্মফলের উদ্ভব হইয়া থাকে। শতকোটি কল্পেও এই কর্ম্মফলের বিনাশ নাই, এই জন্যই ইহাকে অমৃত বলা যায়॥ ৮॥

যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।
তস্মাদেতদ্ব্রহ্ম নাম রূপমন্নঞ্চ জায়তে ॥ ৯ ॥

ইত্যথর্ব্ববেদীয়-মুণ্ডকোপনিষদি প্রথমমুণ্ডকে
প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥ ১ ॥

উক্তমেবার্থমুপজিহীর্ষুর্ম্মন্ত্রো বক্ষ্যমাণার্থমাহ। য উক্তলক্ষণোঽক্ষরাখ্যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সামান্যেন সর্ব্বং জানাতীতি সর্ব্বজ্ঞঃ। বিশেষেণ সর্ব্বং বেত্তীতি সর্ব্ববিৎ। যস্য জ্ঞানময়ং জ্ঞানবিকারমেব সার্ব্বজ্ঞ্যলক্ষণং তপোঽনায়াসলক্ষণং তস্মাদ্যথোক্তাৎ সর্ব্বজ্ঞাদেতদুক্তং কার্য্যলক্ষণং ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভাখ্যং জায়তে। কিঞ্চ, নামাসৌ দেবদত্তো যজ্ঞদত্তো ইত্যাদিলক্ষণম্। রূপমিদং শুক্লং নীলমিত্যাদি। অন্নঞ্চ ব্রীহিযবাদিলক্ষণং জায়তে। পূর্ব্বমন্ত্রোক্তক্রমেণেত্যবিরোধো দ্রষ্টব্যঃ ॥ ৯ ॥

ইতি মুণ্ডকোপনিষদ্ভাষ্যে প্রথমমুণ্ডকে
প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥ ১ ॥

উল্লিখিত বিষয়ের উপসংহারার্থ এই মন্ত্র বিবৃত হইতেছে। —উল্লিখিত অক্ষর-সংজ্ঞক ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ, তিনিই সর্ব্ববিৎ। এই সর্ব্বজ্ঞতারূপ বিকারই তদীয় তপস্যা। এই সর্ব্ববিৎ ব্রহ্ম হইতেই উক্ত কার্য্যস্বরূপ হিরণ্যগর্ভ, দেবদত্ত-যজ্ঞদত্তাদি সংজ্ঞা, শ্বেত-নীলাদি রূপ এবং ব্রীহিযবাদি অন্নের উৎপত্তি হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

প্রথম মুণ্ডকে প্রথম খণ্ড সম্পূর্ণ।

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

তদেতৎ সত্যং মন্ত্রেষু কর্ম্মাণি কবয়ো যান্যপশ্যংস্তানি ত্রেতায়াং বহুধা সন্ততানি। তান্যাচরথ নিয়তং সত্যকামা এষ বঃ পন্থাঃ সুকৃতস্য লোকে ॥ ১ ॥

সাঙ্গা বেদা অপরা বিদ্যোক্তা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদ ইত্যাদিনা। যত্তদদ্রেশ্যমিত্যাদিনা নামরূপমন্নঞ্চ জায়ত ইত্যন্তেন গ্রন্থেনোক্তলক্ষণমক্ষরং যয়া বিদ্যয়া অধিগম্যতে ইতি পরা বিদ্যা সবিশেষেণোক্তা। অতঃ পরমনয়োর্ব্বিদ্যয়োর্ব্বিষয়ৌ বিবেক্তব্যৌ সংসারমোক্ষাবিত্যুত্তরো গ্রন্থ আরভ্যতে। তত্রাপরবিদ্যাবিষয়ঃ কর্ত্রাদিসাধনক্রিয়াফলভেদরূপঃ সংসারোঽনাদিরনন্তো দুঃখস্বরূপত্বাদ্ধাতব্যঃ প্রত্যেকং শরীরিভিঃ। সামস্ত্যেন নদীস্রোতোবদব্যবচ্ছেদরূপসম্বন্ধস্তদুপশমলক্ষণো মোক্ষঃ পরবিদ্যাবিষয়োঽনাদ্যনন্তোঽজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়ঃ শুদ্ধঃ প্রসন্নঃ স্বাত্মপ্রতিষ্ঠালক্ষণঃ পরমানন্দোঽদ্বয় ইতি। পূর্ব্বং তাবদপরবিদ্যায়া বিষয়প্রদর্শনার্থমারম্ভঃ। তদ্দর্শনে হি তন্নির্ব্বেদোপপত্তেঃ। তথা চ বক্ষ্যতি। পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতানিত্যাদিনা। ন হ্যপ্রদর্শিতে পরীক্ষোপপদ্যত ইতি তৎপ্রদর্শয়ন্নাহ তদেতৎ সত্যমবিতথম্। কিন্তন্মন্ত্রেষ্বৃগ্বেদাদ্যাখ্যেষু কর্ম্মাণ্যগ্নিহোত্রাদীনি মন্ত্রৈরেব প্রকাশিতানি, কবয়ো মেধাবিনো বসিষ্ঠাদয়ো যান্যপশ্যন্ দৃষ্টবন্তঃ। যত্তদেতৎ সত্যমেকান্তপুরুষার্থসাধনত্বাৎ তানি চ বেদবিহিতান্যৃষি-

দৃষ্টানি কর্ম্মাণি ত্রেতায়াং ত্রয়ীসংযোগলক্ষণায়াং হৌত্রাধ্বর্য্যবৌদ্গাত্রপ্রকারায়ামধিকরণভূতায়াং বহুধা বহুপ্রকারং সন্ততানি প্রবৃত্তানি কর্ম্মিভিঃ ক্রিয়মাণানি ত্রেতায়াং বা যুগে প্রায়শঃ প্রবৃত্তানি অতো যূয়ং তান্যাচরথ নির্ব্বর্ত্তয়থ নিয়তং নিত্যং সত্যকামা যথাভূতকর্ম্মফলকামাঃ সন্তঃ। এষ বো যুষ্মাকং পন্থা মার্গঃ সুকৃতস্য স্বয়ং নির্ব্বর্ত্তিতস্য কর্ম্মণো লোকে ফলনিমিত্তং লোক্যতে দৃশ্যতে ভুজ্যতে ইতি কর্ম্মফলং লোক উচ্যতে। তদর্থং তৎপ্রাপ্তয়ে এষ মার্গ ইত্যর্থঃ। যান্যেতান্যগ্নিহোত্রাদীনি ত্রয্যাং বিহিতানি কর্ম্মাণি তান্যেষ পন্থা অবশ্যফলপ্রাপ্তিসাধনমিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, সাঙ্গ-বেদ সকলকে অপরা বিদ্যা এবং যাহা দ্বারা পরম ব্রহ্মকে বিদিত হওয়া যায়, তাহাকে পরা বিদ্যা বলে। অধুনা ভবপাশ-বিমোচনার্থ পরা ও অপরা বিদ্যার বিষয় বিচার সহকারে প্রদর্শিত হইতেছে। তন্মধ্যে কর্ত্ত্রাদি ক্রিয়া ও ক্রিয়াফলাদিরূপ সংসারই অপরা বিদ্যার বিষয়। এই সংসার আদি-অন্তহীন ও দুঃখস্বরূপ; সুতরাং ইহা পরিত্যাগ করা জীবমাত্রেরই কর্ত্তব্য। সংসারে উপশান্তিরূপ মোক্ষকেই পরা বিদ্যার বিষয় বলিয়া জানিবে। মোক্ষের আদি নাই, অন্ত নাই, জরা নাই, মৃত্যু নাই। ইহা অমৃতস্বরূপ, অভয়-দায়ক, শুদ্ধ, প্রসন্ন, আত্মপ্রতিষ্ঠিত, পরমানন্দ ও অদ্বয়স্বরূপ। এই দুই বিদ্যার মধ্যে প্রথমে অপরা বিদ্যার বিষয় প্রদর্শিত হইতেছে।— ঋগ্বেদাদি নামক মন্ত্রে অগ্নিহোত্রাদি যে সকল কর্ম্ম উল্লিখিত আছে, বশিষ্ঠাদি ঋষিবৃন্দ তৎসমস্তের দ্রষ্টা। উহা সত্য ও

পুরুষার্থ-সম্পাদক, সেই বেদোক্ত ঋষিদৃষ্ট কর্ম্ম সকল ত্রেতাযুগে বহুভাবে প্রবৃত্ত হইয়াছে। সুতরাং তোমরা যথাযথ কর্ম্মফল কামনা করত সেই সকল কার্য্যের আচরণ কর। ইহাই তোমাদিগের ফললাভের একমাত্র পথ ॥ ১ ॥

যদা লেলায়তে হ্যর্চ্চিঃ সমিদ্ধে হব্যবাহনে। তদাজ্যভাগাবন্তরেণাহুতীঃ প্রতিপাদয়েৎ ॥ ২ ॥

তত্রাগ্নিহোত্রমেব তাবৎ প্রথমঃ প্রদর্শনার্থমুচ্যতে। সর্ব্বকর্ম্মণাং প্রাথম্যাৎ। তৎ কথম্? যদৈবেন্ধনৈরভ্যাহিতৈঃ সম্যগিদ্ধে সমিদ্ধে হব্যবাহনে লেলায়তে চলতি অর্চ্চিস্তদা তস্মিন্ কালে লেলায়মানে চলত্যর্চ্চিষ্যাজ্যভাগাবাজ্যভাগয়োরন্তরেণ মধ্যে আবাপস্থানে আহুতীঃ প্রতিপাদয়েৎ প্রক্ষিপেদ্দেবতামুদ্দিশ্য। অনেকাহঃপ্রয়োগাপেক্ষয়াহুতীরিতি বহুবচনম্। এষ সম্যগাহুতিপ্রক্ষেপাদিলক্ষণঃ কর্ম্মমার্গো লোকপ্রাপ্তয়ে পন্থাঃ। তস্য চ সম্যক্ করণং দুষ্করম্। বিপত্তয়স্ত্বনেকা ভবন্তি ॥ ২ ॥

অধুনা অগ্রে অগ্নিহোত্র প্রদর্শিত হইতেছে।—যৎকালে সম্যক্ প্রজ্বলিত বহ্নির শিখা সমস্তাৎ প্রসারিত হইবে, তৎকালে সেই অগ্নিতে দেবোদ্দেশে আহুতি দিবে। এইরূপ যথাযথ আহুতি-সমর্পণরূপ কর্ম্মমার্গ স্বর্গাদিলোকলাভের হেতু। অগ্নিহোত্র-যজ্ঞের সম্যক্ অনুষ্ঠান অতীব দুরূহ। ইহাতে বহু অন্তরায় থাকিবার সম্ভব, সুতরাং শ্রদ্ধা সহকারে আহুতি দান করা কর্ত্তব্য ॥ ২ ॥

যস্যাগ্নিহোত্রমদর্শমপৌর্ণমাসমচাতুর্ম্মাস্যমনাগ্রয়ণমতিথিবর্জ্জিতঞ্চ । অহুতমবৈশ্বদেবমবিধিনাহুতমাসপ্তমাংস্তস্য লোকান্ হিনস্তি ॥ ৩ ॥

কথং যস্যাগ্নিহোত্রিণোঽগ্নিহোত্রমদর্শং দর্শাখ্যেন কর্ম্মণা বর্জ্জিতং অগ্নিহোত্রিণোঽবশ্যকর্ত্তব্যত্বাদ্দর্শস্য । অগ্নিহোত্রসম্বন্ধ্যগ্নিহোত্রবিশেষণমিব ভবতি । তদক্রিয়মাণমিত্যেতৎ । তথাপৌর্ণমাসমিত্যাদিষ্বপ্যগ্নিহোত্রবিশেষণত্বং দ্রষ্টব্যম্ । অগ্নিহোত্রাঙ্গত্বস্যাবিশিষ্টত্বাদপৌর্ণমাসং পৌর্ণমাসকর্ম্মবর্জ্জিতম্ । অচাতুর্ম্মাস্যং চাতুর্ম্মাস্যকর্ম্মবর্জ্জিতম্ । অনাগ্রয়ণং আগ্রয়ণং শরদাদিকর্ত্তব্যং তচ্চ ন ক্রিয়তে যস্য । তথাতিথিবর্জ্জিতঞ্চাতিথিপূজনঞ্চাহন্যক্রিয়মাণং যস্য স্বয়ং সম্যগগ্নিহোত্রকালেঽহুতম্ । অদর্শাদিবদবৈশ্বদেবং বৈশ্বদেবকর্ম্মবর্জ্জিতং হূয়মানমপ্যবিধিনা হুতং ন যথাহুতমিত্যেতৎ । এবং দুঃসম্পাদিতমসম্পাদিতমগ্নিহোত্রাদ্যুপলক্ষিতং কর্ম্ম কিং করোতীত্যুচ্যতে, আসপ্তমান্ সপ্তমসহিতাংস্তস্য কর্ত্তুর্লোকান্ হিনস্তি হিনস্তীবায়াসমাত্রফলত্বাৎ । সম্যক্ ক্রিয়মাণেষু হি কর্ম্মসু কর্ম্মপরিণামানুরূপেণ ভূরাদয়ঃ সত্যান্তাঃ সপ্তলোকাঃ ফলং প্রাপ্যন্তে । তে লোকা এবম্ভূতেনাগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মণা অপ্রাপ্যত্বাদ্ধিংস্যন্ত ইবায়াসমাত্রন্ত্বব্যভিচারীত্যতো হিনস্তীত্যুচ্যতে । পিণ্ডদানাদ্যনুগ্রহেণ বা সংবধ্যমানাঃ পিতৃপিতামহপ্রপিতামহাঃ পুত্রপৌত্রপ্রপৌত্রাঃ স্বাত্মোপকারাঃ সপ্ত লোকা উক্তপ্রকারেণাগ্নিহোত্রাদিনা ন ভবন্তীতি হিংস্যন্ত ইত্যুচ্যতে ॥ ৩ ॥

যে অগ্নিহোত্রীর অগ্নিহোত্রযজ্ঞ দর্শ, পৌর্ণমাস ও চাতুর্ম্মাস্য এই ত্রিবিধ কর্ম্মহীন, যে অগ্নিহোত্রী শরদাদি ঋতুকর্ত্তব্য

কার্য্যের আচরণ না করিয়া কেবলমাত্র অগ্নিহোত্র সম্পাদন করেন, যাঁহার অগ্নিহোত্রে অতিথি-সৎকার সম্পাদিত হয় না, যাহার অগ্নিহোত্রানুষ্ঠানকালে বিধানে আহুতি প্রদত্ত হয় না, অগ্নিহোত্রকার্য্যে দর্শাদির ন্যায় যিনি বৈশ্বদেবাদি কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, অগ্নিহোত্রানুষ্ঠানকালে বিধানে যিনি আহুতিদান করেন না, তাঁহার ভূরাদি সত্যলোক পর্য্যন্ত লোকসপ্তক বিনাশ প্রাপ্ত হয় ॥ ৩ ॥

কালী করালী চ মনোজবা চ, সুলোহিতা যা চ সুধূম্র-বর্ণা। স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচী চ দেবী, লেলায়মানা ইতি সপ্তজিহ্বাঃ ॥ ৪ ॥

কালী করালী চ মনোজবা চ সুলোহিতা যা চ সুধূম্রবর্ণা। স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচী দেবী লেলায়মানা ইতি সপ্ত জিহ্বাঃ। কাল্যাদ্যা বিশ্বরুচ্যন্তা লেলায়মানা অগ্নের্হবিরাহুতিগ্রসনার্থা এতাঃ সপ্ত জিহ্বাঃ ॥ ৪ ॥

অগ্নির সাতটি জিহ্বা আহুতি-গ্রহণার্থ নির্দ্দিষ্ট আছে। সেই সপ্ত জিহ্বা যথাক্রমে কালী, করালী, মনোজবা, সুলো-হিতা, সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী ও বিশ্বরুচি নামে অভিহিত। এই দ্যুতিমতী সপ্ত জিহ্বা আহুতিগ্রহণে সক্ষম ॥ ৪ ॥

এতেষু যশ্চরতে ভ্রাজমানেষু যথাকালং চাহুতয়ো হ্যাদদায়ন্। তন্নয়ন্ত্যেতাঃ সূর্য্যস্য রশ্ময়ো যত্র দেবানাং পতিরেকোঽধি-বাসঃ ॥ ৫ ॥

এতেষ্বগ্নিজিহ্বাভেদেষু যোঽগ্নিহোত্রী চরতে কর্ম্মাচরত্যগ্নিহোত্রাদিভ্রাজমানেষু দীপ্যমানেষু। যথাকালঞ্চ যস্য কর্ম্মণো যঃ কালস্তৎকালং যথাকালং যজমানমাদদায়াদদানা। আহুতয়ো যজমানেন নির্ব্বর্ত্তিতাস্তং নয়ন্তি প্রাপয়ন্ত্যেতা আহুতয়ো যা ইমা অনেন নিবর্ত্তিতাঃ সূর্য্যস্য রশ্ময়ো ভূত্বা রশ্মিদ্বারৈরিত্যর্থঃ। যত্র যস্মিন্ স্বর্গে দেবানাং পতিরিন্দ্র একঃ, সর্ব্বানুপর্য্যধিবসতীত্যধিবাসঃ ॥ ৫ ॥

উপরিলিখিত অগ্নির দীপ্যমান জিহ্বাতে যথাসময়ে আহুতি সমর্পণ করত অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করিলে সেই সমস্ত আহুতি আদিত্যরশ্মিরূপে পরিণত হইয়া যজমানকে সুরপুরে উপনীত করিয়া দেয়। যে স্থানে দেবরাজ ইন্দ্র অবস্থিতি করেন, ঐ সকল আহুতি যজমানকে লইয়া তথায় উপনীত করে ॥ ৫ ॥

এহ্যেহীতি তমাহুতয়ঃ সুবর্চ্চসঃ সূর্য্যস্য রশ্মিভির্যজমানং বহন্তি। প্রিয়াং বাচমভিবদন্ত্যোঽর্চ্চয়ন্ত্য এষ বঃ পুণ্যঃ সুকৃতো ব্রহ্মলোকঃ ॥ ৬ ॥

কথং সূর্য্যস্য রশ্মিভির্যজমানং বহন্তীত্যুচ্যতে এহ্যেহীত্যাহ্বয়ন্ত্যঃ। সুবর্চ্চসো দীপ্তিমত্যঃ। কিঞ্চ প্রিয়ামিষ্টাং বাচং স্তুত্যাদিলক্ষণামভিবদন্ত্য উচ্চারয়ন্ত্যঃ অর্চ্চয়ন্ত্যঃ পূজয়ন্ত্যশ্চৈব বো যুষ্মাকং পুণ্যঃ সুকৃতঃ পন্থাঃ ব্রহ্মলোকঃ ফলরূপঃ। এবং প্রিয়াং বাচমভিবদন্ত্যো বহন্তীত্যর্থঃ। ব্রহ্মলোকঃ স্বর্গঃ প্রকরণাৎ ॥ ৬ ॥

ঐ দীপ্তিমান্ আহুতি সমূহ 'আইস আইস' বাক্যে সম্বোধন করত 'এই পবিত্র ব্রহ্মধামই তোমাদিগের যজ্ঞফলস্বরূপ' ঈদৃশ

প্রিয় বচন উচ্চারণ সহকারে সৎকার করিয়া অগ্নিহোত্রীকে আদিত্যরশ্মিসহায়ে ব্রহ্মধামে লইয়া গিয়া থাকে॥ ৬॥

প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম। এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপি যন্তি॥ ৭॥

এতচ্চ জ্ঞানরহিতং কর্ম্মৈতাবৎ কর্ম্মমবিদ্যাকামকর্ম্মকার্য্যমতোঽসারং দুঃখমূলমিতি নিন্দ্যতে। প্লবা বিনাশিন ইত্যর্থঃ। হি যস্মাদেতে অদৃঢ়া অস্থিরা যজ্ঞরূপা যজ্ঞস্য রূপাণি যজ্ঞরূপা যজ্ঞনির্ব্বর্ত্তকা অষ্টাদশাষ্টাদশসংখ্যাকাঃ। ষোড়শর্ত্বিজঃ পত্নী যজমানশ্চেত্যষ্টাদশ। এতদাশ্রয়ং কর্ম্মোক্তং কথিতং শাস্ত্রেণ। যেষ্বষ্টাদশস্ববরং কেবলং জ্ঞানবর্জ্জিতং কর্ম্ম। অতস্তেষামবরকর্ম্মাশ্রয়াণামষ্টাদশানামদৃঢ়তয়া প্লবত্বাৎ প্লবতে সহ ফলেন তৎসাধ্যং কর্ম্ম। কুণ্ডবিনাশাদিবৎ ক্ষীরদধ্যাদীনাং তৎস্থানাং নাশঃ। যত এবমেতৎ কর্ম্ম শ্রেয়ঃ শ্রেয়ঃকরণমিতি যেঽভিনন্দন্ত্যভিহৃষ্যন্ত্যবিবেকিনো মূঢ়া অতস্তে জরাঞ্চ মৃত্যুঞ্চ জরামৃত্যুং কিঞ্চিৎকালং স্বর্গে স্থিত্বা পুনরেবাপি যন্তি ভূয়োঽপি গচ্ছন্তি॥ ৭॥

ষোড়শ ঋত্বিক্, ভার্য্যা ও স্বয়ং যজমান এই অষ্টাদশাশ্রয় যজ্ঞ সমূহ বিনশ্বর ও অস্থির। কেন না, ঐ সকল যজ্ঞানুষ্ঠান জ্ঞানবিরহিত। যাহা জ্ঞান সহকারে অনুষ্ঠান করা যায়, তৎফলই অক্ষয়। জ্ঞান সহকারে অগ্নিহোত্রাদির অনুষ্ঠান হয় না বলিয়া উহা অস্থির। যে অজ্ঞানান্ধ অবিবেকীরা এই যজ্ঞ সমস্তই শ্রেয়ঃপ্রদ বিবেচনায় পুলকিত হয়, তাহাদিগকে বার বার জরা-মৃত্যুর বশঙ্গত হইতে হয়॥ ৭॥

IMPERIAL

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
জঙ্ঘন্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ ॥ ৮ ॥

কিঞ্চাবিদ্যায়ামন্তরে মধ্যে বর্ত্তমানা অবিবেকপ্রায়াঃ স্বয়ং বয়মেব ধীরা ধীমন্তঃ পণ্ডিতা বিদিতবেদিতব্যাশ্চেতি মন্যমানা আত্মানং সম্ভাবয়ন্তস্তে চ জঙ্ঘন্যমানা জরারোগাদ্যনেকানর্থ-ব্রাতৈর্হন্যমানা ভৃশং পীড্যমানাঃ পরিযন্তি বিভ্রমন্তি মূঢ়াঃ। দর্শনবর্জ্জিতত্বাদন্ধেনৈবাচক্ষুষ্কেণৈব নীয়মানাঃ প্রদর্শ্যমানমার্গা যথা লোকেঽন্ধা অক্ষিরহিতা গর্ত্তকণ্টকাদৌ পতন্তি তদ্বৎ ॥ ৮ ॥

অবিদ্যাভিভূত অবিবেকীরাই 'জ্ঞাতব্য বিষয় সকলই জ্ঞাত হইয়াছি' বলিয়া অভিমান প্রকাশ করে এবং জরা-রোগাদি বহুল অনর্থ-পরম্পরা-সমাবৃত হইয়া বিভ্রান্ত হয়। অন্ধ দ্বারা নীয়মান অন্ধ অন্ধ যেরূপ গর্ত্ত বা কণ্টকাদির মধ্যে নিপতিত হয়, অজ্ঞানী লোকেরাও সেইরূপ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা স্বর্গাদি লোকে নীত হইয়া পুনরায় সংসারে নিপতিত হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

অবিদ্যায়াং বহুধা বর্ত্তমানা বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্যন্তি বালাঃ। যৎ কর্ম্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাত্তেনাতুরাঃ ক্ষীণ-লোকাশ্চ্যবন্তে ॥ ৯ ॥

কিঞ্চাবিদ্যায়াং বহুধা বহুপ্রকারং বর্ত্তমানাঃ বয়মিব কৃতার্থাঃ কৃতপ্রয়োজনা ইত্যেবমভিমন্যন্ত্যভিমানং কুর্ব্বন্তি বালা অজ্ঞানিনঃ যদ্যস্মাদেবং কর্ম্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি তত্ত্বং ন জানন্তি রাগাৎ কর্ম্মফলরাগাভিভবনিমিত্তং তেন কারণেনাতুরা দুঃখার্ত্তাঃ সন্তঃ ক্ষীণলোকাঃ ক্ষীণকর্ম্মফলাঃ স্বর্গলোকাচ্চ্যবন্তে ॥ ৯ ॥

'আমরাই কৃতার্থ,' এইরূপ অভিমান কেবল অবিদ্যাগ্রস্ত অজ্ঞানীদিগের হইয়া থাকে। কেন না, কর্ম্মফলে অনুরাগ নিবন্ধন তাহারা প্রকৃত পদার্থ পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয় না। কাজেই কর্ম্মফলে অনুরাগ নিবন্ধন দুঃখাভিভূত হইয়া কর্ম্মফলক্ষয়াবসানে পুনর্ব্বার স্বর্গধাম হইতে স্খলিত হইয়া পড়ে ॥ ৯ ॥

ইষ্টাপূর্ত্তং মন্যমানা বরিষ্ঠং নান্যচ্ছ্রেয়ো বেদয়ন্তে প্রমূঢ়াঃ। নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতেঽনুভূত্বেমং লোকং হীনতরং বা বিশন্তি ॥ ১০ ॥

ইষ্টাপূর্ত্তম্। ইষ্টং যাগাদিং শ্রৌতং কর্ম্ম। পূর্ত্তং বাপীকূপতড়াগাদি স্মার্ত্তং, মন্যমানা এতদেবাতিশয়েন পুরুষার্থসাধনং বরিষ্ঠং প্রধানমিতি চিন্তয়ন্তোঽন্যদাত্মজ্ঞানাখ্যং শ্রেয়ঃসাধনং ন বেদয়ন্তে ন জানন্তি প্রমূঢ়াঃ পুত্রপশুবন্ধ্বাদিষু প্রমত্ততয়া মূঢ়াস্তে চ নাকস্য স্বর্গস্য পৃষ্ঠে উপরিস্থানে সুকৃতে ভোগায়তনেঽনুভূত্বানুভূয় কর্ম্মফলং পুনরিমং লোকং মানুষমস্মাদ্ধীনতরং বা তির্য্যঙ্নরকাদিলক্ষণং যথাকর্ম্মশেষং বিশন্তি ॥ ১০ ॥

পুত্র, পশু, বন্ধু ইত্যাদিতে যাহারা বিমোহিত থাকে, তাহারা এইরূপ বিবেচনা করে যে; যাগাদি শ্রুতিবোধিত কার্য্য এবং কূপ-তড়াগ-দীর্ঘিকাদি-প্রতিষ্ঠাই পুরুষার্থ-সাধন প্রধান কার্য্য; সুতরাং তাহারা আত্মজ্ঞান-নামক শ্রেয়ঃসাধন পদার্থকে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয় না। তাদৃশ ব্যক্তিরা ভোগায়তন স্বর্গে অবস্থিতি করত কর্ম্মফল ভোগ করে এবং ভোগাবসানে পুনরায় নরযোনি ধারণ করিয়া থাকে অথবা

তদপেক্ষাও নিকৃষ্ট তির্য্যগ্‌যোনি প্রাপ্ত হয় কিংবা নরকাদি সম্ভোগরূপ নানা অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

তপঃশ্রদ্ধে যে হ্যুপবসন্ত্যরণ্যে শান্তা বিদ্বাংসো ভৈক্ষ্যচর্য্যাং চরন্তঃ। সূর্য্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রয়ান্তি যত্রামৃতঃ স পুরুষো হ্যব্যয়াত্মা ॥ ১১ ॥

যে পুনস্তদ্বিপরীতা জ্ঞানযুক্তা বানপ্রস্থাঃ সন্ন্যাসিনশ্চ তপঃ-শ্রদ্ধে তপঃ স্বাশ্রমবিহিতং কর্ম্ম, শ্রদ্ধা হিরণ্যগর্ভাদিবিষয়া বিদ্যা, তে তপঃশ্রদ্ধে উপবসন্তি সেবন্তেঽরণ্যে বর্ত্তমানাঃ সন্তঃ। শান্তা উপরতকরণগ্রামাঃ। বিদ্বাংসো গৃহস্থাশ্চ জ্ঞানপ্রধানা ইত্যর্থঃ। ভৈক্ষ্যচর্য্যাং চরন্তঃ পরিগ্রহাভাবাদুপবসন্ত্যরণ্য ইতি সম্বন্ধঃ। সূর্য্যদ্বারেণ সূর্য্যোপলক্ষিতেনোত্তরায়ণেন পথা তে বিরজা বিরজসঃ ক্ষীণপুণ্যপাপকর্ম্মাণঃ সন্ত ইত্যর্থঃ। প্রয়ান্তি প্রকর্ষেণ যান্তি, যত্র যস্মিন্ সত্যলোকাদাবমৃতঃ স পুরুষঃ প্রথমজো হিরণ্যগর্ভো হ্যব্যয়াত্মা অব্যয়স্বভাবো যাবৎ সংসারস্থায়ী। এতদন্তাস্তু সংসারগতয়োঽপরবিদ্যাগম্যাঃ। নন্বেতং মোক্ষমিচ্ছন্তি কেচিন্নৈহৈব সর্ব্বে প্রবিলীয়ন্তি কামাস্তে সর্ব্বগং সর্ব্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানঃ সর্ব্বমেবাবিশন্তীতি শ্রুতিভ্যঃ অপ্রকরণাচ্চ। অপর-বিদ্যাপ্রকরণে হি প্রবৃত্তে ন হ্যকস্মান্মোক্ষপ্রসঙ্গোঽস্তি, বিরজস্ত্বাপেক্ষিকং সমস্তমপরবিদ্যাকার্য্যং সাধ্যসাধনলক্ষণং ক্রিয়া-কারকফলভেদভিন্নং দ্বৈতম্। এতাবদেব যদ্ধিরণ্যগর্ভপ্রাপ্ত্যবসানম্। তথাচ মনুনোক্তং স্থাবরাদ্যাং সংসারগতিমনুক্রামতা।—"ব্রহ্মা বিশ্বসৃজো ধর্ম্মো মহানব্যক্তমেব চ। উত্তমাং সাত্ত্বিকীমেতাং গতি-মাহুর্ম্মনীষিণঃ" ইতি ॥ ১১ ॥

যে সকল জ্ঞানী সংসারের বিপরীত বানপ্রস্থ কিংবা সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করত ইন্দ্রিয়গ্রামকে প্রত্যাহৃত করিয়া বনবাস আশ্রয় পূর্ব্বক স্বাশ্রমোচিত কার্য্য বা হিরণ্যগর্ভাদিবিষয়িণী বিদ্যার উপাসনা করেন, সেই ক্ষীণপুণ্যপাপিকর্ম্মারা উত্তরায়ণসময়ে তনু ত্যাগ করত যে স্থলে সেই অমৃতপুরুষ ও ব্যয়স্বভাব হিরণ্যগর্ভ অবস্থিতি করেন, তথায় গমন করিয়া থাকেন॥ ১১ ॥

পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন। তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥ ১২॥

অথেদানীমস্মাৎ সাধ্যসাধনরূপাৎ সর্ব্বস্মাৎ সংসারাদ্বিরক্তস্য পরস্যাং বিদ্যায়ামধিকারপ্রদর্শনার্থমিদমুচ্যতে। পরীক্ষ্য যদেতদৃগ্বেদাদ্যপরবিদ্যাবিষয়ং স্বাভাবিক্যবিদ্যাকামকর্ম্মদোষবৎ পুরুষানুষ্ঠেয়মবিদ্যাদিদোষবন্তমেব পুরুষং প্রতি বিহিতত্বাত্তদনুষ্ঠানকার্য্যভূতাশ্চ লোকা যে দক্ষিণোত্তরমার্গলক্ষণাঃ ফলভূতা যে চ বিহিতাকরণ-প্রতিষেধাতিক্রমদোষসাধ্যা নরকতির্য্যক্প্রেতলক্ষণাস্তানেতান্ পরীক্ষ্য প্রত্যক্ষানুমানোপমানাগমৈঃ সর্ব্বতো যাথার্থ্যেনাবধার্য্য লোকান্ সংসারগতিভূতানব্যক্তাদিস্থাবরান্তান্ ব্যাকৃতাব্যাকৃতলক্ষণান্ বীজাঙ্কুরবদিতরেতরোৎপত্তিনিমিত্তাননেকানর্থশতসহস্রসঙ্কুলান্ কদলীগর্ভবদসারান্মায়ামরীচ্যুদকগন্ধর্ব্বনগরাকারস্বপ্নজলবুদ্বুদফেনসমান্ প্রদক্ষিণপ্রধ্বংসান্ পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা অবিদ্যাকামদোষপ্রবর্ত্তিতকর্ম্মচিতান্ ধর্ম্মাধর্ম্মনির্বর্ত্তিতানিত্যেতদ্ব্রাহ্মণস্যৈব বিশেষতোঽধিকারঃ। সর্ব্বত্যাগেন ব্রহ্মবিদ্যায়ামিতি ব্রাহ্মণগ্রহণম্। পরীক্ষ্য লোকান্ কিং কুর্য্যাদিত্যুচ্যতে।

নির্ব্বেদং নিঃপূর্ব্বো বিদিরত্র বৈরাগ্যার্থে বৈরাগ্যমায়াৎ কুর্য্যাদিত্যেতৎ। স বৈরাগ্যপ্রকারঃ প্রদর্শ্যতে। ইহ সংসারে নাস্তি কশ্চিদপ্যকৃতঃ পদার্থঃ। সর্ব্ব এব হি লোকাঃ কর্ম্মচিতাঃ কর্ম্মকৃতত্বাচ্চানিত্যাঃ। ন নিত্যং কিঞ্চিদস্তীত্যভিপ্রায়ঃ। সর্ব্বং তু কর্ম্মানিত্যস্যৈব সাধনম্। যস্মাচ্চতুর্ব্বিধমেব হি সর্ব্বং কর্ম্ম কার্য্যমুৎপাদ্যমাপ্যং সংস্কার্য্যং বিকার্য্যং বা, নাতঃপরং কর্ম্মণো-বিষয়োঽস্তি। অহঞ্চ নিত্যেনামৃতেনাভয়েন কূটস্থেনাচলেন এবে-ণার্থেনার্থী ন তদ্বিপরীতেন। অতঃ কিং কৃতেন কর্ম্মণা আয়াস-বাহুল্যেনানর্থসাধনেনেত্যেবং নির্ব্বিণ্ণোঽভয়ং শিবমকৃতং নিত্যং পদং যত্তদ্বিজ্ঞানার্থং বিশেষেণাধিগমার্থং স নির্ব্বিণ্ণো ব্রাহ্মণো গুরুমেবাচার্য্যং শমদমদয়াদিসম্পন্নমভিগচ্ছেৎ। শাস্ত্রজ্ঞোঽপি স্বাত-ন্ত্র্যেণ ব্রহ্মজ্ঞানান্বেষণং ন কুর্য্যাদিত্যেতদ্গুরুমেবেত্যবধারণফলম্। সমিৎপাণিঃ সমিদ্ভারগৃহীতহস্তঃ। শ্রোত্রিয়মধ্যয়নশ্রুতার্থসম্পন্নং ব্রহ্মনিষ্ঠং, হিত্বা সর্ব্বকর্ম্মাণি কেবলেঽদ্বয়ে ব্রহ্মণি নিষ্ঠা যস্য, সোঽয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠো জপনিষ্ঠস্তপোনিষ্ঠ ইতি যদ্বৎ। ন হি কর্ম্মিণো ব্রহ্মনিষ্ঠতা সম্ভবতি কর্ম্মাত্মজ্ঞানয়োর্ব্বিরোধাৎ। স তং গুরুং বিধিবদুপসন্নঃ প্রসাদ্য পৃচ্ছেদক্ষরং পুরুষং সত্যম্॥ ১২॥

যে ব্যক্তি বিরক্ত-পুরুষ, বিদ্যাতে সেই ব্যক্তিই অধিকারী ইহাই দেখাইবার জন্য এই মন্ত্র কথিত হইতেছে।—অব্যক্তাদি স্থাবরান্ত নিখিল লোকই কর্ম্ম দ্বারা উপচিত। বীজ ও অঙ্কুর যেমন পরস্পরের উৎপত্তির হেতু, ইহারাও সেইরূপ। ইহারা বহু অনর্থসঙ্কীর্ণ ও কদলীগর্ভের ন্যায় অসার পদার্থ। কাজেই মায়ামরীচিকা অথবা স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুবৎ অলীক এবং আশু বিনাশ-

শীল, এইরূপ পরীক্ষা করিয়া অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শাস্ত্র দ্বারা স্থিরনিশ্চয় করত ব্রাহ্মণ বৈরাগ্যযুক্ত হইবেন। তৎকালে তিনি স্থির করিবেন যে, এই সংসারে কিছুই অকৃত বস্তু নাই, অতএব সকলই যখন কর্ম্মচিত, তখন অনিত্য, নিত্য বস্তু কিছুই নাই। সুতরাং যে কিছু কার্য্যের আচরণ করা যায়, তাহা সকলই অনিত্যের সাধক। অতএব শ্রমবহুল কার্য্য করিবার আবশ্যক কি? এইরূপ বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া অভয় ও মঙ্গলময় নিত্যপদ-বিজ্ঞানের জন্য ব্রাহ্মণ সমিধ-করে বেদজ্ঞ ব্রহ্ম-পরায়ণ গুরুর অনুগামী হইবেন ॥ ১২ ॥

তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্ প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায়। যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্ ॥ ১৩ ॥

ইত্যাথর্ব্ববেদীয়মুণ্ডকোপনিষদি প্রথমমুণ্ডকে
দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ২ ॥
ইত্যথর্ব্ববেদীয়-মুণ্ডকোপনিষদি প্রথমমুণ্ডকং
সমাপ্তম্ ॥ ১ ॥

তস্মৈ স বিদ্বান্ গুরুর্ব্রহ্মবিদুপসন্নায়োপগতায়। সম্যগ্ যথা শাস্ত্রমিত্যেতৎ। প্রশান্তচিত্তায়োপরতদর্পাদিদোষায়। শমান্বি-তায় বাহ্যেন্দ্রিয়োপরমেণ চ যুক্তায় সর্ব্বতো বিরক্তায়েত্যেতৎ। যেন বিজ্ঞানেন যয়া বিদ্যয়া পরয়াক্ষরমদ্রেশ্যাদিবিশেষণং তদেবাক্ষরং পুরুষশব্দবাচ্যং পূর্ণত্বাৎ পুরিশয়নাচ্চ সত্যং তদেব পরমার্থস্বাভাব্যাদক্ষরমক্ষরণাদক্ষতত্বাদক্ষরত্বাচ্চ বেদ বিজা-নাতি, তাং ব্রহ্মবিদ্যাং তত্ত্বতো যথাবৎ প্রোবাচ প্রব্রূয়াদিত্যর্থঃ।

আচার্য্যস্যাপ্যয়ং নিয়মো যন্ন্যায়প্রাপ্তসচ্ছিষ্যনিস্তারণমবিদ্যামহোদধেঃ ॥ ১৩ ॥

ইত্যথর্ব্ববেদীয়মুণ্ডকোপনিষদ্ভাষ্যে প্রথমমুণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥২॥

ইতি মুণ্ডকোপনিষদ্ভাষ্যে প্রথমমুণ্ডকং সমাপ্তম্।

তৎকালে সেই বিচক্ষণ গুরু যথাযথ সমাগত, প্রশান্তমনা ও শমগুণসম্পন্ন শিষ্যকে বিধানে ব্রহ্মবিদ্যা অর্পণ করিবেন। এই ব্রহ্মবিদ্যাপ্রভাবেই সেই সত্যস্বরূপ অক্ষয় পুরুষকে পরিজ্ঞাত হওয়া যায় ॥ ১৩ ॥

দ্বিতীয়-মুণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ।

তদেতৎ সত্যং যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ। তথাক্ষরাদ্বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি ॥ ১ ॥

অপরবিদ্যায়াঃ সর্ব্বং কার্য্যমুক্তম্। স চ সংসারো যৎসারো যস্মান্মূলাদক্ষরাৎ সম্ভবতি যস্মিংশ্চ প্রলীয়তে, তদক্ষরং পুরুষাখ্যং সত্যম্। যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি, তৎপরস্য ব্রহ্মবিদ্যায়া বিষয়ঃ স বক্তব্য ইত্যুত্তরো গ্রন্থ আরভ্যতে। যদপর-বিদ্যাবিষয়ং কর্ম্মফললক্ষণং সত্যং তদাপেক্ষিকম্। ইদন্তু পর-বিদ্যাবিষয়ং পরমার্থসল্লক্ষণত্বাৎ। তদেতৎ সত্যং যথাভূতং বিদ্যাবিষয়ম্। অবিদ্যাবিষয়ত্বাচ্চানৃতমিতরৎ অত্যন্তপরো-ক্ষত্বাৎ কথং নাম প্রত্যক্ষবৎসত্যমক্ষরং প্রতিপদ্যেরন্নিতিদৃষ্টান্ত-মাহ। যথা সুদীপ্তাৎ সুষ্ঠুদীপ্তাদিদ্ধাৎ পাবকাদগ্নের্ব্বিস্ফুলিঙ্গা অগ্ন্যবয়বাঃ সহস্রশোঽনেকশঃ প্রভবন্তে নির্গচ্ছন্তি সরূপা অগ্নিঃ সলক্ষণা এব তথোক্তলক্ষণাদক্ষরাদ্বিবিধা নানাদেহোপাধিভেদ-মনুবিধীয়মানত্বাদ্বিবিধা হে সোম্য ভাবা জীবা আকাশাদি-বদ্ঘটাদিপরিচ্ছিন্নাঃ সুষিরভেদাৎ ঘটাদ্যুপাধিপ্রভেদমনুভবন্তি। এবং নানানামরূপকৃতদেহোপাধিপ্রভবমনুপ্রজায়ন্তে, তত্র চৈব তস্মিন্নেবাক্ষরেঽপি যন্তি দেহোপাধিবিলয়মনুলীয়ন্তে ঘটাদিবিলয়-মন্বিব সুষিরভেদাঃ। যথাকাশস্য সুষিরভেদোৎপত্তিপ্রলয়নিমি-

তত্ত্বং ঘটাদ্যুপাধিকৃতমেব, তদ্বদত্রাপি নামরূপকৃতদেহোপাধি নিমিত্তমেব জীবোৎপত্তিপ্রলয়নিমিত্তত্বম্ ॥ ১ ॥

ঋগ্বেদাদি অপরা বিদ্যার সংসারাদি নিখিল কর্ম্মের কথা প্রথম মুণ্ডকে বিস্তৃত হইয়াছে। যে মূল অক্ষর হইতে সেই সংসারের উৎপত্তি হইয়াছে, যে অক্ষরে লয় প্রাপ্ত হইতেছে, সেই অক্ষরই পুরুষ বা আত্মস্বরূপ, তিনি সত্যরূপ। যাঁহাকে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে নিখিলপদার্থই বিদিত হয়, ইনি সেই পরম ব্রহ্মবিদ্যার বিষয়ীভূত বস্তু। অধুনা তাহাই নিরূপণার্থ বলা যাইতেছে।—অপরা বিদ্যার বিষয়ীভূত কর্ম্মফলাদি যাহা কিছু সত্য বলিয়া ব্যবহৃত হয়, তাহা আপেক্ষিক সত্য এবং পরা বিদ্যার বিষয়ীভূত পদার্থ প্রকৃতই সত্য। সেই অক্ষর পদার্থকে কি প্রকারে প্রত্যক্ষবৎ প্রতিপন্ন করা যায়, দৃষ্টান্তপ্রদর্শন দ্বারা তাহাই বিবৃত হইতেছে।—প্রজ্বলিত বহ্নি হইতে যেরূপ বহ্নির অবয়বস্বরূপ ও বহ্নিতুল্যরূপ সহস্র বিস্ফুলিঙ্গ সমূহ বহির্গত হয়, তদ্রূপ পূর্ব্বোক্তলক্ষণবিশিষ্ট অক্ষর হইতে নানাবিধ দেহোপাধি-সম্পন্ন জীব আবির্ভূত হইতেছে এবং পুনর্ব্বায় তাহাতেই লয় প্রাপ্ত হইতেছে। সুতরাং জীব সকলই যখন তদীয় অংশ-স্বরূপ, তখন তিনি পরোক্ষ হইয়াও প্রত্যক্ষবৎ প্রতিপাদ্য হইতেছেন ॥ ১ ॥

দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ সবাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ। অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রো হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ ॥ ২ ॥

নামরূপবীজভূতাদব্যাকৃতাখ্যাৎ স্ববিকারাপেক্ষয়া পরাদক্ষরাৎ পরং যৎ সর্ব্বোপাধিভেদবর্জ্জিতমক্ষরস্যৈব স্বরূপমাকাশস্যেব

সর্ব্বমূর্ত্তিবর্জ্জিতং নেতি নেতীত্যাদিবিশেষণং বিবক্ষন্নাহ। দিব্যো
দ্যোতনবান্ স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্বাৎ। দিবি বা স্বাত্মনি ভবোঽলৌ-
কিকো বা। যস্মাদমূর্ত্তঃ সর্ব্বমূর্ত্তিবর্জ্জিতঃ পুরুষঃ পূর্ণঃ পুরিশয়ো
বা। দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ সবাহ্যাভ্যন্তরঃ সহ বাহ্যাভ্যন্তরেণ
বর্ত্তত ইতি। অজো ন জায়তে কুতশ্চিৎ স্বতোঽন্যস্য জন্মনি-
মিত্তস্য চাভাবাৎ। যথা জলবুদ্বুদাদের্ব্বায়্বাদি। যথা নভঃসুষির-
ভেদানাং ঘটাদিঃ সর্ব্বভাববিকারাণাং জনিমূলত্বাৎ, তৎপ্রতিষে-
ধেন সর্ব্বে প্রতিষিদ্ধা ভবন্তি। স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজো-
ঽতোঽজরোঽমৃতোঽক্ষরো ধ্রুবোঽভয় ইত্যর্থঃ। যদ্যপি
দেহাদ্যুপাধিভেদদৃষ্টীনামবিদ্যাবশাদ্দেহভেদেষু সপ্রাণঃ সমনাঃ
সেন্দ্রিয়ঃ সবিষয় ইব প্রত্যবভাসতে তলমলাদিমদিবাকাশং
তথাপি তু স্বতঃ পরমার্থদৃষ্টীনামপ্রাণোঽবিদ্যমানঃ ক্রিয়াশক্তি-
ভেদবাংশ্চলনাত্মকো বায়ুর্যস্মিন্নসাবপ্রাণঃ। তথাঽমনা অনেক-
জ্ঞানশক্তিভেদবৎ সঙ্কল্পাদ্যাত্মকং মনোঽপ্যবিদ্যমানং যস্মিন্
সোঽয়মমনা অপ্রাণো হ্যমনাশ্চেতি। প্রাণাদিবায়ুভেদাঃ কর্ম্মে-
ন্দ্রিয়াণি তদ্বিষয়াশ্চ তথা বুদ্ধিমনসী বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি তদ্বিষয়াশ্চ
প্রতিষিদ্ধা বেদিতব্যাঃ। যথা শ্রুত্যন্তরে ধ্যায়তীব লেলায়তীবেতি।
যস্মাচ্চৈবং প্রতিষিদ্ধোপাধিদ্বয়স্তস্মাচ্ছুভ্রঃ শুদ্ধঃ। অতোঽক্ষরা-
ন্নামরূপবীজোপাধিলক্ষিতস্বরূপাৎ সর্ব্বকার্য্যকারণবীজত্বেনোপল-
ক্ষ্যমাণত্বাৎ পরং তদুপাধিলক্ষণমব্যাকৃতাখ্যমক্ষরং সর্ব্ববিকারেভ্য-
স্তস্মাৎ পরতোঽক্ষরাৎ পরো নিরুপাধিকঃ পুরুষ ইত্যর্থঃ।
যস্মিংস্তদাকাশাখ্যমক্ষরং সংব্যবহারবিষয়মোতঞ্চ প্রোতঞ্চ।
কথং পুনঃ প্রাণাদীনামসত্ত্বং তত্রোচ্যতে। যদি হি প্রাণাদয়ঃ
প্রাগুৎপত্তেঃ পুরুষ ইব স্বেনাত্মনা সন্তি তদা পুরুষস্য প্রাণাদিনা

বিদ্যমানেন প্রাণাদিমত্ত্বং ভবেন্ন তু তে পাণাদয়ঃ প্রাগুৎপত্তেঃ সন্তি, অতোঽপ্রাণাদিমান্ পরঃ পুরুষঃ ॥ ২ ॥

সেই অক্ষর আত্মা স্বয়ংজ্যোতিঃ, অমূর্ত্তি, পরিপূর্ণ, বাহ্যা-ভ্যন্তরবর্ত্তী, জন্মবর্জ্জিত, অপ্রাণ, অবিদ্যামালিন্যহীন এবং অক্ষর অর্থাৎ নাম ও রূপের হেতুভূত উপাধিসম্পন্ন অব্যাকৃতাখ্য অক্ষর হইতে প্রধান ॥ ২ ॥

এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুর্জ্যোতি-রাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী ॥ ৩ ॥

যথাসৎপরে পুত্রে অপুত্রো দেবদত্তঃ। কথং তে ন সন্তি প্রাণাদয় ইত্যুচ্যতে। যস্মাদেব পুরুষান্নামরূপবীজোপাধি-লক্ষিতাজ্জায়তে উৎপদ্যতেঽবিদ্যাবিষয়বিকারভূতো নামধেয়ো-ঽনৃতাত্মকঃ প্রাণঃ। বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়মিতি শ্রুত্যন্তরাৎ। ন হি তেনাবিদ্যাবিষয়ে ণানৃতেন প্রাণে সপ্রাণত্বং পরস্য স্বপ্নদৃষ্টেনৈব পুত্রেণ পুত্রত্বম্। এবং মনঃ সর্ব্বাণি চেন্দ্রিয়াণি বিষয়াশ্চৈতস্মাদেব জায়ন্তে। তস্মাৎ সিদ্ধমস্য নিরূপচরিতমপ্রাণাদিমত্ত্বমিত্যর্থঃ। যথা চ প্রাগুৎপত্তেঃ পরমার্থতোঽসন্তথা প্রলীনাশ্চেতি দ্রষ্টব্যাঃ, যথা করণানি মনশ্চেন্দ্রিয়াণি তথা শরীরবিষয়কারণানি ভূতানি, খমাকাশ বায়ুর্ব্বাহ্য আবহাদিভেদঃ, জ্যোতিরগ্নিঃ, আপ উদকং, পৃথিবী ধরিত্রী বিশ্বস্য ধারিণী, এতানি চ শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধোত্তরোত্তর গুণানি পূর্ব্বপূর্ব্বগুণসহিতান্যেতস্মাদেব জায়ন্তে। সংক্ষেপতঃ পরবিদ্যাবিষয়মক্ষরং নির্ব্বিশেষং পুরুষং সত্যং দিব্যো হ্যমূর্ত্ত

ইত্যাদিনা সংক্ষেপোক্ত্বা পুনস্তদেব সবিশেষং বিস্তরেণ বক্তব্যমিতি প্রবৃত্তে সংক্ষেপবিস্তরোক্তো হি পদার্থঃ সুখাধিগম্যো ভবতি সূত্রভাষ্যোক্তিবদিতি ॥ ৩ ॥

প্রাণ, মন, ইন্দ্রিয়গ্রাম, ব্যোম, অনিল, তেজ, সলিল ও বিশ্বধারিণী পৃথিবী এই সমস্তই এই পুরুষ হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে ॥ ৩॥

অগ্নির্মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্বিবৃতাশ্চ বেদাঃ। বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য পদ্ভ্যাং পৃথিবী হ্যেষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ॥ ৪ ॥

যোঽপি প্রথমজাৎ প্রাণাদ্ধিরণ্যগর্ভাজ্জায়তেঽস্যান্তর্ব্বিরাট্ সতত্ত্বান্তরীকৃতত্বেন বক্ষ্যমাণোঽপ্যেতস্মাদেব পুরুষাজ্জায়ত এব তন্ময়শ্চেত্যেতদর্থমাহ। তঞ্চ বিশিনষ্টি। অগ্নির্দ্যুলোকঃ, "অসৌ বাব লোকো গৌতমাগ্নিরিতি" শ্রুতেঃ, মূর্দ্ধা যস্যোত্তমাঙ্গং শিরঃ। চক্ষুষী চন্দ্রশ্চ সূর্য্যশ্চেতি চন্দ্রসূর্য্যৌ যস্যেতি সর্ব্বত্রানুষঙ্গঃ কর্ত্তব্যঃ। অস্যেত্যস্য পদস্য বক্ষ্যমাণস্য যস্যেতি বিপরিণামং কৃত্বা দিশঃ শ্রোত্রে যস্য। বাগ্বিবৃতা উদ্ঘাটিতাঃ প্রসিদ্ধা বেদাঃ। যস্য বায়ুঃ প্রাণো যস্য হৃদয়মন্তঃকরণং বিশ্বং সমস্তং জগদস্য যস্যেত্যেতৎ। সর্ব্বং হ্যন্তঃকরণবিকারমেব জগন্মনস্যেব সুষুপ্তে প্রলয়দর্শনাৎ। জাগরিতেঽপি তত এবাগ্নিবিস্ফুলিঙ্গবদ্বিপ্রতিষ্ঠানাৎ। যস্য চ পদ্ভ্যাং জাতা পৃথিবী। এষ দেবো বিষ্ণুরনন্তঃ প্রথমশরীরী ত্রৈলোক্যদেহোপাধিঃ সর্ব্বেষাং ভূতানামন্তরাত্মা স হি সর্ব্বভূতেষু দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা

বিজ্ঞাতা সৰ্ব্বকরণাত্মা, পঞ্চাগ্নিদ্বারেণ চ যাঃ সংসরন্তি প্রজাস্তা অপি তস্মাদেব পুরুষাৎ প্রজায়ন্ত ইত্যুচ্যতে ॥ ৪ ॥

স্বর্গলোক এই পুরুষের শিরঃস্বরূপ, চন্দ্র-সূর্য্য নেত্রস্বরূপ, দিক্‌সমূহ শ্রবণেন্দ্রিয়স্বরূপ, প্রথিত বেদ সকল বাক্যস্বরূপ, বায়ু প্রাণস্বরূপ এবং নিখিল বিশ্ব অন্তঃকরণস্বরূপ। ইঁহার পাদ হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়াছে। ইনিই প্রথম দেহধারী, ত্রৈলোক্য উপাধিসম্পন্ন ও নিখিল ভূতগ্রামের অন্তরাত্ম-স্বরূপ ॥ ৪ ॥

তস্মাদগ্নিঃ সমিধো যস্য সূর্য্যঃ সোমাৎ পর্জ্জন্য-ওষধয়ঃ পৃথিব্যাম্। পুমান্ রেতঃ সিঞ্চতি যোষিতায়াং বহ্বীঃ প্রজাঃ পুরুষাৎ সম্প্রসূতাঃ ॥ ৫ ॥

তস্মাৎ পরস্মাৎ পুরুষাৎ প্রজাবস্থানবিশেষরূপোঽগ্নিঃ। স বিশিষ্যতে। যস্য সূর্য্যঃ সমিধ ইব সমিধঃ। সূর্য্যেণ হি দ্যুলোকং সমিধ্যতে। ততো হি দ্যুলোকাদগ্নিনিষ্পন্নাৎ সোমাৎ পর্জ্জন্যো দ্বিতীয়োঽগ্নিঃ সম্ভবতি। তস্মাচ্চ পর্জ্জন্যাদোষধয়ঃ পৃথিব্যাং ভবন্তি। ওষধিভ্যঃ পুরুষাগ্নৌ হুতাভ্যঃ পুমানগ্নী রেতঃ সিঞ্চতি যোষিতায়াং যোষিতি যোষাগ্নৌ স্ত্রিয়ামিতি। এবংক্রমেণ বহ্বীর্ব্বহ্ব্যঃ প্রজাঃ ব্রাহ্মণাদ্যাঃ পুরুষাৎ পরস্মাৎ সম্প্রসূতাঃ সমুৎপন্নাঃ। কিঞ্চ কর্ম্মসাধনানি ফলানি চ তস্মাদেবেত্যাহ ॥ ৫ ॥

এই পরম পুরুষ হইতে প্রজাকলের অবস্থিতিরূপ অগ্নির উৎপত্তি হইয়াছে। সূর্য্যই এই অগ্নির সমিধস্বরূপ। কেননা, সূর্য্য দ্বারাই স্বর্গপুরী সমিদ্ধ হইতেছে। চন্দ্র হইতে মেঘপুঞ্জে

উৎপত্তি এবং মেঘ হইতে পৃথিবীতে ওষধিবীজের উদ্ভব হইতেছে। এই ওষধি হইতে পুরুষ সঞ্জাত হইয়া নারীতে রেতঃ সেক করিয়া থাকে। এইরূপে এক পুরুষ হইতে অনেক প্রজার উৎপত্তি হইতেছে ॥ ৫ ॥

তস্মাদৃচঃ সাম যজূংষি দীক্ষা যজ্ঞাশ্চ সর্ব্বে ক্রতবো দক্ষিণাশ্চ। সংবৎসরশ্চ যজমানশ্চ লোকাঃ সোমো যত্র পবতে যত্র সূর্য্যঃ ॥ ৬ ॥

কথং তস্মাৎ পুরুষাদৃচো নিয়তাক্ষরপাদাবসানাঃ গায়ত্র্যাদিচ্ছন্দোবিশিষ্টা মন্ত্রাঃ। সাম পাঞ্চভক্তিকং সাপ্তভক্তিকঞ্চ। স্তোভাদিগীতিবিশিষ্টম্। যজূংষ্যনিয়তাক্ষরপাদাবসানানি বাক্যরূপাণি এবং ত্রিবিধা মন্ত্রাঃ। দীক্ষা মৌঞ্জ্যাদিলক্ষণকর্ত্তৃনিয়মবিশেষাঃ। যজ্ঞাশ্চ সর্ব্বেঽগ্নিহোত্রাদয়ঃ ক্রতবঃ সযূপাঃ, দক্ষিণাশ্চৈকগবাদ্যপরিমিত-সর্ব্বস্বান্তাঃ। সংবৎসরশ্চ কালকর্ম্মাঙ্গে। যজমানশ্চ কর্ত্তা। লোকাস্তস্য কর্ম্মফলভূতাস্তে বিশিষ্যন্তে। সোমো যত্র যেষু পবতে পুনাতি লোকান্ যত্র যেষু সূর্য্যস্তপতি তে চ দক্ষিণায়নোত্তরায়ণমার্গদ্বয়গম্যা বিদ্বদবিদ্বৎকর্ত্তৃফলভূতাঃ ॥ ৬ ॥

ঋক্, সাম ও যজুর্ব্বেদ, দীক্ষা, অগ্নিহোত্রাদি নিখিল যজ্ঞ, দক্ষিণা, সংবৎসর, যজমান ও কর্ম্মফলভূত লোক সমূহ এই সমস্তই ঐ পুরুষ হইতে সঞ্জাত। সমস্ত লোকে চন্দ্রমা দ্বারাই সকলে পূত হইতেছে এবং এই স্থানে সূর্য্যদেব তাপ প্রদান করিতেছেন ॥ ৬ ॥

তস্মাচ্চ দেবা বহুধা সম্প্রসূতাঃ সাধ্যা মনুষ্যাঃ পশবো বয়াংসি। প্রাণাপানৌ ব্রীহিযবৌ তপশ্চ শ্রদ্ধা সত্যং ব্রহ্মচর্য্যং বিধিশ্চ ॥ ৭ ॥

তস্মাচ্চ পুরুষাৎ কর্ম্মাঙ্গভূতা দেবা বহুধা বস্বাদিগণভেদেন সম্যক্ প্রসূতাঃ। সাধ্যা দেববিশেষাঃ। মনুষ্যাঃ কর্ম্মাধিকৃতাঃ। পশবো গ্রাম্যারণ্যাঃ। বয়াংসি পক্ষিণঃ। জীবনঞ্চ মনুষ্যাদীনাম্। প্রাণাপানৌ ব্রীহিযবৌ হবিরর্থৌ। তপশ্চ কর্ম্মাঙ্গ পুরুষসংস্কারলক্ষণং স্বতন্ত্রঞ্চ ফলসাধনম্। শ্রদ্ধা যৎপূর্ব্বকঃ সর্ব্বপুরুষার্থসাধনপ্রয়োগশ্চিত্তপ্রসাদ আস্তিক্যবুদ্ধিঃ। সত্যমনৃতবর্জ্জিতং যথাভূতার্থবচনঞ্চাপীড়াকরম্। ব্রহ্মচর্য্যং মৈথুনাসমাচারঃ বিধিশ্চেতিকর্ত্তব্যতা ॥ ৭ ॥

ঐ পুরুষ হইতে বিবিধ দেবতা, সাধ্য, মানব, পশু, বিহঙ্গ, প্রাণ, অপানবায়ু, ব্রীহি, যব, তপঃ, শ্রদ্ধা, সত্য, ব্রহ্মচর্য্য ও ব্রহ্মচর্য্যের ইতিকর্ত্তব্যতা সকলই উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৭॥

সপ্ত প্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ সপ্তার্চ্চিষঃ সমিধঃ সপ্ত হোমাঃ। সপ্ত ইমে লোকা যেষু চরন্তি প্রাণা গুহাশয়া নিহিতাঃ সপ্ত সপ্ত ॥ ৮ ॥

কিঞ্চ, সপ্তশীর্ষণ্যাঃ প্রাণাস্তস্মাদেব পুরুষাৎ প্রভবন্তি। তেষাঞ্চ সপ্তার্চ্চিষো দীপ্তয়ঃ স্বস্ববিষয়াবদ্যোতনানি। তথা সপ্ত সমিধঃ সপ্ত বিষয়াঃ। বিষয়ৈর্হি সমিধ্যন্তে প্রাণাঃ। সপ্ত হোমাস্তদ্বিষয়বিজ্ঞানানি। যদস্য বিজ্ঞানং তজ্জুহোতীতি শ্রুত্যন্তরাৎ। কিঞ্চ সপ্ত ইমে লোকা ইন্দ্রিয়স্থানানি যেষু চরন্তি প্রাণাঃ। প্রাণা

ইতি বিশেষণাৎ প্রাণানাং বিশেষণমিদং প্রাণাপানাদিনিবৃত্ত্যর্থম্। গুহায়াং শরীরে হৃদয়ে বা স্বাপকালে শেরত ইতি গুহাশয়াঃ। নিহিতাঃ স্থাপিতা ধাত্রা সপ্ত সপ্ত প্রতিপ্রাণিভেদম্। যানি চ আত্মযাজিনাং বিদুষাং কর্ম্মাণি তৎসাধনানি কর্ম্মফলানি চাবিদুষাঞ্চ কর্ম্মাণি তৎসাধনানি কর্ম্মফলানি চ সর্ব্বঞ্চৈতৎ পরস্মাদেব পুরুষাৎ সর্ব্বজ্ঞাৎ প্রসূতমিতি প্রকরণার্থঃ॥ ৮॥

ঐ পুরুষ হইতে শীর্ষস্থিত সপ্ত প্রাণ, নিজ নিজ বিষয়াবভাসক সপ্তার্চ্চিঃ, সপ্ত সমিধ ও সপ্ত হোমের সৃষ্টি হইয়াছে এবং যে স্থলে প্রাণ ভ্রমণ করে,তথায় সপ্ত ইন্দ্রিয়স্থানের উদ্ভব হইয়াছে। ইহারা দেহস্থ ও বিধাতা কর্ত্তৃক প্রত্যেক প্রাণিদেহে সপ্ত সপ্তভাবে সংস্থাপিত॥ ৮॥

অতঃ সমুদ্রা গিরয়শ্চ সর্ব্বেঽস্মাৎ স্যন্দন্তে সিন্ধবঃ সর্ব্বরূপাঃ। অতশ্চ সর্ব্বা ওষধয়ো রসশ্চ যেনৈষ ভূতৈস্তিষ্ঠতে হ্যন্তরাত্মা॥ ৯॥

অতঃ পুরুষাৎ সমুদ্রাঃ সর্ব্বে ক্ষারাদ্যাঃ। গিরয়শ্চ হিমবদাদয়োঽস্মাদেব পুরুষাৎ সর্ব্বে। স্যন্দন্তে স্রবন্তি গঙ্গাদ্যাঃ সিন্ধবো নদ্যঃ সর্ব্বরূপাঃ বহুরূপাঃ। অস্মাদেব পুরুষাৎ সর্ব্বা ওষধয়ো ব্রীহিযবাদ্যাঃ। রসশ্চ মধুরাদিঃ ষড়্বিধো যেন রসেন ভূতৈঃ পঞ্চভিঃ স্থূলৈঃ পরিবেষ্টিতস্তিষ্ঠতে হ্যন্তরাত্মা লিঙ্গং সূক্ষ্মং শরীরম্। তদ্ধ্যন্তরালে শরীরস্যাত্মনশ্চাত্মা বর্ত্তত ইত্যন্তরাত্মা॥ ৯॥

নিখিল সাগর ও হিমালয়াদি পর্ব্বতমালা এই পুরুষ হইতে সঞ্জাত হইয়াছে। গঙ্গাপ্রমুখ অসংখ্য সিন্ধু এই পুরুষ হইতে

নির্গত হইতেছে এবং এই পুরুষ হইতে ব্রীহি-যবাদি ও মধুর রস-ষট্কের উৎপত্তি হইয়াছে। এই রস দ্বারা সঞ্জাত স্থূল ভূতপঞ্চক দ্বারা পরিবৃত হইয়া নিখিল দেহ সংস্থিত আছে ॥ ৯

পুরুষ এবেদং বিশ্বং কর্ম্ম তপো ব্রহ্ম পরামৃতম্। এতদ্যো বেদ নিহিতং গুহায়াং সোঽবিদ্যাগ্রন্থিং বিকিরতীহ সোম্য ॥ ১০

ইতি দ্বিতীয়মুণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥ ১ ॥

এবং পুরুষাৎ সর্ব্বমিদং সম্প্রসূতম্, অতো বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়মনৃতং পুরুষ ইত্যেব সত্যম্। অতঃ পুরুষ এবেদং সর্ব্বম্। ন বিশ্বং নাম পুরুষাদন্যৎ কিঞ্চিদস্তি। অতো যদুক্তং তদেতদভিহিতং কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি। এতস্মিন্ হি পরস্মিন্নাত্মনি সর্ব্বকারণে পুরুষ এবেদং বিশ্বং নাস্ত্যেতদস্তীতি বিজ্ঞাতং ভবতীতি। কিং পুনরিদং বিশ্বমিত্যুচ্যতে। কর্ম্মাগ্নিহোত্রাদিলক্ষণম্। তপো জ্ঞানং তৎকৃতং ফলমন্যদেব তাবদ্ধীদং সর্ব্বম্। তচ্চৈতদ্‌ব্রহ্মণঃ কার্য্যং তস্মাৎ ব্রহ্ম পরমমৃতমহমেবেতি যো বেদ, নিহিতং স্থিতং গুহায়াং হৃদি সর্ব্বপ্রাণিনাং স এবং বিজ্ঞানাদবিদ্যাগ্রন্থিমিব দৃঢ়ীভূতামবিদ্যাবাসনাং বিকিরতি বিক্ষিপতি নাশয়তীহ জীবন্নেব ন মৃতঃ সন্। হে সোম্য প্রিয়দর্শন ॥ ১০ ॥

ইতি দ্বিতীয়মুণ্ডকে প্রথমখণ্ড-ভাষ্যম্ ॥ ১ ॥

হে সোম্য! এইরূপে পুরুষ হইতেই সকলের উদ্ভব হইয়াছে। সুতরাং একমাত্র পুরুষই সত্য, তদ্ভিন্ন আর যাহা কিছু, সমস্তই মিথ্যা। পুরুষই সর্ব্বস্বরূপ। কি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, কি

অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়া, কি তপস্যা কিছুই পুরুষাতিরিক্ত পৃথক পদার্থ নহে। সুতরাং এই ব্রহ্ম পদার্থকে বিদিত হইতে সমর্থ হইলেই সকল পদার্থ জানা যায়। এই সকলই যখন ব্রহ্মের কার্য্যভূত, তখন ব্রহ্ম অমৃতস্বরূপ। 'আমিই সেই সর্ব্বজীবের হৃদয়স্থ ব্রহ্ম বস্তু' যে ব্যক্তির এইরূপ অভেদ-জ্ঞান জন্মিয়াছে, তিনি জীবৎকালেই অবিদ্যাগ্রন্থি ছেদন করিতে সমর্থ হন॥ ১০॥

দ্বিতীয় মুণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

আবিঃ সন্নিহিতং গুহাচরন্নাম মহৎপদমত্রৈতৎ সমর্পিতম্। এজৎপ্রাণন্নিমিষচ্চ যদেতজ্জানথ সদসদ্বরেণ্যং বরং বিজ্ঞানাদ্যদ্বরিষ্ঠং প্রজানাম্॥ ১ ॥

অরূপং সদক্ষরং কেন প্রকারেণ বিজ্ঞেয়মিত্যুচ্যতে। আবিঃ প্রকাশং সন্নিহিতং বাগাদ্যুপাধিভির্জ্বলতি ভ্রাজতীতি শ্রুত্যন্তরাচ্ছব্দাদীনুপলভমানবদবভাসতে। দর্শনশ্রবণমননবিজ্ঞানাদ্যুপাধিধর্মৈরাবির্ভূতং সল্লক্ষ্যতে হৃদি সর্ব্বপ্রাণিনাম্। যদেতদাবির্ভূতং ব্রহ্ম সন্নিহিতং সম্যক্ স্থিতং হৃদি তদ্গুহাচরং নাম গুহায়াঞ্চরতীতি দর্শনশ্রবণাদিপ্রকারৈর্গুহাচরমিতি প্রখ্যাতম্। মহৎ সর্ব্বমহত্ত্বাৎ পদং পদ্যতে সর্ব্বেণেতি সর্ব্বপদার্থাস্পদত্বাৎ। কথং তন্মহৎপদমিত্যুচ্যতে। যতোঽত্রাস্মিন্ ব্রহ্মণ্যেতৎ সর্ব্বং সমর্পিতং প্রবেশিতং রথনাভাবিব। এজচ্চলৎ পক্ষ্যাদি। প্রাণৎ প্রাণিতীতি প্রাণাপানাদিমন্মনুষ্যপশ্বাদি। নিমিষন্নিমিষাদিক্রিয়াবৎ। যচ্চানিমিষচ্চশব্দাৎ সমস্তমেতদত্রৈব ব্রহ্মণি সমর্পিতম্। এতদ্যদাস্পদং সর্ব্বং জানথ হে শিষ্যা অবগচ্ছথ তদাত্মভূতং ভবতাং সদসৎস্বরূপম্। সদসতোর্মূর্ত্তামূর্ত্তয়োঃ স্থূলসূক্ষ্ময়োস্তদ্ব্যতিরেকেণাভাবাৎ। বরেণ্যং বরণীয়ং তদেব হি সর্ব্বস্য নিত্যত্বাৎ প্রার্থনীয়ং পরং ব্যতিরিক্তং বিজ্ঞানাৎ প্রজানামিতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধো যল্লৌকিকবিজ্ঞানাগোচরমিত্যর্থঃ। যদ্বরিষ্ঠং বরতমং সর্ব্বপদার্থেষু বরেষু তদ্ধ্যেকং ব্রহ্মাতিশয়েন বরং সর্ব্বদোষরহিতত্বাৎ॥ ২ ॥

যদর্চ্চিমদ্‌যদণুভ্যোঽণু যস্মিন্ লোকা নিহিতা লোকিনশ্চ। তদেতদক্ষরং ব্রহ্ম স প্রাণস্তদু বাঙ্মনঃ। তদেতৎ সত্যং তদমৃতং তদ্বেদ্ধব্যং সোম্য বিদ্ধি॥ ২ ॥

কিঞ্চ, যদর্চ্চিমদ্দীপ্তিমদ্দীপ্ত্যাদিত্যাদি,দীপ্যত ইতি দীপ্তিমদ্‌ব্রহ্ম। কিঞ্চ, যদণুভ্যঃ শ্যামাকাদিভ্যোঽপ্যণু সূক্ষ্মম্। চশব্দাৎ স্থূলেভ্যোঽতিশয়েন স্থূলং পৃথিব্যাদিভ্যঃ। যস্মিল্লোঁকা ভূরাদয়ো নিহিতাঃ স্থিতাঃ, যে চ লোকিনো লোকনিবাসিনো মনুষ্যাদয়শ্চৈতন্যাশ্রয়া হি সর্ব্বে প্রসিদ্ধাস্তদেতৎ সর্ব্বাশ্রয়মক্ষরং ব্রহ্ম সপ্রাণস্তদু বাঙ্মনো বাক্ চ মনশ্চ সর্ব্বাণি চ করণানি অন্তশ্চৈতন্যাঃ। অণেহি প্রাণেন্দ্রিয়াদিসর্ব্বসজ্যাতঃ। প্রাণস্য প্রাণমিতি শ্রুত্যন্তরাৎ। যৎ প্রাণাদীনামন্তশ্চৈতন্যমক্ষরং তদেতৎ সত্যমবিতথমতোঽমৃতমবিনাশি তদ্বেদ্ধব্যং মনসা তাডয়িতব্যম্, তস্মিন্মনঃসমাধানং কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ। যস্মাদেবং হে সোম্য, বিদ্ধি অক্ষরে চেতঃ সমাধৎস্ব॥ ২ ॥

ব্রহ্ম যদি রূপহীন পদার্থ ই হইলেন, তবে তাঁহাকে কিরূপে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়? এই প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়া বলা যাইতেছে।—ব্রহ্ম প্রকাশমান পদার্থ ও অতি নিকটবর্ত্তী; সর্ব্বব্যাপী হইয়াও একমাত্র বুদ্ধিরূপ গুহাতেই ইনি উপলব্ধ হন। যোগাদি সাধন দ্বারা ইহাঁকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই ব্রহ্মেই আকাশাদি নিখিল বস্তু কল্পিত হয়। পক্ষী-মানবাদি ও নিমেষাদি ক্রিয়াশীল সকল বস্তুই ইহাঁতে স্থাপিত রহিয়াছে। হে শিষ্যগণ! তোমরা এই ব্রহ্মের রূপ বিদিত হও। মায়া ও জগৎ হইতে যাহা প্রধান, যাহা লোকের জ্ঞানগম্য নহে, যাহা

কাহারও বুদ্ধিগম্য নহে সূর্য্যের তেজও যাহা হইতে প্রকাশিত হয়, সূর্য্যতেজ অপেক্ষাও যাহা দীপ্তিমান্, যাহা সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর, যাহাতে ভূরাদি লোক ও তত্তল্লোকস্থ ব্যক্তিবা অবস্থান করিতেছে, সেই অক্ষর বস্তুই ব্রহ্ম। তিনিই প্রাণ ও বাঙ্মনঃ-স্বরূপ এবং তিনিই সত্য ও অমৃতস্বরূপ। হে সৌম্য। মনো-রূপ বাণদ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে হয় ॥ ১-২ ॥

ধনুর্গৃহীত্বৌপনিষদং মহাস্ত্রং শরং হ্যুপাসানিশিতং সন্ধী য়ত। আয়ম্য তদ্ভাবগতেন চেতসা লক্ষ্যং তদেবাক্ষরং সোম্য বিদ্ধি ॥ ৩ ॥

কথং বেদ্ধব্যমিত্যুচ্যতে। ধনুরিষ্বাসনং গৃহীত্বৌপনিষদমুপ-নিষৎস্থু ভবং প্রসিদ্ধং মহাস্ত্রং মহচ্চ তদস্ত্রঞ্চ ধনুস্তস্মিন্ শরম্। কিং বিশিষ্টমিত্যাহ। উপাসনানিশিতং সন্ততাভিধ্যানেন তনূ-কৃতং সংস্কৃতমিত্যেতৎ। সন্ধীয়ত সন্ধানং কুর্য্যাৎ। সন্ধায় চায়ম্যাকৃষ্য, সেন্দ্রিয়মন্তঃকরণং স্ববিষয়াদ্বিনিবর্ত্ত্য লক্ষ্য এবাব-র্জ্জিতং কৃত্বেত্যর্থঃ। ন হি হস্তেনৈব ধনুষ আয়মনমিহ সম্ভবতি। তদ্ভাবগতেন তস্মিন্ ব্রহ্মণ্যক্ষরলক্ষ্যে ভাবনা ভাবস্তদগতেন চ সালক্ষ্যং তদেব তথোক্তলক্ষণমক্ষরং সোম্য বিদ্ধি ॥ ৩ ॥

হে সৌম্য! কি প্রকারে তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে হয়, তাহা কহিতেছি। উপনিষদ্-শাস্ত্রজ্ঞানরূপ মহাস্ত্র কার্ম্মুক লইয়া তাহাতে নিয়ত অভিধ্যানাদি উপাসনা দ্বারা নির্ম্মিত বাণসন্ধান এবং যাবতীয় ইন্দ্রিয়গ্রামকে নিজ নিজ বিষয় হইতে প্রত্যাবর্ত্তন-রূপ আকর্ষণ করত তদগতমনে সেই ব্রহ্মরূপ লক্ষ্যকে বিদ্ধ করিতে হয় ॥ ৩ ॥

প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে। অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ॥ ৪ ॥

যদুক্তং ধনুরাদি তদুচ্যতে। প্রণব ওঙ্কারো ধনুঃ। যথেষ্বাসনং লক্ষ্যে শরস্য প্রবেশকারণং তথাত্মশরস্যাক্ষরে লক্ষ্যে প্রবেশকারণমোঙ্কারঃ। প্রণবেন হ্যভ্যস্যমানেন সংস্ক্রিয়মাণস্তদালম্বনোঽপ্রতিবন্ধেনাক্ষরেঽবতিষ্ঠতে। যথা ধনুষাস্ত ইষুর্লক্ষ্যে। অতঃ প্রণবো ধনুরিব ধনুঃ শরো হ্যাত্মোপাধিলক্ষণঃ পর এব জলসূর্য্যকাদিবদিহ প্রবিষ্টো দেহে সর্ব্ববৌদ্ধপ্রত্যয়সাক্ষিতয়া সশর ইব স্বাত্মবিষয়োপলব্ধিতৃষ্ণাপ্রমাদবর্জ্জিতেন সর্ব্বতোবিরক্তেন জিতেন্দ্রিয়েণৈকাগ্রচিত্তেন বেদ্ধব্যং ব্রহ্ম লক্ষ্যম্। ততস্তদ্বেধনাদূর্দ্ধং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ। যথা শরস্য লক্ষ্যৈকাত্মত্বং ফলং ভবতি তথা দেহাদ্যনাত্মপ্রত্যয়তিরস্করণেনাক্ষরৈকাত্মত্বং ফলমাপাদয়েদিত্যর্থঃ॥ ৪ ॥

যে শরাসনাদির বিষয় কথিত হইল, তাহাই বিশদরূপে বিবৃত হইতেছে।— পূর্ব্বকথিত লক্ষ্যবেধ-বিষয়ে প্রণবই কার্ম্মুক। লক্ষ্যে বাণপ্রবেশ-বিষয়ে কার্ম্মুকই যেরূপ কারণ, চিত্তরূপ লক্ষ্যে প্রবেশ-বিষয়ে ওঙ্কারই তদ্রূপ কারণ। প্রণবাভ্যাস করিতে করিতে তদ্দ্বারা সংস্কৃত হইয়া প্রণবকে আশ্রয় করত অপ্রতিবন্ধভাবে ব্রহ্মে অবস্থান করা যায়। অন্তঃকরণই বাণ। বাণ যেরূপ লক্ষ্যকে বিদ্ধ করে, তদ্রূপ অন্তঃকরণই আত্মাকে বিদ্ধ করিয়া থাকে। এই জন্য অন্তঃকরণকে বাণ বলা হয়। এখানে ব্রহ্মই লক্ষ্য পদার্থ। সাধক অপ্রমত্ত অন্তঃকরণে এই লক্ষ্যকে বিদ্ধ করিবেন। এইরূপ করিলেই শর যেরূপ লক্ষ্যভেদ

করিয়া তৎসহ একতা লাভ করে, তদ্রূপ সাধকও ব্রহ্মের সহিত একতা প্রাপ্ত হন ॥ ৪ ॥

যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরীক্ষমোতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্ব্বৈঃ। তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথ অমৃতস্যৈষ সেতুঃ ॥ ৫ ॥

অক্ষরস্যৈব দুর্লক্ষ্যত্বাৎ পুনঃ পুনর্ব্বাচনং সুলক্ষণার্থম্। যস্মিন্নক্ষরপুরুষে দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরীক্ষঞ্চোতং সমর্পিতং মনশ্চ সহ প্রাণৈঃ করণৈরন্যৈঃ সর্ব্বৈস্তমেব সর্ব্বাশ্রয়মেকমদ্বিতীয়ং জানথ জানীথ হে শিষ্যাঃ। আত্মানং প্রত্যক্স্বরূপং যুষ্মাকং সর্ব্বপ্রাণিনাঞ্চ জ্ঞাত্বা চান্যা বাচোঽপরবিদ্যারূপা বিমুঞ্চথ বিমুঞ্চত পরিত্যজত। তৎপ্রকাশ্যঞ্চ সর্ব্বং কর্ম্ম সসাধনম্। যথা অমৃতস্যৈষ সেতুরেতদাত্মজ্ঞানমমৃতস্যামৃতত্বস্য মোক্ষপ্রাপ্তয়ে সেতুঃ সংসার-মহোদধেরুত্তরণহেতুত্বাৎ। তথা চ শ্রুত্যন্তরম্, —"তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়েতি" ॥ ৫ ॥

ব্রহ্মবস্তু সহজ-লক্ষ্য নহে, এই জন্য সম্যক্ লক্ষ্য করিবার জন্য বলা যাইতেছে।—হে শিষ্যবৃন্দ! যাঁহাতে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, গগন এবং নিখিল ইন্দ্রিয় ও প্রাণসহ মন অবস্থিতি করিতেছে, তাহাই আত্মা। ইঁহাকে বিদিত হইয়া অন্য অপরাবিদ্যারূপ বাক্য ত্যাগ কর। এই ব্রহ্মজ্ঞানই মোক্ষের কারণ ॥ ৫ ॥

অরা ইব রথনাভৌ সংহতা যত্র নাড্যঃ স এষোঽন্তশ্চরতে বহুধা জায়মানঃ ওমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানং স্বস্তি বঃ পরায় তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৬ ॥

কিঞ্চ, অরা ইব। যথা রথনাভৌ সমর্পিতা অরা এবং সংহতাঃ সম্প্রবিষ্টা যত্র যস্মিন্ হৃদয়ে সর্ব্বতো দেহব্যাপিন্যো নাড্যঃ তস্মিন্ হৃদয়ে বুদ্ধিপ্রত্যয়সাক্ষিভূতঃ স এষ প্রকৃত আত্মা তন্মধ্যে চরতে চরতি, বহুধাঽনেকধা ক্রোধহর্ষাদিপ্রত্যয়ৈর্জ্জায়মান ইব জায়মানোঽন্তঃকরণোপাধানবধানমিত্যাহুর্বদন্তি লৌকিকা হৃষ্টো জাতঃ ক্রুদ্ধো জাত ইতি। তমাত্মানমোমিত্যেবমোঙ্কারালম্বনাঃ সন্তো যথোক্তকল্পনয়া ধ্যায়থ চিন্তয়ত। উক্তঞ্চ,—“বক্তব্যং শিষ্যেভ্য আচার্য্যেণ জানতা শিষ্যাশ্চ ব্রহ্মবিদ্যা বিবিদিষবো নিবৃত্তিকর্ম্মাণো মোক্ষপথে প্রবৃত্তাঃ”। তেষাং নির্ব্বিঘ্নতয়া ব্রহ্মপ্রাপ্তিমাশাস্ত্যাচার্য্যঃ। স্বস্তি নির্ব্বিঘ্নমস্তু বো যুষ্মাকং পরায় পরকালায়। কস্য? অবিদ্যাতমসঃ পরস্তাৎ। কস্মাৎ অবিদ্যাতমসোঽবিদ্যারহিতব্রহ্মাত্মস্বরূপগমনায়েত্যর্থঃ। যোঽসৌ তমসঃ পরস্তাৎ সংসারমহোদধিং তীর্ত্বা গন্তব্যঃ পরবিদ্যাবিষয় ইতি॥ ৬॥

রথনাভিস্থ অরসমূহ যেরূপ মিলিত হইয়া আবার তাহাতে প্রবিষ্ট হয়, তদ্রূপ যে হৃদয়ে নাড়ী-সকল প্রবেশ করিয়াছে, সেই হৃদয়াভ্যন্তরে বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষীভূত আত্মা বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা বহুধা সম্পন্ন হইয়া শোভমান রহিয়াছেন। প্রণবকে আশ্রয় করত যথাকথিতরূপে সেই আত্মাকে চিন্তা কর। ভবসমুদ্রের পরপারপ্রাপ্তি-বিষয়ে তোমরা নির্ব্বিঘ্ন হও, তোমরা অবিদ্যা-বিবর্জ্জিত ব্রহ্মস্বরূপ বিদিত হও॥ ৬॥

য. সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্যস্যৈষ মহিমা ভুবি দিবে ব্রহ্মপুরে হ্যেষ ব্যোম্ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ। মনোময়ঃ প্রাণশরীরনেতা প্রতিষ্ঠিতোঽন্নে

হৃদয়ং সন্নিধায় তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি ॥ ৭ ॥

স কস্মিন্ বর্ত্তত ইত্যাহ। যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্যো ব্যাখ্যা-তস্তং পুনর্ব্বিশিনষ্টি। যস্যৈষ প্রসিদ্ধো মহিমা বিভূতিঃ কোহসৌ মহিমা। যস্যেমে দ্যাবাপৃথিবী শাসনে বিধৃতে তিষ্ঠতঃ। সূর্য্যা-চন্দ্রমসৌ যস্য শাসনেহলাতচক্রবদজস্রং ভ্রমতঃ। যস্য শাসনে সরিতঃ সাগরাশ্চ স্বগোচরং নাতিক্রামন্তি। তথা স্থাবরং জঙ্গমঞ্চ যস্য শাসনে নিয়তম্। তথাচ ঋতবোহয়নেহব্দাশ্চ যস্য শাসনং নাতিক্রামন্তি। তথা কর্ত্তারঃ কর্ম্মাণি ফলঞ্চ যচ্ছাসনাৎ স্বং স্বং কালং নাতিবর্ত্ততে স এষ মহিমা। ভুবি লোকে যস্য স এষ সর্ব্বজ্ঞ এবং মহিমা। দিব্যে দ্যোতনবতি সর্ব্ববৌদ্ধ-প্রত্যয়কৃতদ্যোতনে ব্রহ্মপুরে মনসি। ব্রহ্মণোহত্র চৈতন্যস্বরূপেণ নিত্যাভিব্যক্তত্বাদ্ব্রহ্মণঃ পুরং হৃদয়পুণ্ডরীকং তস্মিন্ ব্যোম্ন্যা-কাশে হৃৎপুণ্ডরীকমধ্যস্থে প্রতিষ্ঠিত ইবোপলভ্যতে। ন হ্যাকাশবৎ সর্ব্বগতস্য গতিরাগতিঃ প্রতিষ্ঠাবান্যথা সম্ভবতি। স হ্যাত্মা তত্রস্থো মনোবৃত্তিভিরেব বিভাব্যত ইতি। মনোময়ো মন উপা-ধিত্বাৎ প্রাণশরীরনেতা। প্রাণশ্চ শরীরঞ্চ প্রাণশরীরং তস্যায়ং নেতা স্থূলাচ্ছরীরাচ্ছরীরান্তরং সূক্ষ্মং প্রতি প্রতিষ্ঠিতোহন্নে ভুজ্য-মানান্নবিপরিণামে প্রতিদিনমুপচীয়মানেহপচীয়মানে চ পিণ্ড-রূপান্নে হৃদয়ং বুদ্ধিং পুণ্ডরীকচ্ছিদ্রে সন্নিধায় সমবস্থাপ্য হৃদয়াব-স্থানমেব হ্যাত্মনঃ স্থিতিরন্নে তদাত্মতত্ত্বং বিজ্ঞানেন বিশিষ্টেন শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশজনিতেন জ্ঞানশমদমধ্যানবৈরাগ্যোদ্ভূতেন পরিপশ্যন্তি সর্ব্বতঃ পূর্ণং পশ্যন্তি উপলভন্তে ধীরা বিবেকিনঃ।

আনন্দরূপং সর্ব্বানর্থদুঃখায়াসপ্রহীণমমৃতং যদ্বিভাতি বিশেষেণ স্বাত্মন্যেব ভাতি সর্ব্বদা ॥ ৭ ॥

এই ব্রহ্ম যে স্থলে অধিষ্ঠান করিতেছেন, তাহা অবধান কর। যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ এবং যাঁহার জগৎসৃষ্ট্যাদিরূপ বিভূতি জগতে প্রথিত, সেই আত্মা প্রকাশমান হৃদয়পদ্মে অধিষ্ঠিত। তিনি মনোবৃত্তি দ্বারা বিভাবিত, এই জন্য তাঁহাকে মনোময় কহে। ইনি প্রাণ ও দেহের নেতা, ইনি অন্নময় হৃৎপিণ্ডে বুদ্ধিকে বাহিত করত অধিষ্ঠান করিতেছেন। বিবেকী মানবই তাঁহাকে সম্যক্ বিদিত হইতে সমর্থ। তিনি আনন্দরূপ এবং অবিনশ্বররূপে প্রকাশমান ॥ ৭ ॥

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥ ৮॥

অস্য পরমাত্মজ্ঞানফলমিদমধীয়তে। "ভিদ্যতে হৃদয়গন্থিরবিদ্যাবাসনাময়ঃ। বুদ্ধ্যাশ্রয়াস্তথা প্রোক্তাঃ কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ" ॥ ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। হৃদয়াশ্রয়োঽসৌ নাত্মাশ্রয়ঃ ভিদ্যতে ভেদং বিনাশমায়াতি হৃদয়গ্রন্থিঃ। ছিদ্যন্তে সর্ব্বেঽজ্ঞানবিষয়াঃ সংশয়া লৌকিকানামামরণাত্তু গঙ্গাস্রোতোবৎ প্রবৃত্তা বিচ্ছেদমায়ান্তি। অস্য বিচ্ছিন্নসংশয়স্য নিবৃত্তাবিদ্যস্য যানি বিজ্ঞানোৎপত্তেঃ প্রাক্তনানি জন্মান্তরে চাপ্রবৃত্তফলানি জ্ঞানোৎপত্তিসহভাবীনি চ ক্ষীয়ন্তে কর্ম্মাণি। ন ত্বেতজ্জন্মান্তরারম্ভকাণি প্রবৃত্তফলত্বাত্তস্মিন্ সর্ব্বজ্ঞেঽসংসারিণি দৃষ্টে পরাবরে পরঞ্চ কারণাত্মনা অবরঞ্চ কার্য্যাত্মনা তস্মিন্ পরাবরে সাক্ষাদহমস্মীতি দৃষ্টে সংসরণোচ্ছেদান্মুচ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

অধুনা আত্মজ্ঞানের ফল বিবৃত হইতেছে।—সেই পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হইলে হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয় অর্থাৎ চৈতন্য ও অহঙ্কারের তাদাত্ম্যভাব বিলুপ্ত হয়, নিখিল জ্ঞেয়-পদার্থ-বিষয়ক সংশয় নিরস্ত হয় এবং প্রারব্ধ ভিন্ন অন্য যাবতীয় কর্ম্মই বিনাশ পায়॥ ৮ ।

হিরণ্ময়ে পরে কোশে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্। তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্‌যদাত্মবিদো বিদুঃ॥ ৯॥

উক্তস্যৈবার্থস্য সংক্ষেপাভিধায়কা উত্তরে মন্ত্রাস্ত্রয়োঽপি হিরণ্ময়ে জ্যোতির্ম্ময়ে বুদ্ধিবিজ্ঞানপ্রকাশে পরে কোশ ইবাঽসেঃ। আত্মস্বরূপোপলব্ধিস্থানত্বাৎ পরং সর্ব্বাভ্যন্তরত্বাৎ তস্মিন্ বিরজম-বিদ্যাদ্যশেষদোষরজোমলবর্জ্জিতং ব্রহ্ম সর্ব্বমহত্ত্বাৎ সর্ব্বাত্মত্বাচ্চ নিষ্কলং নির্গতাঃ কলা যস্মাৎ তন্নিষ্কলং নিরবয়বমিত্যর্থঃ। যস্মা-দ্বিরজং নিষ্কলঞ্চাতস্তচ্ছুভ্রং শুদ্ধং জ্যোতিষাং সর্ব্বপ্রকাশাত্মনামগ্ন্যা-দীনামপি তজ্জ্যোতিরবভাসম্। অগ্ন্যাদীনামপি জ্যোতিষ্ট্বমন্ত-র্গতব্রহ্মাত্মচৈতন্যজ্যোতির্নিমিত্তমিত্যর্থঃ। তদ্ধি পরং জ্যোতির্য-দন্যানবভাস্যমাত্মজ্যোতিস্তদ্‌যদাত্মবিদ আত্মানং শব্দাদিবিষয়বুদ্ধি-প্রত্যয়সাক্ষিণং যে বিবেকিনো বিদুর্বিজানন্তি তে আত্মবিদস্ত-দ্বিদুরাত্মপ্রত্যয়ানুসারিণঃ। যস্মাৎ পরং জ্যোতিস্তস্মাত্ত এব তদ্বিদুর্নেতরে বাহ্যার্থপ্রত্যয়ানুসারিণঃ॥ ৯॥

উপরি-লিখিত বিষয়ই পুনরায় বলা হইতেছে।—এই ব্রহ্ম জ্যোতির্ম্ময়, আনন্দময় কোশে অধিষ্ঠিত, সত্ত্বাদিগুণক্লেশহীন, নিষ্কল ও স্বচ্ছ পদার্থ। সর্ব্বপ্রকাশক সূর্য্যাদিও ইহা হইতে

প্রকাশিত হন। আত্মজ্ঞগণ বহু আয়াসে ইহাঁকে বিদিত হইয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥ ১০ ॥

কথং তজ্জ্যোতিষাং জ্যোতিরিত্যুচ্যতে। ন তত্র তস্মিন্ স্বাত্মভূতে ব্রহ্মণি সর্ব্বাবভাসকোঽপি সূর্য্যো ন ভাতি। তদ্‌ব্রহ্ম ন প্রকাশয়তীত্যর্থঃ। স হি তস্যৈব ভাসা সর্ব্বমন্যদনাত্মজাতং প্রকাশয়তীত্যর্থঃ। ন তু তস্য স্বতঃ প্রকাশনসামর্থ্যম্। তথা ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিরস্মদ্গোচরঃ। কিং বহুনা। যদিদং জগদ্ভাতি তত্তমেব পরমেশ্বরং স্বতোভারূপত্বাদ্ভান্তং দীপ্যমানমনুভাত্যনুদীপ্যতে। যথা জলোল্মুকাদি অগ্নিসংযোগাদগ্নিং দহন্তমনুদহতি ন স্বতস্তদ্বত্তস্যৈব ভাসা দীপ্ত্যা সর্ব্বমিদং সূর্য্যাদিমজ্জগদ্বিভাতি। যত এবং তদেব ব্রহ্ম ভাতি চ, বিভাতি চ কার্য্যগতেন বিবিধেন ভাসা অতস্তস্য ব্রহ্মণো ভারূপত্বং স্বতোঽবগম্যতে। ন হি স্বতো বিদ্যমানং ভাসনমন্যস্য কর্ত্তুং শক্নোতি। ঘটাদীনামন্যাবভাসকত্বাদর্শনাদ্ভারূপাণাঞ্চাদিত্যাদীনাং তদ্দর্শনাৎ ॥ ১০ ॥

সূর্য্য ব্রহ্ম-বস্তুকে প্রকাশিত করিতে সমর্থ নহেন; তাঁহাকে প্রকাশিত করিতে চন্দ্র, তারা, তড়িৎ বা অগ্নিরও সামর্থ্য নাই। ফলতঃ এই নিখিল বিশ্ব স্বপ্রকাশ সেই আত্মাকে লক্ষ্য করিয়াই প্রকাশিত হইতেছে; আত্মার প্রকাশ দ্বারাই নিখিল জগৎ প্রকাশিত হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্‌ব্রহ্ম পশ্চাদ্‌ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্॥ ১১ ॥

ইতি দ্বিতীয়মুণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

যত্তজ্জ্যোতিষাং জ্যোতির্ব্রহ্ম তদেব সত্যং সর্ব্বং তদ্বিকারং বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়মাত্রমনৃতমিতরদিত্যেতমর্থং বিস্তরেণ হেতুতঃ প্রতিপাদিতং নিগমনস্থানীয়েন মন্ত্রেণ পুনরুপসংহরতি। ব্রহ্মৈবোক্তলক্ষণমিদং যৎপুরস্তাদগ্রে ব্রহ্মৈবাবিদ্যাদৃষ্টীনাং প্রত্যবভাসমানং তথা পশ্চাদ্‌ব্রহ্ম তথা দক্ষিণতশ্চ তথোত্তরেণ তথৈবাধস্তাদূর্দ্ধঞ্চ সর্ব্বতোঽন্যদপি কার্য্যকারণেন প্রসৃতং প্রগতং নামরূপবদবভাসমানম্। কিং বহুনা। ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বং সমস্তমিদং জগদ্বরিষ্ঠং বরতমম্। অব্রহ্মপ্রত্যয়ঃ সর্ব্বোঽবিদ্যামাত্রো রজ্জ্বামিব সর্পপ্রত্যয়ঃ ব্রহ্মৈবৈকং পরমার্থসত্যমিতি বেদানুশাসনম্॥ ১১ ॥

ইতি দ্বিতীয়মুণ্ডকে দ্বিতীয়খণ্ডভাষ্যম্॥ ২ ॥

এই অমৃতস্বরূপ ব্রহ্মই অগ্র, পশ্চাৎ, দক্ষিণ, উত্তর, নিম্ন ও উর্দ্ধভাগে বিরাজমান আছেন। বস্তুতঃ নিখিল ব্রহ্মাণ্ডই ব্রহ্মময়॥ ১১ ॥

তৃতীয়-মুণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ।

দ্বা স্থপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়ো-রন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥ ১ ॥

পরা বিদ্যোক্তা যয়া তদক্ষরং পুরুষাখ্যং সত্যমধিগম্যতে। যদধিগমে হৃদয়গ্রন্থ্যাদেঃ সংসারকারণস্যাত্যন্তিকবিনাশঃ স্যাৎ। দর্শনোপায়শ্চ যোগো ধনুরাদ্যুপাদনকল্পনয়োক্তঃ। অথেদানীং তৎসহকারীণি সত্যাদিসাধনানি বক্তব্যানীতি তদর্থমুত্তরারম্ভঃ। প্রাধান্যেন তত্ত্বনির্দ্ধারণঞ্চ প্রকারান্তরেণ ক্রিয়তে। অত্যন্তদুরব-গাহত্বাৎ কৃতমপি তত্র সূত্রভূতো মন্ত্রঃ পরমার্থবস্ত্ববধারণার্থমুপন্য-স্যতে। দ্বা দ্বৌ স্থপর্ণা সুপর্ণৌ শোভনপতনৌ। সুপর্ণৌ পক্ষিসা-মান্যাদ্বা সুপর্ণৌ সযুজা সযুজৌ সহৈব সর্ব্বদা যুক্তৌ সখায়া সখায়ৌ সমানখ্যাতৌ সমানাভিব্যক্তিকারণৌ এবম্ভূতৌ সন্তৌ সমানমবিশেষমুপলব্ধ্যধিষ্ঠানতয়া একং বৃক্ষং বৃক্ষমিবোচ্ছেদনসামা-ন্যাৎ শরীরং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে পরিষক্তবন্তৌ। সুপর্ণাবিবৈকং বৃক্ষং ফলোপভোগার্থম্। অয়ং হি বৃক্ষ ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্শাখো-ঽশ্বত্থোঽব্যক্তমূলপ্রভবঃ ক্ষেত্রসংজ্ঞকঃ সর্ব্বপ্রাণিকর্ম্মফলাশ্রয়স্তং পরিষক্তবন্তৌ সুপর্ণাবিবাবিদ্যাকামকর্ম্মবাসনাশ্রয়লিঙ্গোপাধ্যা-ত্মেশ্বরৌ। তয়োঃ পরিষক্তয়োরন্য একঃ ক্ষেত্রজ্ঞো লিঙ্গোপাধি-বৃক্ষমাশ্রিতঃ পিপ্পলং কর্ম্মনিষ্পন্নং সুখদুঃখলক্ষণং ফলং স্বাদ্বনেক-বিচিত্রবেদনাস্বাদরূপং স্বাদ্বত্তি ভক্ষয়ত্যুপভুঙ্‌ক্তেঽবিবেকতঃ। অনশ্নন্নন্য ইতর ঈশ্বরো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সত্ত্বো-

পাধিরীশ্বরো নাশ্নাতি। প্রেরয়িতা হ্যসাবুভয়োর্ভোজ্যভোক্ত্রো-র্নিত্যসাক্ষিত্বসত্তামাত্রেণ। স ত্বনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি পশ্যত্যেব কেবলম্। দর্শনমাত্রেণ হি তস্য প্রেরয়িতৃত্বং রাজবৎ। ১॥

অক্ষর পুরুষকে বিদিত হইতে হইলে যে বিদ্যার আবশ্যক, সেই পরা বিদ্যা কথিত হইয়াছে। এই পরা বিদ্যা বিদিত হইলে ভবকারণ হৃদয়গ্রন্থি প্রভৃতি ছিন্ন হইয়া থাকে। আত্মদর্শনো-পায়যোগও বিবৃত হইয়াছে। অধুনা আত্মদর্শনের সহায়ভূত সত্যাদিসাধন বিবৃত করা কর্ত্তব্য। এই হেতু পরবর্ত্তী গ্রন্থ প্রারব্ধ হইতেছে। তত্ত্ব-পদার্থ অতীব দুর্ব্বোধ্য; এই হেতু বার বার সেই তত্ত্বপদার্থেরই নিরূপণ হইতেছে। দুইটি মনোহর পতনবিশিষ্ট পক্ষী সংযুক্ত ও সৌহৃদ্যভাবাপন্ন হইয়া ফলভোগা একটি তরু অর্থাৎ দেহ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। ঐ পক্ষিদ্বয়ে মধ্যে একটি লিঙ্গদেহরূপ বৃক্ষাশ্রিত জীব পিপ্পল অর্থ কর্ম্ম দ্বার সম্পন্ন বহুবিধ সুখ-দুঃখরূপ ফল অবিবেকনিবন্ধন সম্ভোগ করি-তেছে এবং অপরটি নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্তস্বভাব, সর্ব্বজ্ঞ ও সত্ত্ব-গুণোপাধি ঈশ্বর কর্ম্মফলের সম্ভোগ করেন না। তিনি কেবল দৃষ্টিমাত্রেই নৃপতির ন্যায় প্রেরণ করেন॥ ১॥

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ। জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীত-শোকঃ॥ ২॥

তত্রৈবং সতি সমানে বৃক্ষে যথোক্তে শরীরে পুরুষো ভোক্তা জীবোঽবিদ্যাকামকর্ম্মফলরাগাদিগুরুভারাক্রান্তোঽলাবুরিব সামুদ্রে

জলে নিমগ্নো নিশ্চয়েন দেহাত্মভাবমাপন্নোঽয়মেবাহং অমুষ্য পুত্রোঽস্য নপ্তা কৃশঃ স্থূলো গুণবান্নির্গুণঃ সুখী দুঃখীত্যেবং প্রত্যয়ো নাস্ত্যন্যোঽস্মাদিতি জায়তে ম্রিয়তে সংযুজ্যতে বিযুজ্যতে চ সম্বন্ধিবান্ধবৈঃ। অতোঽনীশয়া ন কস্যচিৎ সমর্থোঽহং পুত্রো মম বিনষ্টো মৃতা মে ভার্য্যা কিং মে জীবিতেনেত্যেবং দীনভাবোঽনীশা তয়া শোচতি সন্তপ্যতে, মুহ্যমানোঽনেকৈরনর্থ-প্রকারৈরবিবেকিতয়া চিন্তামাপদ্যমানঃ স এবং প্রেততির্য্যঙ্-মনুষ্যাদিযোনিষ্বাজীবং জীবভাবমাপন্নঃ কদাচিদনেকজন্মসু শুদ্ধ-ধর্ম্মসঞ্চিতনিমিত্তেন কেনচিৎ পরমকারুণিকেন দর্শিতযোগমার্গঃ অহিংসাসত্যব্রহ্মচর্য্যসর্ব্বত্যাগশমদমাদিসম্পন্নঃ সমাহিতাত্মা সন্ জুষ্টং সেবিতমনেকৈর্যোগিমার্গৈঃ কর্ম্মিভিশ্চ যদা যস্মিন্ কালে পশ্যতি ধ্যায়মানোঽন্যং বৃক্ষোপাধিলক্ষণাদ্বিলক্ষণমীশমসংসারিণ-মশনায়াপিপাসাশোকমোহজরামৃত্যুতীতমীশং সর্ব্বস্য জগতো-ঽয়মহমস্ম্যাত্মা সর্ব্বস্য সমঃ সর্ব্বভূতস্থো নেতরোঽবিদ্যাজনি-তোপাধিপরিচ্ছিন্নো মায়াত্মেতি বিভূতিং মহিমানঞ্চ জগদ্রূপমস্যৈব মম পরমেশ্বরস্যেতি যদৈবং দ্রষ্টা তদা বীতশোকো ভবতি, সর্ব্ব-স্মাচ্ছোকসাগরাদ্বিপ্রমুচ্যতে কৃতকৃত্যো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

উল্লিখিত পাদপরূপ দেহে ভোক্তা জীব অবিদ্যা, কামনা ও কর্ম্মফলানুরাগাদির দ্বারা গুরু-ভারাক্রান্ত হইয়া শরীরের সহিত ঐকাত্ম-ভাবাপন্ন হয়। তৎকালে সাগর-সলিলে অলাবুর ন্যায় সংসার-সাগরে মগ্ন হইয়া পড়ে এবং "আমার পুত্রাদি, আমি কর্ত্তা, আমি স্থূল, আমি গুণসম্পন্ন, আমি নির্গুণ, আমি সুখী, আমি দুঃখী" প্রভৃতি প্রত্যয়যুক্ত হইয়া বন্ধু-বান্ধবের সহিত

কখন সংযোগ, কখন বা বিয়োগ উপলব্ধি করে এবং 'মদীয় পুত্র বিনাশ হইয়াছে, মদীয় পত্নী নষ্ট হইয়াছে, সুতরাং মদীয় জীবনে কি প্রয়োজন' ইত্যাদি প্রকারে দীনভাবাপন্ন ও অবিবেকিতা নিবন্ধন অনেকে অনর্থ ও চিন্তাতুর হইয়া শোক করিতে থাকে। এইরূপে প্রেত, তির্য্যক্ ও মানবাদি যোনিতে জন্মলাভ করিয়া বহুজন্মের পর কদাচিৎ বিশুদ্ধ ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিয়া কোন পরমদয়ালু গুরুর দ্বারা যোগপথ-প্রদিষ্ট হইয়া অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, সর্ব্বত্যাগ, শম ও দমাদিযুক্ত ও সমাহিতমনাঃ হইয়া বহু কর্ম্ম দ্বারা সেবিত, জীব হইতে বিলক্ষণ, অসংসারী, অশনা, তৃষ্ণা, শোক, মোহ, জরা ও মরণের অতীত ঈশ্বরকে যে কালে প্রত্যক্ষ করিতে পারে, তৎকালে 'আমি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের আত্মস্বরূপ, আমি সর্ব্বভূতস্থিত, জগৎস্বরূপ পরমেশ্বর, আমারই এই সকল মহিমা', এইরূপ অনুভব করিতে থাকে, তৎকালে নিখিল শোকার্ণব হইতে বিমুক্ত হইয়া কৃতকৃত্য হয় ॥ ২ ॥

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥ ৩ ॥

অন্যোঽপি মন্ত্র ইমমেবার্থমাহ সবিস্তরম্। যদা যস্মিন্ কালে পশ্যঃ পশ্যতীতি বিদ্বান্ সাধক ইত্যর্থঃ। পশ্যতে পশ্যতি পূর্ব্ববদ্রুক্মবর্ণং স্বয়ং জ্যোতিঃস্বভাবং রুক্মস্যেব বা জ্যোতিরস্যাবিনাশি, কর্ত্তারং সর্ব্বস্য জগত ঈশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিং ব্রহ্ম চ তদ্‌যোনিশ্চাসৌ ব্রহ্মযোনিস্তং ব্রহ্মযোনিং ব্রহ্মণো বাপরস্য যোনিং স যদা চৈব পশ্যতি তদা স বিদ্বান্ পশ্যঃ পুণ্যপাপে বন্ধন-

ভূতে কর্ম্মণী সমূলে বিধূয় নিরস্য দগ্ধ্বা নিরঞ্জনো নির্লেপো বিগতক্লেশঃ প্রকৃষ্টং নিরতিশয়ং সাম্যং সমতামদ্বয়লক্ষণং দ্বৈতবিষয়াণি সাম্যান্যতো বাচ্যে বাতোঽদ্বয়লক্ষণমেতৎ পরমং সাম্যমুপৈতি প্রতিপদ্যতে ॥ ৩ ॥

অপর মন্ত্র দ্বারা সবিস্তার ঐ বিষয় বিবৃত হইতেছে।— যৎকালে বিচক্ষণ সাধক স্বয়ংজ্যোতিঃস্বরূপ, নিখিল জগতের প্রভু, পরম পুরুষ ও নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তিস্থল পরম ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করেন, তখন সেই সুধী সাধক বন্ধনের হেতুভূত পাপ-পুণ্য সমূলে ভস্মীভূত করিয়া অবিদ্যাদি ক্লেশ বিসর্জ্জন করত নিরতিশয় অদ্বয়রূপে সাম্য লাভ করেন ॥ ৩ ॥

প্রাণো হ্যেষ যঃ সর্ব্বভূতৈর্ব্বিভাতি বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী। আত্মক্রীড আত্মরতিঃ ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ ॥ ৪ ॥

কিঞ্চ যোঽয়ং প্রাণস্য প্রাণঃ পর ঈশ্বরো হ্যেষ প্রকৃতঃ সর্ব্বৈর্ভূতৈর্ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তৈঃ। ইত্থম্ভূতলক্ষণা তৃতীয়া। সর্ব্বভূতস্থঃ সর্ব্বাত্মা সন্নিত্যর্থঃ। বিভাতি বিবিধং দীপ্যতে। এবং সর্ব্বভূতস্থং যঃ সাক্ষাদাত্মভাবেনায়মহমস্মীতি বিজানন্ বিদ্বান্ বাক্যার্থজ্ঞানমাত্রেণ স ভবতে ন ভবতীত্যেতৎ। কিম্? অতিবাদী অতীত্য সর্ব্বানন্যান্ বদিতুং শীলমস্যেত্যতিবাদী। যস্ত্বেবং সাক্ষাদাত্মানং প্রাণস্য প্রাণং বিদ্বান্নাতিবাদী ভবতীত্যর্থঃ। সর্ব্বং যদাত্মৈব নান্যদস্তীতি দৃষ্টং তদা কিং হ্যসাবতীত্য বদেৎ। যস্য ত্বপরমপরমন্যদ্দৃষ্টমস্তি স তদতীত্য বদতি। অয়ন্তু বিদ্বানাত্মনোঽন্যন্ন পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি। অতো নাতিবদতি।

কিঞ্চাত্মক্রীড আত্মন্যেব ক্রীড়নং যস্য নান্যত্র পুত্রদারাদিষু স আত্মক্রীড়ঃ। তথাত্মরতিরাত্মন্যেব চ রতীরমণং প্রীতির্যস্য স আত্মরতিঃ। ক্রীড়া বাহ্যসাধনসাপেক্ষা, রতিস্তু সাধননিরপেক্ষা বাহ্যবিষয়প্রীতিমাত্রমিতি বিশেষঃ। তথা ক্রিয়াবান্ জ্ঞানধ্যান-বৈরাগ্যাদিক্রিয়া যস্য সোঽয়ং ক্রিয়াবান্। সমাসপাঠে আত্ম-রতিরেব ক্রিয়াস্য বিদ্যতে ইতি বহুব্রীহিমতুবর্থয়োরন্যতরোঽতি-রিচ্যতে। কেচিত্ত্বগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মব্রহ্মবিদ্যয়োঃ সমুচ্চয়ার্থমিচ্ছন্তি। তচ্চৈষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠ ইত্যনেন বিরুধ্যতে। ন হি বাহ্যক্রিয়া আত্মরতিশ্চ ভবিতুং শক্তঃ। কশ্চিদ্বাহ্যক্রিয়াবিনিবৃত্তো হ্যাত্ম-ক্রীড়ো ভবতি বাহ্যক্রিয়াত্মক্রীড়য়োর্বিরোধাৎ। ন হি তমঃ-প্রকাশয়োর্যুগপদেকত্র স্থিতিঃ সম্ভবতি। তস্মাদসৎপ্রলপিত-মেতৎ। অনেন জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়প্রতিপাদনম্। অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ সন্ন্যাসযোগাদিশ্রুতিভ্যশ্চ। তস্মাদয়মেবেহ ক্রিয়াবান্ যো জ্ঞানধ্যানাদিক্রিয়াবান্ সম্ভিন্নার্থমর্য্যাদঃ সন্ন্যাসী। য এবং লক্ষণো নাতিবাদ্যাত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্ ব্রহ্মনিষ্ঠঃ স ব্রহ্ম-বিদাং সর্ব্বেষাং বরিষ্ঠঃ প্রধানঃ ॥ ৪ ॥

যিনি প্রাণের প্রাণস্বরূপ পরমেশ্বর, তিনি ব্রহ্মাদি-স্তম্ব যাবৎ নিখিলভূতে প্রতিভাত হইতেছেন। যে সুধী এই সর্ব্বভূতগত আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হন, তিনি অপর সমস্ত অতি-ক্রম করত কেবলমাত্র ব্রহ্মবাদী হইয়া থাকেন অর্থাৎ 'অহং ব্রহ্মাস্মি' 'আমিই ব্রহ্ম' এইরূপ জ্ঞানযুক্ত হইয়া থাকেন। ঈদৃশ ব্যক্তি কেবলমাত্র আত্মাতেই রমণ করেন, তদীয় পুত্রকলত্রাদির সহিত তাঁহার সম্বন্ধ রহিত হইয়া যায়। তিনি আত্মবিষয়েই

প্রীতিমান্ হইয়া জ্ঞান, ধ্যান ও বৈরাগ্যাদি কার্য্যে নিষ্ঠাবান্ হন। ঈদৃশ সুধীই ব্রহ্মজ্ঞগণের অগ্রণী ॥ ৪ ॥

সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা সম্যগ্‌জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ নিত্যম্। অন্তঃশরীরে জ্যোতির্ম্ময়ো হি শুভ্রো যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ ॥ ৫ ॥

অধুনা সত্যাদীনি ভিক্ষোঃ সম্যগ্‌জ্ঞানসহকারীণি সাধনানি বিধীয়ন্তে নিবৃত্তিপ্রধানানি। সত্যেনানৃতত্যাগেন মৃষাবদন-ত্যাগেন লভ্যঃ প্রাপ্তব্যঃ। কিঞ্চ, তপসা হীন্দ্রিয়মনএকাগ্রতয়া। মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাঞ্চৈকাগ্র্যং পরমং সাধনং তপ ইতি স্মরণাৎ। তদ্ধ্যনুকূলমাত্মদর্শনাভিমুখীভাবাৎ পরমং সাধনং তপো নেতরচ্চান্দ্রায়ণাদি। এষ আত্মা লভ্য ইত্যনুষঙ্গঃ। সর্ব্বত্র সম্যগ্‌-জ্ঞানেন যথাভূতাত্মদর্শনেন ব্রহ্মচর্য্যেণ মৈথুনাসমাচারেণ নিত্যং সত্যেন নিত্যং তপসা নিত্যং সম্যগ্‌জ্ঞানেনেতি সর্ব্বত্র নিত্য-শব্দোঽন্তর্দীপকন্যায়েনানুষক্তব্যঃ। বক্ষ্যতি চ। ন যেষু জিহ্ম-মনৃতং ন মায়া চেতি। কোঽসাবাত্মা য এতৈঃ সাধুভির্লভ্যত ইত্যুচ্যতে। অতঃ শরীরেঽন্তর্ম্মধ্যে শরীরস্থ পুণ্ডরীকাকাশে জ্যোতির্ম্ময়ো হি রুক্মবর্ণঃ শুভ্রঃ শুদ্ধোঽয়মাত্মানং পশ্যন্ত্যপলভন্তে যতয়ো যতনশীলাঃ সন্ন্যাসিনঃ ক্ষীণদোষাঃ ক্ষীণক্রোধাদি-চিত্তমলাঃ, স আত্মা নিত্যং সত্যাদিসাধনৈঃ সন্ন্যাসিভির্লভ্যত ইত্যর্থঃ। ন কাদাচিৎকৈঃ সত্যাদিভির্লভ্যতে,সত্যসাধনস্তুত্যর্থো-ঽয়মর্থবাদঃ ॥ ৫ ॥

অধুনা ভৈক্ষ্যাশ্রমীর জ্ঞানসহকারী সত্যাদি সাধন বিবৃত হইতেছে।—এই আত্মা সত্য দ্বারা প্রাপ্তব্য অর্থাৎ মিথ্যাবাক্য

বিসর্জ্জন করিলেই তাহাকে পাওয়া যায়। পরন্তু এই আত্মা ইন্দ্রিয় ও চিত্তের একাগ্রতা, সম্যক্ জ্ঞান ও ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা প্রাপ্য। যাঁহাদিগের বোষাদি চিত্তমল বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই যত্নবান্ সন্ন্যাসীরা দেহের অন্তরে (হৃৎপদ্মকোশে) জ্যোতির্ম্ময় শুদ্ধ আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন॥ ৫॥

সত্যমেব জয়তে নানৃতং সত্যেন, পন্থা বিততো দেবযানঃ। যেনাক্রমন্ত্যৃষয়ো হ্যাপ্তকামা যত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানম্॥ ৬॥

সত্যমেব সত্যবানেব জয়তে জয়তি, নানৃতং নানৃতবাদী-ত্যর্থঃ। ন হি সত্যানৃতয়োঃ কেবলয়োঃ পুরুষানাশ্রিতয়োঃ সম্ভবো জয়ঃ পরাজয়ো বা সম্ভবতি। প্রসিদ্ধং লোকেঽসত্যবাদি-নৃতবাগভিভূয়তে ন বিপর্য্যয়োঽতঃ সিদ্ধং সত্যস্য বলবৎসাধন-ত্বম্। কিঞ্চ, শাস্ত্রতোঽপ্যবগম্যতে সত্যস্য সাধনাতিশয়ত্বম্। যথাভূতবাদব্যবস্থয়া পন্থা দেবযানাখ্যো বিততো বিস্তীর্ণঃ সাতত্যেন প্রবৃত্তঃ। যেন যথা হ্যাক্রমন্তি ক্রমন্তে ঋষয়ো দর্শনবন্তঃ কুহকমায়াশাঠ্যাহঙ্কারদম্ভানৃতবর্জ্জিতা হ্যাপ্তকামা বিগততৃষ্ণাঃ সর্ব্বতো যত্র যস্মিন্ তৎপরমার্থতত্ত্বং সত্যস্যো-ত্তমসাধনস্য সম্বন্ধিসাধ্যং পরমং প্রকৃষ্টং নিধানং পুরুষার্থরূপেণ নিধীয়তে প্রবর্ত্ততে। তত্র চ যেন যথা ক্রমন্তি সত্যেন বিততঃ ইতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। কিন্তৎ কিম্প্রকারং তদিত্যুচ্যতে॥ ৬॥

সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিই সর্ব্বোৎকর্ষ প্রাপ্ত হন, অসত্যভাষী কদাপি তাঁহাকে পরাভূত করিতে সমর্থ হয় না। সত্য দ্বারাই দেবযানরূপ পথ বিস্তৃত হইয়াছে। যে সকল ঋষি ঐ পথের

আশ্রয়ী হন, কুহক, মায়া, শঠতা, অহঙ্কার, দম্ভ ও অনৃত তাঁহাদের দেহে থাকিতে পারে না। তাঁহারা তৃষ্ণা বিসর্জ্জন করত যে স্থলে পরম সত্যনিধি বিদ্যমান, তথায় প্রস্থান করেন ॥ ৬ ॥

বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপং সূক্ষ্মাচ্চ তৎসূক্ষ্মতরং বিভাতি। দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ পশ্যৎস্বিহৈব নিহিতং গুহায়াম্ ॥ ৭ ॥

বৃহচ্চ তন্মহচ্চ তৎ প্রকৃষ্টং ব্রহ্ম সত্যাদিসাধনেন সর্ব্বতো ব্যাপ্তত্বাৎ। দিব্যং স্বয়ম্প্রভমনিন্দ্রিয়গোচরং অতএব ন চিন্তয়িতুং শক্যতেঽস্য রূপমিত্যচিন্ত্যরূপম্। সূক্ষ্মাদাকাশাদেরপি তৎ সূক্ষ্মতরং নিরতিশয়ং হি সৌক্ষ্ম্যমস্য সর্ব্বকারণত্বাদ্বিভাতি বিবিধমাদিত্যচন্দ্রাদ্যাকারেণাভাতি দীপ্যতে। কিঞ্চ, দূরাদ্বিপ্রকৃষ্টদেশাৎ সুদূরে বিপ্রকৃষ্টতরে দেশে বর্ত্ততে অবিদুষামত্যন্তাগম্যত্বাত্তদ্ব্রহ্ম। ইহ দেহেঽন্তিকে সমীপে চ। বিদুষামাত্মত্বাৎ সর্ব্বান্তরত্বাচ্চাকাশস্যাপ্যন্তরশ্রুতেঃ। ইহ পশ্যৎসু চেতনাবৎস্বিত্যেতন্নিহিতং স্থিতং দর্শনাদিক্রিয়াবত্ত্বেন যোগিভির্লক্ষ্যমাণম্। ক? গুহায়াং বুদ্ধিলক্ষণায়াম্। তত্র হি নিগূঢ়ং লক্ষ্যতে বিদ্বদ্ভিঃ। তথাপ্যবিদ্যয়া সংবৃতং সন্ন লক্ষ্যতে তত্রস্থমেবাবিদ্বদ্ভিঃ ॥৭॥

সত্যাদিসাধন দ্বারা সেই প্রকৃষ্ট ব্রহ্মবস্তু সর্ব্বতোভাবে ব্যাপ্ত, এই জন্যই তাঁহাকে বৃহৎ ও স্বয়ং-জ্যোতির্ম্ময় কহে। তিনি ইন্দ্রিয়ের অবিষয়; সুতরাং তদীয় রূপ চিন্তার বিষয় নহে। আকাশাদি হইতেও তাঁহাকে সূক্ষ্মতর জানিবে; তিনিই চন্দ্রার্করূপে দেদীপ্যমান হইতেছেন। যাহারা অবিদ্বান, তিনি

তাহাদিগের বহুদূরবর্ত্তী ; কিন্তু বিদ্বানের সমীপে এই শরীরেই বিরাজ করিতেছেন। সচেতন ব্যক্তিরা এই শরীরের মধ্যে বুদ্ধিরূপ কন্দরে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, কিন্তু যে সকল ব্যক্তি অবিদ্বান্, তাহারা বুদ্ধিস্থিত হইলেও তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয় না ॥ ৭ ॥

ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দ্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা।
জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ ॥৮ ॥

পুনরপ্যসাধারণেঽপ্যসাধারণং তদুপলব্ধিসাধনমুচ্যতে। যস্মান্ন চক্ষুষা গৃহ্যতে কেনচিদপ্যরূপত্বান্নাপি গৃহ্যতে বাচাঽনভিধেয়ত্বান্ন চান্যৈর্দ্দেবৈরিন্দ্রিয়ৈঃ। তপসঃ সর্ব্বপ্রাপ্তিসাধনত্বেঽপি ন তপসা গৃহ্যতে। তথা বৈদিকে নাগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মণা প্রসিদ্ধমহত্ত্বেনাপি ন গৃহ্যতে। কিং পুনস্তস্য গ্রহণসাধনমিত্যাহ। জ্ঞানপ্রসাদেনাত্মাবরোধনসমর্থমপি স্বভাবেন সর্ব্বপ্রাণিনাং জ্ঞানং বাহ্যবিষয়রাগাদিদোষকলুষিতমপ্রসন্নমশুদ্ধং সন্নাববোধয়তি নিত্যং সন্নিহিতমপ্যাত্মতত্ত্বং মলাবনদ্ধমিবাদর্শং। বিলুলিতমিব সলিলম্। তদ্‌যদিন্দ্রিয়বিষয়সংসর্গজনিতরাগাদিমলকালুষ্যাপনয়নাদাদর্শসলিলাদিবৎ প্রসাদিতং স্বচ্ছং শান্তমবতিষ্ঠতে, তদা জ্ঞানস্য প্রসাদঃ স্যাৎ। তেন বিশুদ্ধান্তঃকরণো যোগ্যো ব্রহ্ম দ্রষ্টুং যস্মাত্তমাত্মানং পশ্যতে পশ্যতি উপলভতে নিষ্কলং সর্ব্বাবয়বভেদবর্জ্জিতং ধ্যায়মানঃ সত্যাদিসাধনবান্‌উপসংহৃতকরণ একাগ্রেণ মনসা ধ্যায়মানশ্চিন্তয়ন্নমমাত্মানমেব পশ্যতীতি ॥ ৮ ॥

ব্রহ্ম অরূপ বস্তু, তাঁহার রূপ নাই, এই জন্যই তিনি চক্ষুর দৃশ্য নহেন। তিনি অনভিধেয় পদার্থ বলিয়াই বাক্যের বিষয়ী-

ভূত নহেন এবং তিনি অপর ইন্দ্রিয়ের অনুপলভ্যমান। কি তপশ্চরণ, কি অগ্নিহোত্রাদি বৈদিক কার্য্য, কিছুর দ্বারাই ব্রহ্ম-পদার্থ গ্রহণীয় নহেন। জ্ঞানপ্রভাবে যাঁহারা বিশুদ্ধান্তঃকরণ হইয়াছেন, ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সংসর্গ নিবন্ধন রাগাদিমল যাঁহাদের বিনষ্ট হইয়াছে, তাহারাই ব্রহ্মকে যাবতীয় পদার্থের সহিত অভেদে ধ্যান পূর্ব্বক প্রত্যগ করেন ॥ ৮ ॥

এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশ। প্রাণৈশ্চিত্তং সর্ব্বমোতং প্রজানাং যস্মিন্ বিশুদ্ধে বিভবত্যেষ আত্মা ॥ ৯ ॥

এষোঽণুঃ সূক্ষ্মশ্চেতসা বিশুদ্ধজ্ঞানেন কেবলেন বেদিতব্যঃ। কাসৌ? যস্মিঞ্ছরীরে প্রাণো বায়ুঃ পঞ্চধা প্রাণাপানাদিভেদেন সংবিবেশ সম্যক্‌প্রবিষ্টস্তস্মিন্নেব শরীরে হৃদয়ে চেতসা জ্ঞেয় ইত্যর্থঃ। কীদৃশেন চেতসা বেদিতব্য ইত্যাহ। প্রাণৈঃ সহেন্দ্রিয়ৈশ্চিত্তং সর্ব্বমন্তঃকরণং প্রজানামোতং ব্যাপ্তং যেন ক্ষীরমিব স্নেহেন কাষ্ঠমিবাগ্নিনা সর্ব্বং হি প্রজানামন্তঃকরণং চেতনাবৎ প্রসিদ্ধং লোকে। যস্মিংশ্চ চিত্তে ক্লেশাদিমল-বিযুক্তে শুদ্ধে বিভবত্যেষ উক্ত আত্মা বিশেষেণ স্বেনাত্মনা বিভবত্যাত্মানং প্রকাশয়তীত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

একমাত্র বিশুদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা এই সূক্ষ্মতর আত্মাকে জানিতে পারা যায়। আত্মাকে কোন্ স্থানে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, অধুনা তাহাই বিবৃত হইতেছে।—যে হৃদয়ে প্রাণ প্রাণা-নাদি পঞ্চরূপে প্রবিষ্ট আছে, সেই হৃদয়দেশেই তিনি অন্তঃ

করণ দ্বারা বিজ্ঞেয়। কি প্রকার চিত্ত দ্বারা তিনি বিজ্ঞেয়, তাহাই বিবৃত হইতেছে।—প্রজাবৃন্দের প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের সহিত অন্তঃকরণ যদ্দ্বারা ব্যাপ্ত আছে এবং যে চিত্ত ক্লেশাদি মলবিহীন, যে চিত্তে পূর্ব্বকথিত আত্মা বিশেষ প্রকারে প্রকাশিত আছেন, সেই চিত্ত দ্বারাই আত্মা বিজ্ঞেয় হইয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

যং যং লোকং মনসা সংবিভাতি বিশুদ্ধসত্ত্বঃ কাময়তে যাংশ্চ কামান্। তং তং লোকং জয়তে তাংশ্চ কামাংস্তস্মাদাত্মজ্ঞং হ্যর্চ্চয়েদ্ভূতিকামঃ ॥ ১০ ॥

ইতি তৃতীয়-মুণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥ ১ ॥

য এবমুক্তলক্ষণং সর্ব্বাত্মানমাত্মত্বেন প্রতিপন্নস্তস্য সর্ব্বাত্মত্বাদেব সর্ব্বাবাপ্তিলক্ষণং ফলমাহ। যং যং লোকং পিত্রাদিলক্ষণং মনসা সংবিভাতি সঙ্কল্পয়তি মহ্যমন্যস্মৈ বা ভবেদিতি বিশুদ্ধসত্ত্বঃ ক্ষীণক্লেশ আত্মবিনির্ম্মলান্তঃকরণঃ কাময়তে, যাংশ্চ কামান্ প্রার্থয়তে ভোগাংস্তং তং লোকং জয়তে প্রাপ্নোতি, তাংশ্চ কামান্ সঙ্কল্পিতান্ ভোগান্। তস্মাদ্বিদুষঃ সত্যসঙ্কল্পত্বাদাত্মজ্ঞমাত্মজ্ঞানেন বিশুদ্ধান্তঃকরণং হ্যর্চ্চয়েৎ পূজয়েৎ পাদপ্রক্ষালনশুশ্রূষানমস্কারাদিভির্ভূতিকামো বিভূতিমিচ্ছুঃ। ততঃ পূজার্হ এবাসৌ ॥ ১০ ॥

ইতি তৃতীয়মুণ্ডকে প্রথমখণ্ডভাষ্যম্ ॥ ১ ॥

পূর্ব্বকথিত লক্ষণসম্পন্ন সর্ব্বাত্মাকে যিনি আত্মস্বরূপে বিদিত হন, তৎসম্বন্ধে সকলই আত্মস্বরূপে আভাত হয়, সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রাপ্তিরূপ ফল বিবৃত হইতেছে।—ক্ষীণক্লেশ

ব্যক্তি আপনার কিংবা অপরের জন্য মন দ্বারা পিতৃলোক বা অন্য যে লোকের অভিলাষ করেন ও যেরূপ ভোগের বাসনা হয়, তত্তৎলোক ও তত্তদ্বাঞ্ছিত ভোগ লাভ করিয়া থাকেন, সুতরাং বিভূতিকামী ব্যক্তি আত্মবিদ্ লোকের পূজা করিবে॥ ১০॥

তৃতীয়-মুণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

স বেদৈতৎ পরমং ব্রহ্ম ধাম যত্র বিশ্বং নিহিতং ভাতি শুভ্রম্‌।
উপাসতে পুরুষং যে হ্যকামাস্তে শুক্রমেতদতিবর্ত্তন্তি ধীরাঃ ॥ ১ ॥

যস্মাৎ স বেদ জানাত্যসাবেতদ্‌যথোক্তলক্ষণং পরমং ব্রহ্ম প্রকৃষ্টং ধাম সর্ব্বকামানামাশ্রয়মাস্পদং, যত্র যস্মিন্‌ ব্রহ্মণি ধাম্নি বিশ্বং সমস্তং জগন্নিহিতমর্পিতং, যচ্চ স্বেন জ্যোতিষা ভাতি শুভ্রং শুদ্ধম্‌। তমপ্যেবমাত্মজ্ঞং পুরুষং যে হ্যকামা বিভূতিতৃষ্ণাবর্জ্জিতা মুমুক্ষবঃ সন্ত উপাসতে পরমিব দেবং তে শুক্রং নৃবীজং যদেতৎ প্রসিদ্ধং শরীরোপাদানকারণমতিবর্ত্তন্তেঽতিগচ্ছন্তি ধীরা বুদ্ধিমন্তো ন পুনর্যোনিং প্রসর্পন্তি ন পুনঃ ক্ব রতিং করোতীতি শ্রুতেঃ। অতস্তং পূজয়েদিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১ ॥

নিখিল জগৎ যে ব্রহ্মলোকে সমর্পিত আছে, যে শুদ্ধ ব্রহ্ম-পদার্থ নিজ জ্যোতিঃপ্রভাবে প্রতিভাত হইতেছেন, যে ব্যক্তি তাঁহাকে বিদিত হইতে সক্ষম হইয়াছেন, বিভূতি ও পিপাসাদি-বিবর্জ্জিত মুমুক্ষুরা সেই আত্মবিদ্‌ ব্যক্তির উপাসনা করিবেন। যে সুধী ব্যক্তি এইরূপে আত্মবিদের উপাসনা করেন, তাঁহাকে আর পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। ১ ॥

কামান্‌ যঃ কাময়তে মন্যমানঃ স কামভির্জায়তে তত্র তত্র। পর্যাপ্তকামস্য কৃতাত্মনস্তু ইহৈব সর্ব্বে প্রবিলীয়ন্তি কামাঃ ॥ ২ ॥

মুমুক্ষোঃ কামত্যাগ এব প্রধানং সাধনমিত্যেতদ্দর্শয়তি। কামান্ যো দৃষ্টাদৃষ্টেষ্টবিষয়ান্ কাময়তে মন্যমানস্তদ্‌গুণাংশ্চিন্তয়মানঃ প্রার্থয়তে স তৈঃ কামভিঃ কামৈর্ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রবৃত্তিহেতুভির্বিষয়েচ্ছারূপৈঃ সহ জায়তে তত্র তত্র। যত্র যত্র বিষয়প্রাপ্তিনিমিত্তকামাঃ কর্ম্মসু পুরুষং নিয়োজয়ন্তি তত্র তত্র তেষু তেষু বিষয়েষু তৈরেব কামৈর্বেষ্টিতো জায়তে। যস্তু পরমার্থতত্ত্ববিজ্ঞানাৎ পর্য্যাপ্তকাম আত্মকামত্বেন পরি সমন্তত আপ্তাঃ কামা যস্য তস্য পর্য্যাপ্তকামস্য কৃতাত্মনোঽবিদ্যালক্ষণাদপররূপাদপনীয় স্বেন পরেণ রূপেণ কৃত আত্মা বিদ্যয়া যস্য তস্য কৃতাত্মনস্ত্বিহৈব তিষ্ঠত্যেব শরীরে। সর্ব্বে ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রবৃত্তিহেতবঃ প্রবিলীয়ন্তি নশ্যন্তীত্যর্থঃ। কামাস্তজ্জন্মহেতুবিনাশায় জায়ন্ত ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥২॥

কামনা বিসর্জ্জনই যে মুমুক্ষুর মোক্ষলাভের প্রধান সাধন, তাহাই বিবৃত হইতেছে।—যে ব্যক্তি দৃষ্টাদৃষ্ট বিষয়ের গুণ চিন্তা করত দৃষ্টাদৃষ্ট বিষয় সমূহ প্রার্থনা করে, সে ব্যক্তি সেই সকল প্রার্থনার সহিত সংসৃষ্ট হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে; কিন্তু তত্ত্ব-জ্ঞানোদয় নিবন্ধন যাঁহাদের কামনা নাই, সুতরাং যাঁহারা কৃতাত্মা হইয়াছেন, এই দেহ সত্ত্বেও তাঁহাদের ধর্ম্মাধর্ম্ম-প্রবৃত্তির হেতুভূত যাবতীয় কামনা ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ॥ ২ ॥

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূং স্বাম্ ॥ ৩ ॥

যদ্যেবং সর্ব্বলাভাৎ পরমাত্মলাভস্তল্লাভায় প্রবচনাদয় উপায়া-বাহুল্যেন কর্ত্তব্যা ইতি প্রাপ্ত ইদমুচ্যতে। যোঽয়মাত্মা

ব্যাখ্যাতো'যস্য লাভঃ পরঃ পুরুষার্থো নাসৌ বেদশাস্ত্রাধ্যয়ন-বাহুল্যেন প্রবচনেন লভ্যঃ। তথা মেধয়া গ্রন্থার্থধারণশক্ত্যা। ন বহুনা শ্রুতেন নাপি ভূয়সা শ্রবণেনেত্যর্থঃ। কেন তর্হি লভ্য ইত্যুচ্যতে। যমেব পরমাত্মানমেষ বিদ্বান্ বৃণুতে প্রাপ্তুমিচ্ছতি তেন বরণেনৈষ পরমাত্মা লভ্যঃ নান্যেন সাধনান্তরেণ নিত্য-লব্ধস্বভাবত্বাৎ। কীদৃশো'হসৌ বিদুষ আত্মলাভ ইত্যুচ্যতে। তস্যৈষ আত্মাবিদ্যাসংছন্নাং স্বাং পরাং তনুং স্বাত্মতত্ত্বস্বরূপাং বিবৃণুতে প্রকাশয়তি, প্রকাশ ইব ঘটাদির্বিদ্যায়াং সত্যামাবির্ভব তীত্যর্থঃ॥ ৩॥

যে আত্মার কথা বিবৃত হইল, যাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে পরম-পুরুষার্থ সংসাধিত হয়, বেদাধ্যয়ন দ্বারা সেই আত্মাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না; গ্রন্থার্থ-ধারণ-সামর্থ্য ও ভূরি বেদবাক্যশ্রবণ দ্বারাও তাঁহাকে লাভ করা যাইতে পারে না। যে সুধী সেই পরমাত্মলাভের অভিলাষী, তিনিই কেবল আত্ম-তত্ত্বানুসন্ধান দ্বারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে পারেন; অন্য উপায়ে নহে। যিনি নিরন্তর আত্মতত্ত্বানুসন্ধানে নিরত, আত্মা নিজেই তৎসকাশে স্বীয় স্বরূপ প্রকাশ করেন॥ ৩॥

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো ন চ প্রমাদাত্তপসো বাপ্য-লিঙ্গাৎ। এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বাংস্তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম॥ ৪॥

তস্মাদন্য-ত্যাগেনাত্মলাভপ্রার্থনৈবাত্মলাভ-সাধনমিত্যর্থঃ। আত্মপ্রার্থনাসহায়ভূতান্যেতানি চ সাধনানি বলাপ্রমাদতপাংসি লিঙ্গযুক্তানি সন্ন্যাসসহিতানি। যস্মাদয়মাত্মা বলহীনেন বল-

প্রহীণেনাত্মনিষ্ঠাজনিতবীর্য্যহীনেন ন লভ্যো নাপি লোকিক-পুত্রপশ্বাদি বিষয়সঙ্গনিমিত্তপ্রমাদাৎ। তথা তপসো বা অলিঙ্গাৎ লিঙ্গরহিতাৎ। তপোঽত্র জ্ঞানম্। লিঙ্গং সন্ন্যাসঃ সন্ন্যাসরহিতাৎ জ্ঞানান্ন লভ্যত ইত্যর্থঃ। এতৈরুপায়ৈর্বলাপ্রমাদসন্ন্যাসজ্ঞানৈর্যতত্তে তৎপরঃ সন্ প্রযতত্তে যস্তু বিদ্বান্ বিবেকী আত্মবিৎ তস্য বিদুষঃ এষ আত্মা বিশতে সম্প্রবিশতি ব্রহ্মধাম ॥ ৪ ॥

অন্যকার্য্য বিসর্জ্জন করত কেবলমাত্র আত্মপ্রাপ্তি-বাসনাই আত্মলাভের কারণ, কিন্তু আরও তিনটি সাধন ইহার সহায় আছে। সেই তিনটি সাধন বল, অপ্রমাদ ও তপস্যা। আত্ম-নিষ্ঠাজনিত বীর্য্য যাহার নাই, পুত্র, পশু প্রভৃতিতে যাহারা নিরন্তর প্রমত্ত, যাহারা সন্ন্যাসবিহীন জ্ঞানযুক্ত, আত্মলাভে তাহারা সক্ষম নহে। যে বিচক্ষণ বিবেকী বল, অপ্রমাদ ও সন্ন্যাসবিহীন জ্ঞান এই তিনের সাহায্যে আত্মলাভে যত্নবান্ হন, তিনিই ব্রহ্ম লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন ॥ ৪ ॥

সংপ্রাপ্যৈনমৃষয়ো জ্ঞানতৃপ্তাঃ কৃতাত্মানো বীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ। তে সর্ব্বগং সর্ব্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানঃ সর্ব্বমেবা-বিশন্তি ॥ ৫ ॥

কথং ব্রহ্ম সংবিশত ইত্যুচ্যতে। সংপ্রাপ্য সমবগম্যৈনমাত্মান-মৃষয়ো দর্শনবন্তস্তেনৈব জ্ঞানেন তৃপ্তা ন বাহ্যেন তৃপ্তিসাধনেন শরীরোপচয়কারণেন। কৃতাত্মানঃ পরমাত্মস্বরূপেণৈব নিষ্পন্না-ত্মানঃ সন্তঃ। বীতরাগা বিগতরাগাদিদোষাঃ। প্রশান্তা উপরতেন্দ্রিয়াঃ। ত এবম্ভূতাঃ সর্ব্বগং সর্ব্বব্যাপিনমাকাশবৎ সর্ব্বতঃ সর্ব্বত্র প্রাপ্য নোপাধিপরিচ্ছিন্নেনৈকদেশেন। কিন্তর্হি ব্রহ্মৈবাদ্বয়-

মাত্মানমেব প্রাপ্য ধীরা অত্যন্তবিবেকিনো যুক্তাত্মানো নিত্যং সমাহিতস্বভাবাঃ সর্ব্বমেব সমস্তং শরীরপাতকালে প্রবিশন্তি ভিন্নে ঘটে ঘটাকাশবদবিদ্যাকৃতোপাধিপরিচ্ছেদং জহতি। এবং ব্রহ্মবিদো ব্রহ্মধাম প্রবিশন্তি ॥ ৫ ॥

যে সকল ঋষি জ্ঞানপরিতৃপ্ত, কৃতকৃত্য, দর্শনবান্, অতীব বিবেকী ও নিত্য সমাহিতচিত্ত, তাহারা রাগাদি দোষবর্জ্জিত ও উপরতেন্দ্রিয় হইয়া সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মপদার্থে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন অর্থাৎ ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকেন ॥ ৫ ॥

বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ সন্ন্যাসযোগাদ্‌যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ।
তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে ॥ ৬ ॥

কিঞ্চ, বেদান্তজনিতবিজ্ঞানং বেদান্তবিজ্ঞানং তস্যার্থঃ পরমাত্মা বিজ্ঞেয়ঃ সোঽর্থঃ সুনিশ্চিতঃ যেষাং তে বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ। তে চ সন্ন্যাসযোগাৎ সর্ব্বকর্ম্মপরিত্যাগলক্ষণযোগাৎ কেবলব্রহ্মনিষ্ঠাস্বরূপাদ্‌যোগাদ্‌যতয়ো যতনশীলাঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ শুদ্ধং সত্ত্বং যেষাং সন্ন্যাসযোগাত্তে শুদ্ধসত্ত্বাঃ তে ব্রহ্মলোকেষু। সংসারিণাং যে মরণকালাস্তে অপরান্তাস্তানপেক্ষ্য মুমুক্ষূণাং সংসারাবসানে দেহপরিত্যাগকালঃ পরান্তকালস্তস্মিন্ পরান্তকালে সাধকানাং বহুত্বাদ্‌ব্রহ্মৈব লোকঃ ব্রহ্মলোকঃ একোঽপ্যনেকবদ্দৃশ্যতে প্রাপ্যতে বা। অতো বহুবচনং ব্রহ্মলোকেষ্বিতি ব্রহ্মণীত্যর্থঃ। পরামৃতাঃ পরমমৃতমমরণধর্ম্মকং ব্রহ্মাত্মভূতং যেষাং তে পরামৃতাঃ জীবন্ত এব ব্রহ্মভূতাঃ পরামৃতাঃ সন্তঃ পরিমুচ্যন্তি পরি সমন্তাৎ প্রদীপনির্ব্বাণবদ্‌ঘটাকাশবৎ

নির্বৃতিমুপযান্তি পরিমুচ্যন্তি পরি সমন্তান্মুচ্যন্তে সর্ব্বে ন দেশান্তরং গন্তব্যমপেক্ষন্তে। "শকুনীনামিবাকাশে জলে বারিচরস্য চ। পদং যথা ন দৃশ্যেত তথা জ্ঞানবতাং গতিঃ।" অনধ্বগা অধ্বসু পারয়িষ্ণব ইতি শ্রুতিস্মৃতিভ্যো দেশপরিচ্ছিন্না হি গতিঃ সংসারবিষয়ৈব পরিচ্ছিন্নসাধনসাধ্যত্বাৎ। ব্রহ্ম তু সমস্তত্বান্ন দেশপরিচ্ছেদেন গন্তব্যম্। যদি হি দেশপরিচ্ছিন্নং ব্রহ্ম স্যান্মূর্ত্তদ্রব্যবদাদ্যন্তবদন্যাশ্রিতং সাবয়বনিত্যং কৃতকঞ্চ স্যাৎ। ন ত্বেবংবিধং ব্রহ্ম ভবিতুমর্হতি। অতস্তৎপ্রাপ্তিশ্চ নৈব দেশপরিচ্ছিন্না ভবিতুং যুক্তা। অপি চাবিদ্যাদিসংসারবন্ধাপনয়নমেব মোক্ষমিচ্ছন্তি ব্রহ্মবিদো ন তু কার্য্যভূতম্ ॥ ৬ ॥

বেদান্তবিজ্ঞানপ্রভাবে যাঁহাদিগের পরমার্থ সুনিশ্চিত হইয়াছে, যাঁহারা সর্ব্বকার্য্যবিসর্জ্জনস্বরূপ সন্ন্যাসযোগে যত্নবান্ ও সন্ন্যাসযোগপ্রভাবে যাঁহারা বিশুদ্ধহৃদয় হইয়াছেন, জীবিতাবস্থাতে তাঁহারা ব্রহ্মস্বরূপত্ব লাভ করত মুক্ত হইয়া থাকেন ॥ ৬ ॥

গতাঃ কলাঃ পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠা দেবাশ্চ সর্ব্বে প্রতিদেবতাসু। কর্ম্মাণি বিজ্ঞানময়শ্চ আত্মা পরেঽব্যয়ে সর্ব্ব একীভবন্তি ॥ ৭ ॥

কিঞ্চ, মোক্ষকালে যা দেহারম্ভিকাঃ কলাঃ প্রাণাদ্যাস্তাঃ স্বাং স্বাং প্রতিষ্ঠাঙ্গতাঃ স্বং স্বং কারণং গতা ভবন্তীত্যর্থঃ। প্রতিষ্ঠা ইতি দ্বিতীয়াবহুবচনম্। পঞ্চদশ পঞ্চদশসঙ্খ্যাকা যা অন্ত্যপ্রশ্নপরিপঠিতাঃ প্রসিদ্ধা দেবাশ্চ দেহাশ্রয়াশ্চক্ষুরাদিকরণস্থাঃ সর্ব্বে প্রতিদেবতাস্বাদিত্যাদিষু গতা ভবন্তীত্যর্থঃ। যানি চ মুমুক্ষুণা

কৃতানি কর্ম্মাণ্যপ্রবৃত্তফলানি, প্রবৃত্তফলানামুপভোগেনৈব ক্ষীয়মাণত্বাদ্বিজ্ঞানময়শ্চাত্মাবিদ্যাকৃতবুদ্ধ্যাদ্যুপাধিমাত্মত্বেন যথা জলাদিষু সূর্য্যাদিপ্রতিবিম্ববদিহ প্রবিষ্টো দেহভেদেষু কর্ম্মণাং তৎফলার্থত্বাৎ সহ তেনৈব বিজ্ঞানময়েনাত্মনা। অতো বিজ্ঞানময়ো বিজ্ঞানপ্রায়ঃ। তে এতে কর্ম্মাণি বিজ্ঞানময়শ্চাত্মোপাধ্যপনয়ে সতি পরেঽব্যয়েঽনন্তেঽক্ষয়ে ব্রহ্মণ্যাকাশকল্পেঽজেঽজরেঽমৃতেঽভয়েঽপূর্ব্বেঽনপরেঽনন্তরেঽবাহ্যেঽদ্বয়ে শিবে শান্তে সর্ব্বে একীভবন্ত্যবিশেষতাং গচ্ছন্ত্যেকত্বমাপদ্যন্তে, জলাদ্যাধারাপনয় ইব সূর্য্যাদিপ্রতিবিম্বাঃ সূর্য্যে ঘটাদ্যপনয় ইবাকাশে ঘটাদ্যাকাশাঃ ॥ ৭ ॥

ব্রহ্মজ্ঞ সুধীগণ ভববন্ধনের হেতু অবিদ্যাদির দূরীকরণকেই মোক্ষ বলিয়া বর্ণন করেন। মোক্ষ কোন কার্য্যভূত নহে। মোক্ষসময়ে শরীরের আরম্ভক প্রাণাদি কলা সমূহ নিজ নিজ হেতুতে বিলীন হইয়া যায় এবং পঞ্চদশ-সংখ্যক শরীরাশ্রয় নেত্রাদিকরণস্থিত সুরগণ ও আদিত্যাদি সুরগণে লয় প্রাপ্ত হয়। মুমুক্ষু ব্যক্তি যে সকল কার্য্যানুষ্ঠান করিয়াছেন, যাহার ফল অপ্রবৃত্তিই আছে, সেই সকল কার্য্য এবং বিজ্ঞানময় আত্মা অর্থাৎ অবিদ্যাকৃত বুদ্ধ্যাদি উপাধিবিশিষ্ট আত্মা শ্রেষ্ঠ, অব্যয়, অনন্ত, অক্ষর, গগনবৎ ব্যাপী, অজ, অজর, অমর, ভয়হীন, অপূর্ব্ব, অনপর, অনন্তর, অবাহ্য, অদ্বয়, কল্যাণময়, শান্ত ব্রহ্মে একীভূত হয়, কোনই প্রভেদ থাকে না ॥ ৭ ॥

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥ ৮

কিঞ্চ, যথা নদ্যো গঙ্গাদ্যাঃ স্যন্দমানা গচ্ছন্ত্যঃ সমুদ্রে সমুদ্রং প্রাপ্যাস্তমদর্শনমবিশেষাত্মভাবং গচ্ছন্তি প্রাপ্নুবন্তি নাম চ রূপঞ্চ নামরূপে বিহায় হিত্বা, তথাবিদ্যাকৃতনামরূপাদ্বিমুক্তঃ সন্ বিদ্বান্ পরাদক্ষরাৎ পূর্ব্বোক্তাৎ পরং দিব্যং পুরুষং যথোক্তলক্ষণমুপৈত্যুপগচ্ছতি ॥ ৮ ॥

যে প্রকার গঙ্গাদি প্রবাহিণী সমুদয় প্রবাহিত হইতে হইতে নানারূপ নাম ও নানারূপ আকৃতি পরিগ্রহ করে, কিন্তু যৎকালে সাগরের সহিত মিলিয়া যায়, তৎকালে আর তাহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন নাম ও আকৃতি থাকে না, সেইরূপ জ্ঞানী ব্যক্তিও অবিদ্যাকৃত নাম ও রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পূর্ব্বকথিত পরম অক্ষর হইতেও পর দিব্য পুরুষকে লাভ করিয়া থাকেন অর্থাৎ পরমাত্মাকে লাভ করেন ॥ ৮ ॥

স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি নাস্যাব্রহ্মবিৎকুলে ভবতি। তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোঽমৃতো ভবতি ॥ ৯ ॥

ননু শ্রেয়স্যনেকে বিঘ্নাঃ প্রসিদ্ধা অতঃ ক্লেশানামন্যতমেনান্যেন বা দেবাদিনা চ বিঘ্নিতো ব্রহ্মবিদপ্যন্যাং গতিং মৃতো গচ্ছতি ন ব্রহ্মৈব। ন, বিদ্যয়ৈব সর্ব্বপ্রতিবন্ধস্যাপনীতত্বাৎ। অবিদ্যাপ্রতিবন্ধমাত্রো হি মোক্ষো নান্যঃ প্রতিবন্ধঃ নিত্যত্বাদাত্মভূতত্বাচ্চ। তস্মাৎ স যঃ কশ্চিদ্ধ বৈ লোকে তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ সাক্ষাদহমেবাস্মীতি, স নান্যাং গতিং গচ্ছতি। দেবৈরপি তস্য ব্রহ্মপ্রাপ্তিং প্রতি বিঘ্নো ন শক্যতে কর্ত্তুম্। আত্মা হ্যেষাং স ভবতি তস্মাদ্ব্রহ্ম বিদ্বান্ ব্রহ্মৈব ভবতি। কিঞ্চ, নাস্য বিদুষো-

ৎ ব্রহ্মবিৎকুলে ভবতি, কিঞ্চ, তরতি শোকমনেকেষ্টবৈকল্যনিমিত্তং মানসং সন্তাপং জীবন্নেবাতিক্রান্তো ভবতি। তরতি পাপ্মানং ধর্ম্মাধর্ম্মাখ্যং গুহাগ্রন্থিভ্যো হৃদয়াবিদ্যাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তঃ সন্নমৃতো ভবতীত্যুক্তমেব বিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিরিত্যাদি ॥ ৯ ॥

ইহধামে পরব্রহ্মকে বিদিত হইতে সমর্থ হইলে আর অন্যগতি লাভ করিতে হয় না। সুরবৃন্দও ঈদৃশ ব্যক্তির ব্রহ্মলাভবিষয়ে কোনরূপ বাধা অনুষ্ঠান করিতে সক্ষম নহেন। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্মত্বই লাভ করেন। তাদৃশ ব্রহ্মজ্ঞদের কুলে কদাচ অব্রহ্মজ্ঞের উদ্ভব হয় না। তাদৃশ ব্রহ্মজ্ঞান জীবিত থাকিতেই মানসিক ক্লেশ ও পাতকপুঞ্জ বিনাশ করেন এবং অবিদ্যা-গ্রন্থি ছেদন পূর্ব্বক অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

তদেতদৃচাঽভ্যুক্তং —ক্রিয়াবন্তঃ শ্রোত্রিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ স্বয়ং জুহ্বত একর্ষিং শ্রদ্ধয়ন্তঃ। তেষামেবৈতাং ব্রহ্মবিদ্যাং বদেত শিরোব্রতং বিধিবদ্যৈস্তু চীর্ণম্ ॥ ১০ ॥

অথেদানীং ব্রহ্মবিদ্যাসম্প্রদানবিধ্যুপপ্রদর্শনেনোপসংহারঃ ক্রিয়তে। তদেতদ্বিদ্যাসম্প্রদানবিধানমৃচামন্ত্রেণাভ্যুক্তমভিপ্রকাশিতম্। ক্রিয়াবন্তো যথোক্তকর্ম্মানুষ্ঠানযুক্তাঃ শ্রোত্রিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠা অপরস্মিন্ ব্রহ্মণ্যভিযুক্তাঃ পরব্রহ্মবুভুৎসবঃ স্বয়মেকর্ষিমেকর্ষিনামানমগ্নিং জুহ্বতে জুহ্বতি শ্রদ্ধয়ন্তঃ শ্রদ্দধানাঃ সন্তো যে তেষামেব সংস্কৃতাত্মনাং পাত্রভূতানামেতাং ব্রহ্মবিদ্যাং বদেত ব্রূয়াচ্ছিরোব্রতং শিরস্যগ্নিধারণলক্ষণম্। যথাঽথর্ব্বণানাং বেদব্রতং

প্রসিদ্ধম্। যৈস্তু যৈশ্চ তচ্চীর্ণং বিধিবদ্‌যথাবিধানং তেষা-মেব চ ॥ ১০ ॥

অধুনা ব্রহ্মবিদ্যাবিধি প্রদর্শন করত উপসংহার হইতেছে। পূর্ব্বকথিত ব্রহ্মবিদ্যাদানবিধি এই মন্ত্র দ্বারা বিবৃত হইতেছে।—যে সকল ব্যক্তি ক্রিয়াবান্, বেদজ্ঞ, ব্রহ্মে নিরত ও পরব্রহ্ম বিদিত হইতে অভিলাষী হইয়া স্বয়ং একর্ষি-সংজ্ঞক বহ্নিতে শ্রদ্ধা সহকারে আহুতি প্রদান করেন, তাঁহা-দিগকেই এই ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিবে, যে সকল ব্যক্তি শিরো-ব্রতের আচরণ করেন অর্থাৎ শিরোদেশে বহ্নিধারণরূপ ব্রত করেন, তাঁহাদিগকেও ইহার উপদেশ প্রদান করিবে ॥ ১০ ॥

তদেতৎ সত্যমৃষিরঙ্গিরাঃ পুরোবাচ নৈতদচীর্ণব্রতোঽধীতে। নমঃ পরমঋষিভ্যো নমঃ পরমঋষিভ্যঃ ॥ ১১ ॥

ইতি তৃতীয়মুণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ২ ॥

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিরিতি শান্তিঃ।

ইত্যথর্ব্ববেদীয়া মুণ্ডকোপনিষৎ সমাপ্তা ॥

তদেতদক্ষরং পুরুষং সত্যমৃষিরঙ্গিরা নাম পুরা পূর্ব্বং শৌন-কায় বিধিবদুপসন্নায় পৃষ্টবতে উবাচ। তদ্বদন্যেঽপি তথৈব শ্রেয়োঽর্থিনে মুমুক্ষবে মোক্ষার্থং বিধিবদুপসন্নায় ব্রূয়াদিত্যর্থঃ। নতদ্‌গ্রন্থরূপমচীর্ণব্রতোঽচরিতব্রতো নাপ্যধীতে ন পঠতি। র্ণব্রতস্য হি বিদ্যা ফলায় সংস্কৃতা ভবতীতি। সমাপ্তা ব্রহ্মবিদ্যা, যেভ্যো ব্রহ্মাদিভ্যঃ পারম্পর্য্যক্রমেণ সম্প্রাপ্তা, তেভ্যো নমঃ রমঋষিভ্যঃ। পরমং ব্রহ্ম সাক্ষাদ্দৃষ্টবন্তো যে ব্রহ্মাদয়োঽবগত-

বস্তুশ্চ তে পরমর্ষয়স্তেভ্যো ভূয়োঽপি নমঃ। দ্বির্বচনমত্যাস্তাদরার্থং মুণ্ডকসমাপ্ত্যর্থঞ্চ ॥ ১১ ॥

ইতি তৃতীয়মুণ্ডকোপনিষদ্ভাষ্যে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীমদ্গোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যস্য পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য শ্রীশঙ্করভগবতঃ কৃতাবাথর্ব্বণমুণ্ডকোপনিষদ্ভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

পুরাকালে অঙ্গিরা ঋষি যেরূপ এই সত্যস্বরূপ ও অবিনশ্বর পুরুষবিষয়-বিষয়ক উপদেশ বিধানে সমীপস্থ শৌনক-সকাশে বর্ণনা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ অন্যলোকও অপর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মুমুক্ষু ব্যক্তির নিকট বর্ণন করিবেন। যৎকর্ত্তৃক বিধানানুসারে ব্রত অনুষ্ঠিত হয় নাই, সেরূপ লোক এই গ্রন্থাধ্যয়নে অধিকারী নহে। এই ব্রহ্মবিদ্যা পরিসমাপ্ত হইল। এই বিদ্যা যে ব্রহ্মাদি গুরুপরম্পরায় পরিসমাপ্ত হইয়াছে, সেই ঋষিগণকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি ॥ ১১॥

মুণ্ডকোপনিষৎ সমাপ্ত।

বিখ্যাত উপাখ্যান
"অপূর্ব্ব কারাবাস"
ও
"অপূর্ব্ব সহবাস"
দুই খানি ১৲ একটাকা

ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের ভিন্নতা প্রদর্শন,
উভয়েরই পরিণামের
সুখ-দুঃখের যবনিকা অপসারণ!
সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন উপন্যাস
শ্রীভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত
"রহস্য-মুকুর"
মূল্য ৷৷৵০ দশ আনা।

দামোদর বাবুর স্মৃতির আদর!
"নবীনা" ১৲এক টাকা।
"শম্ভুরাম" ১৷৷০ দেড় টাকা।
ঔপন্যাসিক গ্রন্থকার রুগ্নশয্যায়
এই দুই খানি উপন্যাস
লিখিয়া শ্রমক্লান্ত জীবনের
অবসান করেন, আপনি বঙ্গবাসী,
গ্রন্থকারের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ
গৃহে রাখুন।

জাপের জাগ্রত জীবন!
ইয়ুরোপের
বিলাসিতার বিবর্ত্তে বিভ্রম
"চতুর জাপানী"
মূল্য ৷৵০ ছয় আনা।

উদ্দেশ্যে উৎকণ্ঠা!
মারণ, জারণ, উচ্চাটনের
নৈপুণ্য-প্রকাশের একমাত্র
উপন্যাস,
"অদ্ভুত নিরুদ্দেশ"।
মূল্য ৸০ বার আনা।

কঠিন কোমলে কমনীয়!
অপরিচিত স্থলে
সহায়হীনা, আত্মীয়হীনা
বঙ্গ-রমণীর সতীত্বরক্ষার
অপূর্ব্ব কাহিনী
"সুমতি"
মূল্য ৷৷০ আট আনা।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় লিখিত
"নেপোলিয়ান।"
৩০খানি যুদ্ধের হাফটোন
চিত্রসম্বলিত, মূল্য ২৲ দুই টাকা।

বসুমতী-পুস্তক-বিভাগ—১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীমদ্ভাগবত দশম-স্কন্ধান্তর্গত সটীক সানুবাদ

শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়।

ভগবানের রাসলীলা এই গ্রন্থে বর্ণিত। ভক্তের ইহা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ, প্রেমিকের কণ্ঠহার, সাধকের সাধনের ধন। বাঙ্গালা অনুবাদ, প্রেমভক্তি পূর্ণ। মূল্য ১৲ স্থলে ৷৷০ আট আনা মাত্র।

আনন্দের চিরসঙ্গী।

বালকবালিকা—যুবক-যুবতীর
সুখপাঠ্য উপন্যাস
"শতগল্প"
১০০টী গল্প একাধারে,
মূল্য ৷৷৵০ বার আনা।

মরণ-সমস্যার সমাধান।
জড়ের জীবনীশক্তি মূল ব্যাখ্যার
মোহময়—মনোময়—প্রাণময়
উপন্যাস
"মোহময়ী"
দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ, মূল্য ১৲ টাকা

ভূতের ভৈরব আবেশ।
"ভূতের জাহাজ"
প্রেমীর পিশাচ-খেলা।
৩খণ্ডে সম্পূর্ণ, মূল্য ১৲ টাকা।

সাহারার স্বরূপ।
"মরুবাসিনী"
২খণ্ডে সম্পূর্ণ, মূল্য ১৲ একটাকা

আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে
যুদ্ধ-কলা-কৌশলপূর্ণ রণতরী
নির্ম্মাণের ভ্রম
"নির্ব্বাসিতা"
মূল্য ।৵০ ছয় আনা।

ইংলণ্ডের উন্নতিতে জাতি শত্রু
জর্ম্মণীর স্পর্দ্ধা, 'ড মসেন'
কাহিনীপূর্ণ
"সেবিল"
মূল্য ।৵০ ছয় আনা।

কাশ্মীরের কমনীয় কামিনী—
স্বর্গ-সুন্দরীর সৌন্দর্য্য
বাঙ্গালীর বিপুল বীরত্ব
"কাশ্মীরে বাঙ্গালী যুবক"
মূল্য ৷৷৵০ বার আনা।

B L. 122
2 অঙ্ক 72-1912

নারায়ণকৃতদীপিকা

নাদবিন্দুপনিষৎ

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদিত।

মূল্য ৵০ এক আনা।

নাদবিন্দূপনিষৎ

নারায়ণকৃত-দীপিকাসমেতা ।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ-মুখোপাধ্যায়েন সম্পাদিতা

কলিকাতা-রাজধান্যাং ;

১১৫।৪ নং গ্রে-ষ্ট্রীটস্থ "বসুমতী-যন্ত্রে"

শ্রীপূর্ণচন্দ্র-মুখোপাধ্যায়েন মুদ্রিতা প্রকাশিতা চ ।

১৩১৮

LIBRARY
AUG. 3.

॥ ও ॥ তৎ সৎ ॥ ওঁ ॥

ঋগ্বেদীয়-

নাদবিন্দূপনিষৎ

॥ ওঁ ॥ পরমাত্মনে নমঃ ॥ ওঁ ॥

ও অকারো দক্ষিণঃ পক্ষ উকারস্তুত্তরঃ স্মৃতঃ।
মকারস্তস্য পুচ্ছং বা অৰ্দ্ধমাত্রা শিরস্তথা॥ ১ ॥

নাদবিন্দূপনিষদো দীপিকা।
প্রণবঃ পঞ্চধাকারোকারমৈর্বিন্দুনাদয়ুক্।
অন্ত্যো নাদস্ততো বর্ণস্থিখণ্ডে নাদবিন্দুনি ॥

তত্রাস্থমাত্রত্রয়ং সাৰ্দ্ধমাত্রহংসাভিধানপক্ষিরূপকেণ তাবদ্বিবিনক্তি ওঁ অকার ইতি। পক্ষঃ পতত্রং যেন পক্ষীত্যুচ্যতে, পুচ্ছং অন্ত্যত্বাৎ। বৈ প্রসিদ্ধৌ। শিরঃ উত্তমাঙ্গম্ উৰ্দ্ধলোকফলত্বাৎ॥ ১।

প্রণবকে হংসাখ্য পক্ষিরূপে বর্ণন করা হইতেছে।—প্রণব অর্থাৎ ওঙ্কার, অ, উ, ম এবং অৰ্দ্ধমাত্রা স্বরূপ। * অকার এই হংসরূপী প্রণবের দক্ষিণ পক্ষ, উকার বাম পক্ষ, মকার পুচ্ছ এবং অৰ্দ্ধমাত্রা শিরঃস্বরূপ॥ ১ ॥

* অৰ্দ্ধমাত্রা—নাদবিন্দু।

পাদৌ রজস্তমস্তস্য শরীরং সত্ত্বমুচ্যতে।
ধর্ম্মশ্চ দক্ষিণং চক্ষুরধর্ম্মশ্চোত্তরং স্মৃতম্ ॥ ২ ॥
ভূর্লোকঃ পাদয়োস্তস্য ভুবর্লোকস্তু জানুনোঃ।
স্বর্লোকঃ কটিদেশে তু নাভিদেশে মহর্জ্জগৎ ॥ ৩ ॥
জনলোকস্তু হৃদয়ে কণ্ঠদেশে তপস্ততঃ।
ভ্রুবোর্ল্ললাটমধ্যে তু সত্যলোকো ব্যবস্থিতঃ ॥ ৪ ॥

রজস্তমঃ পাদৌ অধস্ত্বসামান্যাৎ। সত্ত্বং শরীরং সর্ব্বাধারত্বাৎ। ধর্ম্মাধর্ম্মৌ চক্ষুষী গতিহেতুত্বাৎ ॥ ২ ॥

সপ্ত লোকান্ হংসশরীরে বিভজ্য দর্শয়তি ভূর্লোক ইত্যাদিনা। উত্তরাধর্য্যসাম্যাৎ ভূরাদীনাং পাদাদ্যাশ্রয়ত্বম্। ভুবর্লোক ইতি। ভুবশ্চ মহাব্যাহৃতেরিতি সকারস্য উত্বরেফয়োর্ব্বিধানাৎ উত্বপক্ষে উত্বে গুণে চ রূপম্। মহর্জ্জগৎ মহর্লোকঃ ॥ ৩ ॥

ভ্রুবোর্ল্ললাটমধ্যে চ সত্যলোকঃ, তু চার্থে ॥ ৪ ॥

রজঃ ও তমোগুণ ঐ হংসরূপী ওঙ্কারের পাদ, সত্ত্বগুণ দেহ, ধর্ম্ম দক্ষিণ চক্ষু এবং অধর্ম্ম উহার বামচক্ষুস্বরূপ। ভূর্লোক উহার পাদদেশে, ভুবর্লোক জানুতে, স্বর্লোক কটিতে, মহর্লোক নাভিস্থলে, জনলোক হৃৎপ্রদেশে, তপোলোক কণ্ঠে এবং সত্যলোক উহার ভ্রূ ও ললাটের মধ্যভাগে সংস্থিত ॥ ২-৪ ॥

সহস্রাক্ষমিতি চাত্র মন্ত্র এব প্রদর্শিতঃ।
এবমেনং সমারূঢ়ো হংসং যোগবিচক্ষণঃ ॥ ৫ ॥

সহস্রাক্ষমিতি চাত্র মন্ত্র এব প্রদর্শিতঃ। সম্প্রতি রূপেণ স যথা—"সহস্রাক্ষং বিযতাবস্য পক্ষৌ হরেহ'ংসস্য পততঃ স্বর্গম্। সদেবাসুরস্যুপদধ্য সাক্ষী সম্পশ্যন্ যাতি ভুবনানি বিশ্বা ইতি"। স্বশাখাযাং পূর্ব্বকাণ্ডে গতত্বাৎ সম্পূর্ণো নোদাহৃতঃ। অস্যার্থঃ, সহস্রমক্ষাণি কিরণাঃ যস্য স সহস্রাক্ষঃ সূর্য্যঃ এক ঋষিঃ, স চ মূর্দ্ধাধিষ্ঠানঃ। তদুক্তং প্রাণাগ্নিহোত্রে,—"তত্র সূর্য্যোঽগ্নির্নাম সূর্য্যমণ্ডলাকৃতিঃ সহস্ররশ্মিভিঃ পরিবৃত এক ঋষির্ভূত্বা মূর্দ্ধ্নি তিষ্ঠতি ইতি"। তমহ'তি সহস্রাক্ষং স্বর্গং দ্যুলোকং পততঃ গচ্ছতঃ অস্য হরেঃ বিষ্ণুরূপস্য, ওঙ্কাররূপস্য বিযতৌ পূর্ব্বাপরাবকাশভাগৌ অকারোকাররূপৌ পতত্রে জ্ঞাতব্যৌ, স ওঙ্কারঃ সর্ব্বান্ দেবান্ সাত্ত্বিকান্ উরসি হৃদয়ে সত্ত্বরূপে উপদধ্য নিধায় বিশ্বানি ভুবনানি সাক্ষাৎ পশ্যন্ যাতি শাশ্বতং ব্রহ্মলোকপর্য্যন্তম্। তদারূঢ উপাসকোঽপি তদ্‌যাতীতি ভাবঃ। সমারূঢস্তু চ্চিন্তনাৎ॥ ৫॥

"সহস্রাক্ষ" এই মন্ত্রে প্রণবের হংসরূপ বর্ণনা প্রকটিত হইয়াছে। ঐ মন্ত্র স্বীয় শাখার পূর্ব্বকাণ্ডে উল্লিখিত হইয়াছে, এই হেতু আর অধুনা পুনরুক্ত হইল না। যোগজ্ঞ সুধী ব্যক্তি পূর্ব্বকথিতরূপ হংসরূপী প্রণবকে অবলম্বন পূর্ব্বক নিরন্তর চিন্তা করিবেন॥ ৫॥

ন বধ্যতে কর্ম্মচারী পাপকোটিশতৈরপি।
আগ্নেয়ী প্রথমা মাত্রা বায়ব্যৈষা বশানুগা॥ ৬॥
ভানুমণ্ডলসঙ্কাশা ভবেন্মাত্রা তথোত্তরা।
পরমা চার্দ্ধমাত্রা চ বারুণীং তাং বিদুর্ব্বুধাঃ॥ ৭

ওঙ্কারস্য হংসরূপেণোপাসনাং ফলঞ্চোক্ত্বা চতসৃণাং মাত্রাণাং দেবতামাহ আগ্নেয়ীতি। এষা মধ্যবৃত্তিত্বাদুভয়োঃ বশানুগা বশবর্ত্তিনী। উত্তরা মকারাখ্যা ভানুমণ্ডলসঙ্কাশা অর্থাৎ ভানু-দেবত্যা। অর্দ্ধমাত্রা চতুর্থী ॥ ৬—৭ ॥

যিনি হংসরূপী প্রণবের আরাধনা করেন, কোটিপাতকের অনুষ্ঠান করিলেও তাঁহাকে পাতকে পরিলিপ্ত হইতে হয় না। হংসরূপে প্রণবের আরাধনা ও আরাধনার ফল বলিয়া অধুনা প্রণবের চারিটি মাত্রার দেবতা বলা যাইতেছে।—অগ্নি প্রণবের প্রথম মাত্রা অকারের দেবতা বায়ু দ্বিতীয় মাত্রা উকারের দেবতা। এই দ্বিতীয় মাত্রা মধ্যস্থিতা, এ হেতু প্রথম মাত্রা ও তৃতীয় মাত্রার বশগা। তৃতীয় মাত্রা মকারের দেবতা সূর্য্য, এই মাত্রা আদিত্যমণ্ডলবৎ দীপ্তিমতী। বরুণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট অর্দ্ধমাত্রার দেবতা ॥ ৬-৭ ॥

কলাত্রয়াননা বাপি তাসাং মাত্রা প্রতিষ্ঠিতা।
এষ ওঙ্কার আখ্যাতো ধারণাভির্নিবোধত ॥ ৮ ॥
ঘোষিণী প্রথমা মাত্রা বিদ্যুন্মালা তথা পরা।
পতঙ্গী চ তৃতীয়া স্যাচ্চতুর্থী বায়ুবেগিনী ॥ ৯ ॥
পঞ্চমী নামধেয়া চ ষষ্ঠী চৈন্দ্রী বিধীয়তে।
সপ্তমী বৈষ্ণবী নাম শাঙ্করী চ তথাষ্টমী ॥ ১০ ॥

ইদানীং চতসৃণামুদাত্তাদিভেদেন লক্ষণং প্রত্যেকং তিস্রস্তিস্রো মাত্রা দর্শয়িতুমাহ কলাত্রয়াননা বেতি। বা-শব্দশ্চার্থে তাসাং চতসৃণাং মাত্রাণাং মধ্যে একৈকা মাত্রা কলাত্রয়াননা চ

প্রতিষ্ঠিতা নিশ্চিতা কলাত্রয়েণ মাত্রাত্রয়েণ আননং প্রাণনং যস্যাঃ সা, মাত্রাত্রয়শরীরা ইত্যর্থঃ। অথ ইত্যুপসংহারঃ। ইদানীং দ্বাদশানাং কলানাং মধ্যে স্থানতো নামতশ্চিন্তারূপাং ধারণাং দর্শয়তি ধারণাভিরিতি॥ ৮॥

ঘোষঃ প্রজ্ঞা তৎযুক্তা ঘোষিণী, বিদ্যুন্মালী যক্ষরাজঃ তল্লোক-প্রদা বিদ্যুন্মালা, পতঙ্গী পক্ষিণী, আকাশগতিপ্রদত্বাৎ বায়ু-বেগিনী শীঘ্রগতিপ্রদা॥ ৯॥

নামধেয়া পিতৃলোকপ্রদত্বাৎ। পিতরো হি নামভিরিজ্যন্তে, "যন্নাম্না পাতয়েৎ পিণ্ডং তং নয়েৎ ব্রহ্ম শাশ্বতম্" ইত্যুক্তেঃ। ঐন্দ্রী ইন্দ্রসাযুজ্যপ্রদত্বাৎ, বৈষ্ণবী বিষ্ণুলোকপ্রদত্বাৎ, শাঙ্করী শিব-লোকপ্রদত্বাৎ॥ ১০॥

এই চারিটি মাত্রার মধ্যে প্রত্যেক মাত্রারই তিন তিনটি করিয়া কলা আছে অর্থাৎ প্রত্যেকটিই তিন তিনটি মাত্রাসম্পন্ন অতএব প্রণব দ্বাদশমাত্রাসম্পন্ন। হংসরূপী প্রণবের ব্যাখ্যা বিবৃত হইল, অধুনা এই দ্বাদশ মাত্রার স্থান-ভেদে ও নাম-ভেদে চিন্তার বিষয় বিদিত হও। এই দ্বাদশ মাত্রার মধ্যে প্রথম মাত্রাকে ঘোষিণী কহে, কারণ, এই মাত্রা আজ্ঞাদাত্রী। দ্বিতীয় মাত্রাকে বিদ্যুন্মালা বলা যায়, কারণ, উহা যক্ষলোক-দাত্রী। তৃতীয়া মাত্রাকে পতঙ্গী কহে; কেন না, উহা খগতি-প্রদায়িনী। চতুর্থী মাত্রা বায়ুবেগিনী নামে অভিহিত, কারণ, উহা শীঘ্রগতিদাত্রী। পঞ্চমী মাত্রাকে নামধেয়া কহে; কেন না, উহা পিতৃলোকদাত্রী। ষষ্ঠী মাত্রার নাম ঐন্দ্রী,

যে হেতু, উহা ইন্দ্র-সাযুজ্য প্রদান করে। সপ্তমী মাত্রা বৈষ্ণবী নামে অভিহিত; কারণ, উহা বিষ্ণুলোকদাত্রী। অষ্টমী মাত্রাকে শাঙ্করী কহে; কেন না, উহা শিবলোক-দাত্রী ॥ ৮-১০ ॥

নবমী মহতী নাম ধ্রুবেতি দশমী মতা।
একাদশী ভবেন্মৌনী ব্রাহ্মীতি দ্বাদশী মতা ॥ ১১ ॥

মহতী মহর্লোকপ্রদত্বাৎ, ধ্রুবা ধ্রুবলোকপ্রদত্বাৎ; মৌনী মুনীনাং লোকং তপোলোকং প্রদদাতি তেন, ব্রাহ্মী ব্রহ্মলোকং গময়তি তেন, ততঃপরন্তু ফলং নাদান্তেন লভ্যতে ॥ ১১ ॥

নবমী মাত্রাকে মহতী বলা যায়, কারণ, উহা মহর্লোক-দাত্রী। দশমী মাত্রাকে ধ্রুবা কহে, কেন না, উহা ধ্রুবলোক-দায়িনী, একাদশী মাত্রার নাম মৌনী; কারণ, উহা তপোলোক-দাত্রী এবং দ্বাদশী মাত্রাকে ব্রাহ্মী কহে। কেন না, উহা ব্রহ্ম-লোকদাত্রী ॥ ১১ ॥

প্রথমায়াস্তু মাত্রায়াং যদি প্রাণৈর্বিযুজ্যতে।
স রাজা ভারতে বর্ষে সার্ব্বভৌমঃ প্রজায়তে ॥ ১২ ॥

ইদানীং তত্তদ্ধারণাসু স্থিতান্তঃকরণস্য প্রাণবিয়োগে ফল-বিশেষং নামভিঃ সূচিতুমাহ প্রথমায়ামিত্যাদিনা ॥ ১২ ॥

উল্লিখিত দ্বাদশ মাত্রার মধ্যে কোন্ মাত্রার ধ্যানকালে প্রাণবিয়োগ হইলে কি ফল হয়, অধুনা তাহাই বিবৃত হই-

তেছে।—প্রথম মাত্রার চিন্তাকালে প্রাণবিয়োগ হইলে ভারত-ভূমে জন্মলাভ করিয়া সার্ব্বভৌম নরপতি হইতে পারে॥ ১২

দ্বিতীয়ায়াং সমুৎক্রান্তো ভবেদ্‌যক্ষো মহাত্মবান্।
বিদ্যাধরস্তৃতীয়ায়াং গন্ধর্ব্বস্তু চতুর্থিকাম্॥ ১৩॥
পঞ্চম্যামথ মাত্রায়াং তদি প্রাণৈর্ব্বিযুজ্যতে।
উষিতঃ সহদেবত্বং সোমলোকে মহীয়তে॥ ১৪॥

চতুর্থিকাং প্রাপ্য সমুৎক্রান্ত ইত্যন্বয়ঃ। দেবত্বং প্রাপ্য সহ দেবৈঃ উষিতঃ সন্ ব্রহ্মলোকং শাশ্বতং ব্রহ্মায়ুঃপরিমিতম্॥ ১৩-১৪॥

যে ব্যক্তি দ্বিতীয় মাত্রার ধারণাকালে প্রাণত্যাগ করে, সেই সাধক মহত্ত্বশালী যক্ষ হইয়া জন্মগ্রহণ করে। তৃতীয় মাত্রার ধারণকালে প্রাণত্যাগ হইলে গন্ধর্ব্বরূপে জন্ম হয়। যে ব্যক্তি পঞ্চমী মাত্রার চিন্তাকালে দেহত্যাগ করে, সে দেবদেহ লাভ করত চন্দ্রলোকে অর্চ্চিত হয়॥ ১৩-১৪॥

ষষ্ঠ্যামিন্দ্রস্য সাযুজ্যং সপ্তম্যাং বৈষ্ণবং পদম্।
অষ্টম্যাং ব্রজতে রুদ্রং পশূনাঞ্চ পতিস্তথা॥ ১৫॥

যে সাধক ষষ্ঠ মাত্রার ধ্যানকালে প্রাণবিযুক্ত হয়, সে ইন্দ্র-সাযুজ্য, যে সপ্তমী মাত্রা-ধারণকালে প্রাণত্যাগ করে, সে বিষ্ণুপদ এবং যে অষ্টমী মাত্রার ধ্যানকালে দেহত্যাগ করে, সে রুদ্রত্ব বা পশুপতিত্ব লাভ করে॥ ১৫॥

নবম্যাঞ্চ মহর্লোকং দশম্যাঞ্চ ধ্রুবং ব্রজেৎ।
একাদশ্যাং তপোলোকং দ্বাদশ্যাং ব্রহ্ম শাশ্বতম্॥ ১৬॥

নবমী মাত্রার ধারণাসময়ে মৃত্যু হইলে মহর্লোক, দশমী মাত্রার চিন্তাকালে মরিলে ধ্রুবলোক, একাদশী মাত্রার ধ্যানকালে দেহত্যাগ হইলে তপোলোক এবং দ্বাদশী মাত্রার ধ্যানকালে দেহত্যাগ হইলে শাশ্বত ব্রহ্মলাভ হয়॥ ১৬॥

ততঃ পরতরং শুদ্ধং ব্যাপকং নিষ্কলং শিবম্।
সদোদিতং পরং ব্রহ্ম জ্যোতিষামুদয়ো যতঃ॥ ১৭॥

পঞ্চমাক্ষরস্য নাদাত্মস্য বিন্দুনামকস্য ফলমাহ তত ইতি। ততঃ পরতরং পরং ব্রহ্ম ইত্যর্থঃ। জেয়মিতি শেষঃ। পূর্ব্বোক্তং ফলং পরং তস্মাদিদমুৎকৃষ্যতে ইতি। পরতর-, নিষ্কলং কলা দ্বাদশ মাত্রাঃ তদ্বিষয়াতিগং নিষ্কলং, যদ্বা কলাঃ ষোড়শ ষষ্ঠপ্রশ্নোক্তাঃ তদ্রহিতম্, যতো জ্যোতিষাং মন-আদীনাং চক্ষুরাদীনাঞ্চ উদয়ঃ তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ইতি শ্রুতেঃ। কথমিদং লভ্যতে? যদা তদেতদ্ধারণা ভবতি, কিং নাদধারণয়া ফলং মনোলয় এব, তদুক্তম্,—"কাষ্ঠে প্রবর্ত্তিতো বহ্নিঃ কাষ্ঠেন সহ শাম্যতি। নাদে প্রবর্ত্তিতং চিত্তং নাদেন সহ লীয়তে॥" ইতি॥ ১৭॥

যে ব্যক্তি প্রণবের পঞ্চম বর্ণ বিন্দুতে ধারণাসময়ে দেহত্যাগ করে, সে পরম শ্রেষ্ঠ, দ্বাদশ মাত্রার অতীত, শুদ্ধ, সর্ব্বব্যাপী, কল্যাণময়, নিত্য প্রকাশমান ব্রহ্ম লাভ করে। এই পরমব্রহ্ম দ্বারাই অন্তঃকরণ প্রকাশমান হয়॥ ১৭॥

অতীন্দ্রিয়ং গুণাতীতং মনো লীনং যদা ভবেৎ ।
অনৌপম্যস্বভাবঞ্চ যোগযুক্তং তদাদিশেৎ ॥ ১৮ ॥

দ্বাদশান্তে তদেবাহ মনো লীনমিতি । নহু মনোলয়ে মাধ্যমিকবচ্ছূন্যমেব তত্ত্বং ফলং স্যাদিত্যত আহ আদিশেদিতি । যদা মনো লীনং ভবেত্তদা আদিশেৎ উপদিশেৎ গুরুঃ, তদৈব হি পরমোঽধিকারঃ ন তু মনাগপি বিষয়াভিলাষে সতি মুখ্যোঽধিকারঃ । অথবা তদাদিশেৎ লক্ষমিতি কথয়েৎ মধ্যস্থঃ, মধ্যে মনোবিশেষণানি । উপমৈব ঔপম্যং স্বার্থে ষ্যঞ্, ন ঔপম্যং যস্য মনসঃ অনৌপম্যম্, স্বং ভবতি চিন্তয়তি ইতি স্বভাবম্, জীবপরমাত্মনোরৈক্যং যোগঃ তদ্যুক্তম্ অথবা যোগঃ চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ তদ্যুক্তম্, অথবা যোগযুক্তস্য মনসঃ কিং লক্ষণম্, যত আহ মন ইতি । যদা মনো লীনং ভবেৎ তথা অনৌপম্যস্বভাবং ভবেৎ তদা যোগযুক্তং প্রাপ্তযোগমিতি আদিশেৎ কথয়েদিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়াতীত, গুণত্রয়াতীত, নিরুপম, ভাবনাবিবর্জ্জিত পদার্থ । এই ব্রহ্মপদার্থে মন লীন হইলেই সেই সাধক যোগ সমন্বিত হয় ॥ ১৮ ॥

তদ্ভক্তস্তৎসমাসক্তঃ শনৈর্মুঞ্চেৎ কলেবরম্ ।
সুস্থিতো যোগচারেণ সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১৯ ॥

তস্মিন্ ভক্তির্যস্য স তদ্ভক্তঃ "ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া" ইত্যুক্তত্বাৎ । তস্মিন্ মনো যস্য তন্মনা অসক্তঃ বিষয়েষু, ছান্দসঃ সন্ধিঃ । অথবা তন্মনাঃ সক্ত ইতি পঠনীয়ম্, সক্তঃ আসক্তস্তত্রৈব । যোগচারেণ যোগমার্গেণ, সুস্থিতঃ সুস্থোভূতঃ ॥ ১৯ ॥

ঈশ্বরে ভক্তিপরায়ণ ও তাঁহাতে আসক্তচিত্ত হইয়া বিষয়াসক্তি, বর্জ্জন করত যোগসাধন দ্বারা স্থির হইয়া দেহত্যাগ করাই সাধকের কর্ত্তব্য ॥ ১৯ ॥

ততো বিলীনপাশোঽসৌ বিমলঃ কেবলঃ প্রভুঃ।
তেনৈব ব্রহ্মভাবেন পরমানন্দমশ্নুতে।
পরমানন্দমশ্নুতে ॥ ২০ ॥

পাশাঃ কর্ম্মাণি, কেবলঃ প্রভুঃ জীবভাবরহিতঃ। দ্বিরুক্তিঃ সমাপ্ত্যর্থা। অত্র প্রণবস্য নাদবিন্দোর্নিরূপণাদকারাদিত্রয়ে সত্যপি প্রাধান্যান্নাদবিন্দূপনিষৎ সংজ্ঞা ॥ ২০ ॥

নারায়ণেন রচিতা শ্রুতিমাত্রোপজীবিনা।
অস্পষ্টপদবাক্যানাং দীপিকা নাদবিন্দুকে ॥
ইতি নাদবিন্দূপনিষদ্দীপিকা।

এইরূপ করিলে সাধক ভববন্ধন পরিমুক্ত হইয়া জীবভাব বিসর্জ্জন পূর্ব্বক একমাত্র সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মভাবে পরমানন্দ সম্ভোগ করেন ॥ ২০ ॥

ইতি ঋগ্বেদগতা নাদবিন্দূপনিষৎ সমাপ্তা ॥

যোগিপ্রবর-মহর্ষি-শ্রীযাজ্ঞবল্ক্য

বিরচিতম্

যোগিযাজ্ঞবল্ক্যম্

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়েন

সম্পাদিতম্

82196 48 ৫০।।

যোগিযাজ্ঞবল্ক্যম্ ।

যোগিপ্রবর-মহর্ষি-শ্রীযাজ্ঞবল্ক্যবিরচিতম্ ।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়েন সম্পাদিতম্

প্রকাশিতঞ্চ ।

দ্বিতীয় সংস্করণম্ ।

কলিকাতারাজধান্যাম্

১১৫।৪ নং গ্রে-ষ্ট্রীটস্থ-বসুমতী-ইলেক্‌ট্রিক-মেসিন-যন্ত্রে

শ্রীপূর্ণচন্দ্র-মুখোপাধ্যায়েন মুদ্রিতম্‌

সন ১৩১৮ সাল।

যোগিযাজ্ঞবল্ক্যম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

যোগতত্ত্বপ্রশ্নঃ।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

যাজ্ঞবল্ক্যং মুনিশ্রেষ্ঠং সর্ব্বজ্ঞং জ্ঞাননির্ম্মলম্।
সর্ব্বশাস্ত্রেষু তত্ত্বজ্ঞং সদা ধ্যানপরায়ণম্॥ ১॥
বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞং যোগে চ পরিনিষ্ঠিতম্।
জিতেন্দ্রিয়ং জিতক্রোধং জিতাহারং জিতাময়ম্॥ ২॥
তপস্বিনং জিতামিত্রং ব্রহ্মণ্যং ব্রাহ্মণপ্রিয়ম্।
তপোবনগতং সৌম্যং সন্ধ্যোপাসনতৎপরম্॥ ৩॥

মুনিগণের অগ্রগণ্য মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য সর্ব্বজ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন। তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা তাঁহার চিত্ত একান্তই নির্ম্মল হইয়াছিল; তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া নিয়তই পরমাত্মার ধ্যানপরায়ণ হইয়া থাকেন। তিনি বেদ ও বেদান্তশাস্ত্রের তত্ত্ব সম্যক্ অবগত ছিলেন, বিশেষতঃ যোগমার্গে তাঁহার একান্ত নিষ্ঠা ছিল। তিনি ইন্দ্রিয়, ক্রোধ, আহার, রোগ ও শত্রুসমূহকে জয় করিয়া ব্রাহ্মণগণের প্রিয় ও তপস্যায় নিরত হইয়া পরব্রহ্ম-চিন্তাতেই নিযুক্ত থাকিতেন। সেই সৌম্যমূর্ত্তি ঋষিপ্রবর তপোবনে অবস্থিত হইয়া সন্ধ্যা ও উপাসনাদি কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। সেই মহাভাগ মহর্ষি

ব্রহ্মবিদ্ভির্মহাভাগৈর্ব্রাহ্মণৈশ্চ সমাবৃতম্।
সর্ব্বভূতময়ং শান্তং সত্যসন্ধং গতক্লমম্॥ ৪।
গুণজ্ঞং সর্ব্বভূতেষু পরার্থৈকপ্রয়োজনম্।
ব্রুবন্তং পরমাত্মানমৃষীণামুগ্রতেজসাম্॥ ৫।
তমেবংগুণসম্পন্নং নারীণামুত্তমা বধূঃ।
মৈত্রেয়ী চ মহাভাগা গার্গী চ ব্রহ্মবিদ্বরা॥ ৬॥
সভামধ্যে গতে তেষাং মুনীনামুগ্রতেজসাম্।
প্রণম্য দণ্ডবদ্ভূমৌ গার্গ্যেতদ্বাক্যমব্রবীৎ॥ ৭॥

গার্গ্যুবাচ।

ভগবন্! সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ সর্ব্বভূতহিতে রত।
যোগতত্ত্বং মম ব্রূহি সাঙ্গোপাঙ্গং বিধানতঃ॥ ৮॥

ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণবর্গে নিয়তই পরিবৃত থাকিতেন। তিনি শান্ত, সত্যনিষ্ঠ, সর্ব্বভূতময় ও সর্ব্বভূতের গুণজ্ঞ ছিলেন। পরের হিতসাধনই তাঁহার জীবনের একমাত্র প্রযোজন ছিল। এবংবিধ গুণসম্পন্ন মহর্ষি একদিন উগ্রতেজা ঋষিগণের নিকট পরমাত্মতত্ত্ব কীর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময়ে নারীশ্রেষ্ঠা মহাভাগা মৈত্রেয়ী ও ব্রহ্মবিদ্গণের অগ্রগণ্যা গার্গী মুনিগণের সভামধ্যে গমন পূর্ব্বক ভূমিতলে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। তৎপরে গার্গী মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে কহিতে লাগিলেন॥ ১-৭॥

গার্গী কহিলেন, হে ভগবন্! আপনি সমস্ত শাস্ত্রের তত্ত্বজ্ঞ, সমস্ত ভূতগণের হিতকর কার্য্যে নিয়তই নিরত, অতএব আপনি আমার প্রার্থনায় বিধিপূর্ব্বক সমস্ত অঙ্গ-সংবলিত যোগতত্ত্ব

এবং পৃষ্টঃ স ভগবান্ সভামধ্যে স্ত্রিয়া তদা।
ঋষীনালোক্য নেত্রাভ্যাং বাক্যমেতদভাষত ॥ ৯ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভদ্রং তে গার্গি ব্রহ্মবিদাং বরে।
বক্ষ্যামি যোগসর্ব্বস্বং ব্রহ্মণা কীর্ত্তিতং পুরা ॥ ১০ ॥
সমাহিতমনা গার্গি শৃণু ত্বং গদতো মম ॥ ১১ ॥
ইত্যুক্ত্বা ব্রহ্মবিচ্ছ্রেষ্ঠো যাজ্ঞবল্ক্যস্তপোনিধিঃ।
নারায়ণং জগন্নাথং সর্ব্বভূতহৃদিস্থিতম্।
বাসুদেবং জগদ্যোনিং যোগিধ্যেয়ং নিরঞ্জনম্ ॥ ১২ ॥
আনন্দমমৃতং নিত্যং পরমাত্মানমীশ্বরম্।
ধ্যায়ন্ হৃদি হৃষীকেশং মনসা সুসমাহিতঃ ॥ ১৩ ॥

কীর্ত্তন করুন ॥ ৮ ॥ ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য তখন সভামধ্যে স্বীয় সহধর্ম্মিণী কর্ত্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া সমবেত ঋষিগণের প্রতি নেত্রপাত পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন ॥ ৯ ॥

ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, হে ব্রহ্মজ্ঞপ্রবরে গার্গি! উঠ, উঠ, তোমার মঙ্গল হউক। পূর্ব্বকালে প্রজাপতি ব্রহ্মা যে যোগসর্ব্বস্ব কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমি তাহাই তোমার নিকট বলিতেছি। আমি যাহা বলিব, তুমি তাহা স্থিরচিত্তে বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিও ॥ ১০-১১ ॥ ব্রহ্মবাদগ্রগণ্য, তপোধন যাজ্ঞবল্ক্য এই বলিয়া সমাহিতচিত্তে সমস্ত ভূতগণের হৃদয়মধ্যে অবস্থিত, যোগিগণের ধ্যেয়, নিরঞ্জন, জগদ্যোনি, জগন্নাথ, বাসুদেব, নারায়ণ, হৃষীকেশ, আনন্দস্বরূপ, মোক্ষপ্রদ, নিত্য, পরমাত্মা

নেত্রাভ্যাং তাং সমালোক্য কৃপয়া বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১৪ ॥
এহ্যেহি গার্গি সর্ব্বজ্ঞে সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদে।
যোগং বক্ষ্যামি তত্ত্বেন যথোক্তং পরমেষ্ঠিনা।
মুনিভিঃ শ্রূয়তামত্র গার্গ্যা সহ সমাহিতৈঃ ॥ ১৫ ॥
পদ্মাসনে সমাসীনং চতুরাননমব্যয়ম্।
চরাচরাণাং স্রষ্টারং ব্রহ্মাণং পরমেষ্ঠিনম্ ॥ ১৬ ॥
কদাচিত্তত্র গত্বাহং স্তুত্বা স্তোত্রৈঃ প্রণম্য চ।
পৃষ্টবানমুমেবার্থং যস্মাৎ ত্বং পরিপৃচ্ছসি ॥ ১৭ ॥
দেবদেব জগন্নাথ চতুর্ম্মুখ পিতামহ।
যেনাহং যামি নির্ব্বাণং কর্ম্মণা মোক্ষমব্যয়ম্ ॥ ১৮ ॥

পরমেশ্বরকে ধ্যান করিয়া নেত্রযুগল দ্বারা সেই গার্গীকে অবলোকন ও তাঁহার প্রতি করুণা প্রকাশ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, আইস, আইস, সর্ব্বজ্ঞানসম্পন্নে গার্গি। আইস, প্রজাপতি ব্রহ্মা যাহা যাহা বলিয়াছেন, আমি তোমার নিকট সেই যোগতত্ত্ব যথাবৎ কীর্ত্তন করিব। এই মহাত্মা মুনিগণও তোমার সহিত তাহা শ্রবণ করুন্ ॥ ১২-১৫ ॥

একদিন চরাচর-জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, চতুরানন, অব্যয়াত্মা, ব্রহ্মা পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া আছেন, এমন সময়ে আমি তাঁহার নিকট গমন পূর্ব্বক প্রণাম ও স্তোত্র, দ্বারা তাঁহার স্তব করিয়া, তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, এই বিষয়ই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলাম,'হে প্রভো! হে জগন্নাথ! হে চতুরানন দেবদেব পিতামহ! যে কর্ম্ম দ্বারা আমি অবিনশ্বর নির্ব্বাণ-মোক্ষ প্রাপ্ত

জ্ঞানঞ্চ পরমং গুহ্যং যথাবদ্‌ব্রূহি মে প্রভো।
ময়ৈবমুক্তো দ্রুহিণঃ স্বয়ম্ভূর্লোকনায়কঃ।
সমালোক্য প্রসন্নাত্মা জ্ঞানকর্ম্মাণ্যভাষত ॥ ১৯ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

জ্ঞানস্য দ্বিবিধৌ জ্ঞেয়ৌ পন্থানৌ বেদচোদিতৌ।
অনুষ্ঠিতৌ তৌ বিদ্বদ্ভিঃ প্রবর্ত্তকনিবর্ত্তকৌ ॥ ২০ ॥
বর্ণাশ্রমোক্তং যৎ কর্ম্ম কামসঙ্কল্পপূর্ব্বকম্‌।
প্রবর্ত্তকং ভবেদেতৎ পুনরাবৃত্তিহেতুকম্‌ ॥ ২১ ॥
কর্ত্তব্যমিতি বিধ্যুক্তং কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতম্‌।
যেন যৎ ক্রিয়তে সম্যক্‌ জ্ঞানযুক্তং নিবর্ত্তকম্‌ ॥ ২২ ॥
নিবর্ত্তকং হি পুরুষং নিবর্ত্তয়তি জন্মতঃ।
প্রবর্ত্তকং হি সর্ব্বত্র পুনরাবৃত্তিহেতুকম্‌ ॥ ২৩ ॥

হইতে পারি, সেই পরম গুহ্যজ্ঞান আমাকে যথাতত্ত্ব প্রকাশ করিয়া বলুন।' আমি এইরূপ বলিলে পরে সেই লোকনাথ স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা প্রসন্ন হইয়া আমার প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক জ্ঞানতত্ত্ব ও কর্ম্মতত্ত্ব উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ১৬-১৯ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, বেদে জ্ঞানলাভের দুইটি পথ উক্ত হইয়াছে, একটির নাম প্রবর্ত্তক ও অন্যের নাম নিবর্ত্তক। বুধগণ এই দুই প্রকার কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন ॥ ২০ ॥ বর্ণাশ্রমে কামনা ও সঙ্কল্প পূর্ব্বক যে সকল অনুষ্ঠানের বিষয় উক্ত হইয়াছে, সেই সমস্তই প্রবর্ত্তক, সেই সমস্তের অনুষ্ঠানই পুনর্জ্জন্মাদির হেতু জানিবে ॥ ২১ ॥ কামনা ও সঙ্কল্প বর্জ্জন পূর্ব্বক কর্ত্তব্য-মাত্র বোধ করিয়া বিধিবিহিত যে কর্ম্মের জ্ঞানপূর্ব্বক সম্যক্‌

বর্ণাশ্রমোক্তং সর্ব্বত্র বিধ্যুক্তং কামবর্জিতম্ ।
বিধিবৎ কুর্ব্বতস্তস্য মুক্তির্গার্গি করে স্থিতা ॥ ২৪ ॥
বর্ণাশ্রমোক্তং কর্ম্মৈব বিধিবৎ কামপূর্ব্বকম্ ।
যেনৈতৎ ক্রিয়তে কর্ম্ম গর্ভবাসঃ করে স্থিতঃ ॥ ২৫ ॥
সংসারভীরুভিস্তস্মাদ্বিধ্যুক্তং কামবর্জ্জিতম্ ।
বিধিবৎ কর্ম্ম কর্ত্তব্যং জ্ঞানেন সহ সর্ব্বশঃ ॥ ২৬ ॥
জ্ঞানাচ্চ ত্রিষু বর্ণেষু আনুলোম্যেন মানবাঃ ।
তে দেবানামৃষীণাঞ্চ পিতৃণামনৃণাস্তথা ॥ ২৭ ॥
ঋষিভ্যো ব্রহ্মচর্য্যেণ পিতৃভ্যশ্চ সুতৈস্তথা ।
কুর্য্যাদ্‌যজ্ঞেন দেবেভ্যঃ স্বাশ্রমং ধর্ম্মমাচরন্ ॥ ২৮ ॥

অনুষ্ঠান করা যায়, তাহাকে নিবর্ত্তক কহে, নিবর্ত্তক-মার্গ পুনর্জ্জন্ম দূর করে এবং প্রবর্ত্তকমার্গ পুনর্জন্মাদির হেতুভূত হয় ॥ ২২-২৩ ॥ হে গার্গি! যে ব্যক্তি কামনা-বর্জ্জিত হইয়া বিধিবিহিত বর্ণাশ্রমোক্ত কর্ম্মসকলের বিধিপূর্ব্বক অনুষ্ঠান করে, মুক্তি তাহার করতলস্থিত সন্দেহ নাই ॥ ২৪ ॥ আর কামনা পূর্ব্বক বর্ণাশ্রমোক্ত কর্ম্মের বিধিপূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিলে তাহার গর্ভবাস অর্থাৎ পুনর্জন্ম করগত জানিবে ॥২৫॥ যাহারা পুনর্জন্মাদি সংসারসাগরের ভয়ঙ্কর দুঃখতরঙ্গ সন্দর্শনে একান্ত ভীত হয়, তাহাদের কামনা-বর্জ্জিত বিহিত কর্ম্মের জ্ঞানপূর্ব্বক অনুষ্ঠান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য ॥ ২৬ ॥ মানবগণ তিন বর্ণেই অনুলোমে অর্থাৎ পর পর ক্রমে জাতি অনুসারে ঋষিগণ, পিতৃঋণ ও দেবঋণ পরিশোধ করিবে ॥ ২৭ ॥ তাহারা স্বকীয় আশ্রমধর্ম্মের আচরণ করিয়া ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা ঋষিগণ, সুতোৎপাদন দ্বারা পিতৃঋণ ও যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা দেবঋণ

চত্বারো ব্রাহ্মণস্যোক্তাস্ত্বাশ্রমাঃ শ্রুতিচোদিতাঃ।
ক্ষত্রিয়স্য ত্রয়ঃ প্রোক্তা দ্বাবেকো বৈশ্যশূদ্রয়োঃ॥ ২৯ ॥
অধীত্য বেদং বেদার্থং সাঙ্গোপাঙ্গং বিধানতঃ।
স্নায়াদ্বিধ্যুক্তমার্গেণ ব্রহ্মচর্য্যব্রতং চরন্॥ ৩০ ॥
সংস্কৃতায়াং সবর্ণায়াং পুত্রমুৎপাদয়েত্ততঃ।
যজেতাগ্নৌ তু বিধিনা ভার্য্যয়া সহ তাং বিনা॥ ৩১ ॥
কান্তারে নির্জ্জনে দেশে ফলমূলোদকান্বিতে।
তপশ্চরন্ বসেন্নিত্যং সাগ্নিহোত্রঃ সমাহিতঃ॥ ৩২ ॥
আত্মন্যগ্নীন্ সমারোপ্য সংন্যসেদ্বিধিনা ততঃ।
সন্ন্যাসাশ্রমসংযুক্তো নিত্যকর্ম্ম সমাচরেৎ॥ ৩৩ ॥
যাবৎ ক্ষেত্রী ভবেত্তাবৎ ত্যজেদাত্মানমাত্মনি॥ ৩৪ ॥

হইতে মুক্ত হইবে ॥ ২৮ ॥ বেদে ব্রাহ্মণের চারি, ক্ষত্রিয়ের তিন, বৈশ্যের দুই ও শূদ্রের এক আশ্রম উক্ত হইয়াছে॥ ২৯ ॥ ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতের আচরণ পূর্ব্বক বিধি অনুসারে অর্থ সহিত বেদ সাঙ্গোপাঙ্গ সমুদায় অধ্যয়ন করিয়া বিধি পূর্ব্বক স্নান করিবে। তদনন্তর সংস্কারশুদ্ধা সবর্ণা পত্নীতে পুত্র উৎপাদন করিয়া তৎপরে ভার্য্যার সহিত অথবা ভার্য্যাবর্জ্জিত হইয়া বিধি-পূর্ব্বক নির্জ্জন, *ফল-মূল-জল-সম্পন্ন* কান্তার-প্রদেশে অবস্থিতি করিয়া, সমাহিতচিত্তে সাগ্নিহোত্র হইয়া তপস্যাচরণ করিবে। অনন্তর সেই ব্যক্তিকে যথানিয়মে শ্রৌতাদি অগ্নি আত্মাতে স্থাপন করিয়া বিধি অনুসারে সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করত নিত্য-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে॥ ৩০-৩৩ ॥ এইরূপে যাবৎ ক্ষেত্রজ্ঞ না হয় অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত পরমাত্মার সহিত সাক্ষাৎকার না হয়, তাবৎ আপন আত্মাকে পরমাত্মায় সমর্পণ করিয়া রাখিবে॥৩৪॥

ক্ষত্রিয়শ্চ চরেদেবমাসন্ন্যাসাশ্রমাৎ সদা।
বানপ্রস্থাশ্রমাদেবং চরেদ্বৈশ্যঃ সমাহিতঃ।
শূদ্রঃ শুশ্রূষয়া নিত্যং গৃহস্থাশ্রমমাচরেৎ॥ ৩৫॥
শূদ্রস্য ব্রহ্মচর্য্যত্বং মুনিভিঃ কৈশ্চিদিষ্যতে।
অনুলোমপ্রসূতানাং ত্রয়াণামাশ্রমাস্ত্রয়ঃ।
শূদ্রবচ্ছূদ্রজাতানামাচারঃ কীর্ত্তিতো বুধৈঃ॥ ৩৬॥
চতুর্ণামাশ্রমস্থানামহন্যহনি নিত্যশঃ।
বিধ্যুক্তং কর্ম্ম কর্ত্তব্যং কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতম্॥ ৩৭॥
তস্মাত্ত্বমপি যোগীন্দ্র স্বাশ্রমং ধর্ম্মমাচরন্।
শ্রদ্ধয়া বিধিবৎ সম্যক্ জ্ঞানকর্ম্ম সমাচর॥ ৩৮॥

ক্ষত্রিয়গণ সন্ন্যাসাশ্রম হইতে তিন অর্থাৎ সন্ন্যাস, বানপ্রস্থ ও গার্হস্থ্য এই তিন ধর্ম্মের আচরণ করিবে; বৈশ্যগণ সমাহিতচিত্তে বানপ্রস্থ হইতে দুই অর্থাৎ বানপ্রস্থ ও গার্হস্থ্য ধর্ম্মের আচরণ করিবে, শূদ্রগণ নিত্যই সেবাদি দ্বারা একমাত্র গার্হস্থ্য ধর্ম্মের আচরণ করিবে॥ ৩৫॥ কোন কোন মুনি কর্ত্তৃক শূদ্রের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম উক্ত হইয়াছে। অনুলোমজাত ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়েরই উক্ত তিন প্রকার আশ্রম বিহিত হইয়াছে, শূদ্রজাত, অর্থাৎ অনুলোমক্রমে শূদ্রাদির কন্যাতে ব্রাহ্মণাদি-জাত মনুষ্যদিগের আশ্রমধর্ম্মাচরণ শূদ্র তুল্য বলিয়া বুধগণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন॥ ৩৬॥ এই চারি আশ্রমস্থিত মানবগণের প্রতিদিন কামনা ও সঙ্কল্পবর্জ্জিত হইয়া বিধিবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য॥ ৩৭॥ অতএব হে যোগিপ্রবর! তুমিও স্বীয় আশ্রমধর্ম্মের আচরণ পূর্ব্বক শ্রদ্ধাসহ-

ইতি মে কর্ম্মসর্ব্বস্বং যোগতত্ত্বঞ্চ তত্ত্বতঃ।
উপদিশ্য ততো ব্রহ্মা যোগনিষ্ঠোঽভবৎ স্বয়ম্॥ ৩৯॥
শ্রুত্বৈতৎ যাজ্ঞবল্ক্যোক্তং বাক্যং গার্গী মুদান্বিতা।
পুনঃ প্রাহ মুনিশ্রেষ্ঠমৃষিমধ্যে তপোধনা॥ ৪০॥

গার্গ্যুবাচ।

জ্ঞানেন সহ যোগীন্দ্র বিধ্যুক্তং কর্ম্ম কুর্ব্বতঃ।
ত্বয়োক্তং মুক্তিরস্তীতি তয়োর্জ্ঞানং বদ প্রভো॥ ৪১॥
ভার্য্যয়া ত্বেবমুক্তস্তু যাজ্ঞবল্ক্যস্তপোনিধিঃ।
স তামালোক্য কৃপয়া জ্ঞানরূপমভাষত॥ ৪২॥

শ্রীভগবানুবাচ।

জ্ঞানং যোগাত্মকং বিদ্ধি যোগশ্চাষ্টাঙ্গসংযুতম্।
সংযোগো যোগ ইত্যুক্তো জীবাত্মপরমাত্মনোঃ॥ ৪৩॥

কারে বিধি অনুসারে জ্ঞানকর্ম্মের অনুষ্ঠান কর॥ ৩৮॥ এইরূপে ভগবান্ ব্রহ্মা আমাকে কর্ম্মের সমস্ত সারতত্ত্ব ও যোগতত্ত্বের যথাবৎ উপদেশ করিয়া স্বয়ং যোগনিমগ্ন হইয়া রহিলেন॥৩৯॥ তপোধন গার্গী যাজ্ঞবল্ক্য কর্ত্তৃক কথিত সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইলেন এবং সেই সমস্ত ঋষিগণমধ্যে পুনর্ব্বার কহিলেন॥ ৪০॥

গার্গী কহিলেন, হে যোগীন্দ্র! আপনি কহিলেন যে, জ্ঞানের সহিত বিধানোক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে মুক্তিলাভ হয়, ঐ কর্ম্ম ও জ্ঞানের মধ্যে এক্ষণে আমাকে জ্ঞানের বিষয় উপদেশ করুন॥৪১॥ মহাতপোধন মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য ভার্য্যা কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া তাঁহার প্রতি কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক বলিতে আরম্ভ করিলেন॥৪২॥

ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, জ্ঞানকে যোগাত্মক বলিয়া জানিও;

বক্ষ্যাম্যঙ্গানি তে সম্যগ্‌ যথাপূর্ব্বং ময়া শ্রুতম্ ।
সমাহিতমনা গার্গি ঋষিভিঃ সহ তচ্ছৃণু ॥ ৪৪ ॥
যমশ্চ নিয়মশ্চৈব আসনঞ্চ তথৈব চ ।
প্রাণায়ামস্তথা গার্গি প্রত্যাহারশ্চ ধারণা ॥ ৪৫ ॥
ধ্যানং সমাধিরেতানি যোগাঙ্গানি বরাননে ।
যমশ্চ নিয়মশ্চৈব দশধা সুপ্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৪৬ ॥
আসনান্যুত্তমান্যষ্টৌ ত্রয়স্তেষূত্তমোত্তমাঃ ।
প্রাণায়ামস্ত্রিধা প্রোক্তঃ প্রত্যাহারশ্চ পঞ্চধা ॥ ৪৭ ॥
ধারণা পঞ্চধা প্রোক্তা ধ্যানং ষোঢ়া প্রকীর্ত্তিতম্ ।
ত্রয়স্তেষূত্তমাঃ প্রোক্তাঃ সমাধেস্ত্বেকরূপতা ।
বহুধা কেচিদিচ্ছন্তি বিস্তরেণ পৃথক্ শৃণু ॥ ৪৮ ॥

এই যোগ অষ্টাঙ্গবিশিষ্ট, জীবাত্মার ও পরমাত্মার যে সংযোগ, তাহাই যোগ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে ॥৪৩॥ আমি পূর্ব্বে যেরূপ শুনিয়াছি, অষ্টবিধ অঙ্গের বিষয় সেইরূপই বলিব, তুমি ঋষিগণের সহিত মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর ॥ ৪৪ ॥ হে বরাননে গার্গি! যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই আট প্রকার যোগাঙ্গ জানিবে। তন্মধ্যে যম ও নিয়ম প্রত্যেকে দশ দশ প্রকার॥৪৫-৪৬॥ আসন-সমূহের মধ্যে অষ্টপ্রকার উত্তম, তন্মধ্যে তিনটি আরও উত্তম বলিয়া উক্ত হইয়াছে, প্রাণায়াম ত্রিবিধ, প্রত্যাহার পঞ্চবিধ, ধারণা পঞ্চবিধ ও ধ্যান ষোড়শ প্রকার বলিয়া কীর্ত্তিত। তন্মধ্যে ত্রিবিধ ধ্যান উত্তম বলিয়া কথিত। সমাধি এক প্রকার। কেহ কেহ সমাধি বহুপ্রকারও বলিয়া থাকেন; আমি সেই সকল সবিস্তার পৃথক্ পৃথক্ কীর্ত্তন করিব, শ্রবণ কর ॥ ৪৫-৪৮ ॥

অহিংসা সত্যমস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যং দয়ার্জ্জবম্।
ক্ষমা ধৃতির্মিতাহারঃ শৌচঞ্চেতে যমা দশ॥ ৪৯॥
কর্ম্মণা মনসা বাচা সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বদা।
অক্লেশজননং প্রোক্তমহিংসত্বেন যোগিভিঃ॥ ৫০॥
বিধ্যুক্তং চেদহিংসা স্যাৎ ক্লেশজন্যৈব জন্তুষু।
চোদিতঞ্চেদহিংসা স্যাদভিচারাদিকর্ম্ম যৎ॥ ৫১॥
সত্যং ভূতহিতং প্রোক্তং ন যথার্থাভিভাষণম্॥ ৫২॥
কর্ম্মণা মনসা বাচা পরদ্রব্যেষু নিস্পৃহা।
অস্তেয়মিতি সংপ্রোক্তমৃষিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥ ৫৩॥
কর্ম্মণা মনসা বাচা সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বদা।
সর্ব্বত্র মৈথুনত্যাগো ব্রহ্মচর্য্যং প্রচক্ষ্যতে॥ ৫৪॥

অহিংসা, সত্য, অস্তেয় (অচৌর্য্য), ব্রহ্মচর্য্য, দয়া, আর্জ্জব (সারল্য), ক্ষমা, ধৃতি (ধৈর্য্য), পরিমিতাহার ও শৌচ, এই দশ প্রকার যম॥ ৪৯॥

কায়মনোবাক্যে সর্ব্বদা সর্ব্বভূতকে কোন প্রকার ক্লেশ না দেওয়াকে মুনিগণ অহিংসা বলিয়াছেন॥৫০॥ শাস্ত্রবিহিত হিংসা হিংসা বলিয়া গণ্য হয় না, অভিচারাদি কর্ম্ম হেতু হিংসা করিতে হইলে তাহা অহিংসামধ্যেই গণ্য হইয়া থাকে॥ ৫১॥

যাহা প্রাণিগণের হিতকর, সেই বাক্যই সত্য, কেবল যথার্থ-ভাষণমাত্রকেই সত্য বলে না॥ ৫২॥

কায়মনোবাক্যে পরদ্রব্যের প্রতি যে নিস্পৃহা, তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ তাহাকেই অস্তেয় কহেন॥ ৫৩॥

সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সকল অবস্থাতেই কায়মনোবাক্যে মৈথুন-বর্জ্জনকে ব্রহ্মচর্য্য বলে॥ ৫৪॥

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমস্থানাং যতীনাং নৈষ্ঠিকস্য চ।
ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ তৎ প্রোক্তং তথৈবারণ্যবাসিনাম্ ॥ ৫৫ ॥
ঋতাবৃতৌ স্বদারেষু সঙ্গতির্যা বিধানতঃ।
ব্রহ্মচর্য্যং তদেবোক্তং গৃহস্থাশ্রমবাসিনাম্ ॥ ৫৬ ॥
রাজ্ঞশ্চৈব গৃহস্থস্য ব্রহ্মচর্য্যং প্রকীর্ত্তিতম্।
বিশাং বৃত্তিরতাশ্চৈব কেচিদিচ্ছন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ৫৭ ॥
শুশ্রূষৈব তু শূদ্রস্য ব্রহ্মচর্য্যং প্রকীর্ত্তিতম্।
শুশ্রূষা যা গুরৌ নিত্যং ব্রহ্মচর্য্যমুদাহৃতম্ ॥ ৫৮ ॥
গুরবঃ পঞ্চ সর্ব্বেষাং চতুর্ণাং শ্রুতিচোদিতাঃ।
মাতা পিতা তথাচার্য্যো মাতুলঃ শ্বশুরস্তথা ॥ ৫৯ ॥
তেষাং মুখ্যাস্ত্রয়ঃ প্রোক্তা আচার্য্যঃ পিতরৌ তথা।
তেষাং মুখ্যতমস্ত্বেক আচার্য্যঃ পরমার্থবিৎ ॥ ৬০ ॥

অরণ্যনিবাসী ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমস্থযতি, নৈষ্ঠিক ইহাদিগের পক্ষে উক্তরূপ ব্রহ্মচর্য্য-বিধি উক্ত হইয়াছে ॥ ৫৫ ॥

প্রতি ঋতুকালে নিজ পত্নীর সহিত যথাবিধি যে সঙ্গতি, তাহাই গৃহস্থাশ্রমীদিগের ব্রহ্মচর্য্য বলিয়া কথিত ॥ ৫৬ ॥ কোন কোন পণ্ডিতগণ উক্ত গৃহস্থের ন্যায় ক্ষত্রিয়ের ও স্ববৃত্তিনিরত বৈশ্যদিগের ব্রহ্মচর্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন ॥৫৭॥ ব্রাহ্মণাদির শুশ্রূষাকেই শূদ্রদিগের ব্রহ্মচর্য্য বলে। নিয়ত গুরুজনের সেবার নামও ব্রহ্মচর্য্য ॥ ৫৮ ॥ শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে, চতুর্ব্বর্ণের সকলেরই গুরু পাঁচ জন ;—পিতা, মাতা, আচার্য্য, মাতুল ও শ্বশুর ॥৫৯॥ তন্মধ্যে আচার্য্য, মাতা ও পিতা এই তিন জন

তমেবং ব্রহ্মবিচ্ছ্রেষ্ঠং নিত্যকর্ম্মপরায়ণম্।
শুশ্রূষয়ার্চ্চয়েন্নিত্যং তুষ্টো ভৃত্যেন বা গুরুঃ ॥ ৬১ ॥
দয়া ভূতেষু সর্ব্বেষু সর্ব্বত্রানুগ্রহস্পৃহা।
বিহিতেষু তদন্যেষু মনোবাক্কায়কর্ম্মণা ॥ ৬২ ॥
প্রবৃত্তৌ বা নিবৃত্তৌ বা একরূপত্বমার্জ্জবম্।
প্রিয়াপ্রিয়েষু সর্ব্বেষু সমত্বং যচ্ছরীরিণাম্।
ক্ষমা সৈবেতি বিদ্বদ্ভির্গদিতা বেদবাদিভিঃ ॥ ৬৩ ॥
অর্থহানৌ চ বন্ধূনাং বিয়োগে চাপি সম্পদি।
ভয়ঃ প্রাপ্তৌ চ সর্ব্বত্র চিত্তস্য স্থাপনং ধৃতিঃ ॥ ৬৪ ॥

প্রধান। এই তিন জনের মধ্যেও পরমার্থবিৎ একমাত্র আচার্য্য শ্রেষ্ঠতম গুরু বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন। নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানশীল ব্রহ্মবিৎ-প্রবর গুরুকে যাবৎ তিনি প্রসন্ন না হন, তাবৎ শিষ্য ভৃত্য হইয়া তাঁহার সেবা করিবে ॥ ৬০-৬১ ॥

(৫) দয়া যথা—কায়, মন, বাক্য ও কর্ম্ম দ্বারা সমস্ত প্রাণীর প্রতি যে অনুগ্রহ করিবার ইচ্ছা, তাহাকে দয়া কহে ॥ ৬২ ॥

(৬) আর্জ্জব যথা- প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিতে সমভাবকে আর্জ্জব বলে।

(৭) ক্ষমা যথা----প্রাণিগণের প্রিয় ও অপ্রিয় সকল বিষয়েই যে সমভাব, বেদবাদী পণ্ডিতগণ তাহাকেই ক্ষমা বলেন।

(৮) ধৃতি যথা—অর্থহানি ও বন্ধুগণের বিয়োগাদি শোচনীয় বিষয়সকল পুনঃ পুনঃ উপস্থিত হইলেও চিত্তের যে স্থিরতা, তাহাকে ধৃতি কহে ॥৬৩-৬৪ ॥

অষ্টৌ গ্রাসা মুনেরক্ষ্যাঃ ষোড়শারণ্যবাসিনাম্।
দ্বাত্রিংশদ্ধি গৃহস্থস্য যথেষ্টং ব্রহ্মচারিণাম্ ॥ ৬৫ ॥
তেষামন্নং মিতাহারস্ত্বন্যেষামল্পভোজনম্ ॥ ৬৬ ॥
শৌচং তু দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্যমাভ্যন্তরন্তথা।
মৃজ্জলাভ্যাং স্মৃতং বাহ্যং মনঃশুদ্ধিস্তথান্তরম্ ॥ ৬৭ ॥
মনঃশুদ্ধিশ্চ বিজ্ঞেয়া ধর্ম্মেণাধ্যাত্মবিদ্যয়া।
অধ্যাত্মবিদ্যা ধর্ম্মশ্চ পিত্রাচার্য্যেণ চানয়ে ॥৬৮॥
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু সর্ব্বৈর্নিঃশ্রেয়সার্থিভিঃ।
গুরবঃ শ্রুতিসম্পন্না মান্যা বাঙ্মনসাদিভিঃ ॥ ৬৯ ।

ইতি শ্রীযোগিযাজ্ঞবল্ক্যোপনিষৎসূত্তরখণ্ডে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥১॥

---

(৯) মিতাহার যথা—মুনিগণের অষ্টগ্রাস, অরণ্যবাসিগণের ষোড়শ গ্রাস, গৃহস্থদিগের বত্রিশগ্রাস এবং ব্রহ্মচারিগণের স্বেচ্ছানুরূপ গ্রাস বিহিত আছে। এই বিহিত অন্নগ্রাস-ভোজনকেই মিতাহার বলে। অপরের পক্ষে অল্প ভোজন মিতাহার বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে ॥ ৬৫,৬৬ ॥

(১০) শৌচ যথা শৌচ দুই প্রকার; বাহ্য ও আভ্যন্তর। মৃত্তিকা ও জলাদির দ্বারা গাত্রাদির শৌচকে বাহ্য এবং মনঃশুদ্ধিকে আভ্যন্তর শৌচ বলে। ধর্ম্মানুশীলন ও অধ্যাত্মবিদ্যা দ্বারা মনঃশুদ্ধি সম্পাদিত হয়। ইহা ভিন্ন পিতা ও আচার্য্যের মনঃশুদ্ধিকরণে কর্ত্তৃত্ব ও সামর্থ্য আছে। এই নিমিত্ত মোক্ষার্থিগণ সর্ব্বদাই শ্রুতিসম্পন্ন গুরুগণকে কায়মনোবাক্যে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সম্মাননা করিয়া থাকেন ॥ ৬৭-৬৯ ॥

ইতি শ্রীযোগিযাজ্ঞবল্ক্যোপনিষদে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

১ নিয়মঃ ।

শ্রীভগবানুবাচ ।

তপঃ সন্তোষমাস্তিক্যং দানমীশ্বরপূজনম্ ।
সিদ্ধান্তশ্রবণঞ্চৈব হ্রীর্মতিশ্চ জপো ব্রতম্ ।
এতে চ নিয়মাঃ প্রোক্তাস্তাংশ্চ সর্ব্বান্ পৃথক্ শৃণু ॥ ১ ॥
বিধিনোক্তেন মার্গেণ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিভিঃ ।
শরীরশোষণং প্রাহুস্তপসাং তপ উত্তমম্ ॥ ২ ॥
যদৃচ্ছালাভতো নিত্যং মনঃ পুংসো ভবেদিতি ।
যা ধীস্তামৃষয়ঃ প্রাহুঃ সন্তোষং সুখলক্ষণম্ ॥ ৩ ॥
ধর্ম্মাধর্ম্মেষু বিশ্বাসো যস্তদাস্তিক্যমুচ্যতে ॥ ৪ ॥

ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, তপস্যা, সন্তোষ, আস্তিক্য, দান, ঈশ্বরপূজন, সিদ্ধান্তশ্রবণ, হ্রী, মতি, জপ ও ব্রত এই দশটিকে নিয়ম কহে। এই সকলের প্রত্যেকের বিষয় পৃথক্ পৃথক্ শ্রবণ কর ॥ ১ ॥

বিধিবিহিত নিয়ম অনুসারে কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদির অনুষ্ঠান দ্বারা শরীরশোষণ করাকে অত্যুত্তম তপস্যা কহে ॥ ২ ॥

যদৃচ্ছালাভেই মন অবিচলিত থাকিলে সেই স্থিরবুদ্ধিকেই, সন্তোষ বলা যায়। সন্তোষ সুখের লক্ষণ ॥ ৩ ॥

ধর্ম্ম ও অধর্ম্মে যে দৃঢ় বিশ্বাস, তাহার নাম আস্তিক্য ॥ ৪

ন্যায়ার্জ্জিতং ধনঞ্চাল্পমন্যদ্বা যৎ প্রদীয়তে।
অর্থিভ্যঃ শ্রদ্ধয়া যুক্তং দানমেতদুদাহৃতম্॥ ৫॥
যঃ প্রসন্নস্বভাবেন বিষ্ণুং বা রুদ্রমেব চ।
যথাশক্ত্যর্চ্চনং ভক্ত্যা এতদীশ্বরপূজনম্॥ ৬॥
রাগাদ্যপেতং হৃদয়ং বাগদুষ্টানৃতাদিভিঃ।
হিংসাদিরহিতঃ কায় এতদীশ্বরপূজনম্॥ ৭॥
সিদ্ধান্তশ্রবণং প্রোক্তং বেদান্তশ্রবণং বুধৈঃ।
দ্বিজবৎ ক্ষত্রিয়স্যোক্তং সিদ্ধান্তশ্রবণং বুধৈঃ॥ ৮॥
বিশাঞ্চ কেচিদিচ্ছন্তি শীলবৃত্তিরতাং সতাম্।
শূদ্রাণাঞ্চ স্ত্রিয়শ্চৈব স্বধর্ম্মস্থ তপস্বিনাম্।
সিদ্ধান্তশ্রবণং প্রোক্তং পুরাণশ্রবণং বুধৈঃ॥ ৯॥

---

(৪) দান যথা—ন্যায়ানুসারে উপার্জ্জিত ধন অল্প বা অধিকই হউক, তাহা হইতে যাহা কিছু শ্রদ্ধার সহিত যাচককে দান করা যায়, তাহাকে দান কহে॥ ৫॥

(৫) ঈশ্বরপূজন যথা—প্রসন্নচিত্ত হইয়া ভক্তি সহকারে বিষ্ণু বা মহাদেবের আরাধনার নাম ঈশ্বরপূজন। আর যখন মানস বিষয়ানুরাগবিরহিত হয় এবং মিথ্যাকথনাদি দ্বারা বাক্য দূষিত না হয় ও দেহ হিংসাদি কার্য্য হইতে বিরত হয়, তাহাকেও ঈশ্বরপূজন বলা যায়॥ ৬-৭॥

(৬) সিদ্ধান্তশ্রবণ যথা—পণ্ডিতগণ বেদান্তশ্রবণ করাকে সিদ্ধান্তশ্রবণ কহেন। বিপ্রগণের ন্যায় ক্ষত্রিয়গণেরও সিদ্ধান্তশ্রবণের বিধি আছে। কেহ কেহ কহেন, স্ব স্ব বৃত্তিস্থিত সাধুচরিত্র বৈশ্যদিগেরও সিদ্ধান্তশ্রবণ বিহিত। শূদ্র, স্ত্রীলোক ও তপস্বিদিগের

বেদলৌকিকমার্গেষু কুৎসিতং কর্ম্ম যদ্ভবেৎ।
তস্মিন্ ভবতি যা লজ্জা হ্রীস্তু সৈবেতি কীর্ত্তিতা॥ ১০॥
বিহিতেষু চ সর্ব্বেষু শ্রদ্ধা যা সা মতির্ভবেৎ॥ ১১॥
গুরুণা চোপদিষ্টোঽপি বেদবাহ্যবিবর্জ্জিতঃ।
বিধিনোক্তেন মার্গেণ মন্ত্রাভ্যাসো জপঃ স্মৃতঃ॥ ১২॥
অধীত্য বেদং সূত্রং বা পুরাণং সেতিহাসকম্।
এতেষভ্যসনং তস্য অভ্যাসেন জপঃ স্মৃতঃ॥ ১৩॥
জপশ্চ দ্বিবিধঃ প্রোক্তো বাচিকো মানসস্তথা।
বাচিকোপাংশু উচ্চৈস্তু দ্বিবিধঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ১৪॥
মানসো মনসা ধ্যানং ভেদাদ্বৈবিধ্যমাস্থিতঃ।
উচ্চৈর্জ্জপাদুপাংশুশ্চ সহস্রগুণমুচ্যতে॥ ১৫॥

স্ব স্ব ধর্ম্মের আচরণ ও পুরাণশ্রবণই উহাদের সিদ্ধান্তশ্রবণ বলিয়া উক্ত হয়॥ ৮-৯॥

(৭) হ্রী যথা—বেদে ও লোকে যে যে কর্ম্ম কুৎসিত বা নিন্দিত বলিয়া উক্ত হইয়াছে, সেই সকলের আচরণে যে লজ্জা হয়, তাহাকে হ্রী কহে॥১০॥

(৮) মতি যথা—সমস্ত বিহিত কর্ম্মের প্রতি যে শ্রদ্ধা, তাহাকে মতি কহে॥ ১১॥

(৯) জপ যথা—যাহা বেদের বহির্ভূত নয়, এরূপ গুরূপদিষ্ট মন্ত্র বিধি অনুসারে অভ্যাস করাকে জপ কহে॥ ১২॥ আর বেদ, পুরাণ ও ইতিহাস অধ্যয়ন করিয়া এই সকলের পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করিলে তাহাকেও জপ কহে॥ ১৩॥ এই জপ দুই প্রকার,—বাচিক ও মানসিক। উপাংশু ও উচ্চভেদে বাচিক দুই প্রকার।

মানসশ্চ তথোপাংশোঃ সহস্রগুণমুচ্যতে।
উচ্চৈর্জপশ্চ সর্ব্বেষাং যথোক্তফলদো ভবেৎ।
নীচৈঃ শ্রুতো নচেৎ সোঽপি শ্রুতশ্চেন্নিষ্ফলো ভবেৎ ॥১৬॥
ঋষিশ্ছন্দোঽধিদৈবঞ্চ ধ্যায়ন্ মন্ত্রঞ্চ সর্ব্বদা।
যস্তু মন্ত্রং জপেৎ গার্গি তবেদ হি ফলপ্রদম্ ॥ ১৭ ॥
প্রসন্নগুরুণা পূর্ব্বমুপদিষ্টমনুজ্ঞয়া।
ধর্ম্মার্থকামসিদ্ধ্যর্থমুপায়ং গ্রহণং ব্রতম্ ॥ ১৮ ॥

ইতি শ্রীযোগিযাজ্ঞবল্ক্যে উত্তরখণ্ডে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥২॥

মনের দ্বারা ধ্যান করাকে মানস-জপ কহে, তাহাও ভেদবশতঃ দুই প্রকার। উচ্চজপ হইতে উপাংশুজপে সহস্রগুণ এবং উপাংশু-জপ হইতে মানস-জপে সহস্রগুণ ফললাভ হইয়া থাকে। মন্ত্র-জপের ফল শাস্ত্রে যেরূপ উক্ত হইয়াছে, উচ্চজপ দ্বারা সেইরূপই ফললাভ হইয়া থাকে। উচ্চজপ নীচরূপে শ্রুত হইলে এবং নীচৈর্জপ উচ্চরূপে শ্রুত হইলে ঐ উভয়ই নিষ্ফল হইয়া থাকে ॥ ১৪ ১৬ ॥ হে গার্গি! মন্ত্রের ঋষি, ছন্দঃ ও অধিদেবতার ধ্যান পূর্ব্বক যে মন্ত্রজপ, তাহাই সম্পূর্ণ ফলপ্রদ ॥ ১৭ ॥

(১০) ব্রত বলা। গুরু প্রসন্ন হইয়া পূর্ব্বে যে উপদেশ করেন, পরে তাহার অনুমতি অনুসারে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামপ্রাপ্তির নিমিত্ত যে উপায় অবলম্বন করা যায়, তাহার নাম ব্রত ॥ ১৮ ॥

ইতি দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

আসনম্ ।

শ্রীভগবানুবাচ ।

আসনান্যধুনা বক্ষ্যে শৃণু গার্গি বরাননে ।
স্বস্তিকং গোমুখং পদ্মং বীরং সিংহাসনং তথা ॥ ১ ।
ভদ্রং মুক্তাসনঞ্চৈব ময়ূরাসনমেব চ ।
তথৈতেষাং বরারোহে পৃথগ্বক্ষ্যামি লক্ষণম্ ॥ ২ ॥
জানূর্বোরন্তরে সম্যক্ কৃত্বা পাদতলে উভে ।
ঋজুকায়ঃ সুখাসীনঃ স্বস্তিকং তৎ প্রচক্ষ্যতে ॥ ৩ ॥
সীবন্যা বামতঃ পার্শ্বে গুল্ফয়ো নিক্ষিপ্য পাদয়োঃ ।
সব্যে দক্ষিণগুল্ফন্তু দক্ষিণে সব্যগুল্ফকম্ ।
এতচ্চ স্বস্তিকং প্রোক্তং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্ ॥ ৪ ॥

ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, হে বরাননে গার্গি ! এক্ষণে আসনের বিষয় বলিব, শ্রবণ কর। স্বস্তিক, গোমুখ, পদ্ম, বীর, সিংহ, ভদ্র, মুক্ত, ময়ূর, আসন এই কয়েক প্রকার জানিবে। হে বরারোহে ! এই সকলের পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ বলিব ॥ ১-২ ॥

দুই জানু ও দুই উরুর অন্তরে দুই পদতল সম্যক্রূপে সংস্থাপন করিয়া সমকায় হইয়া উপবেশন করাকে স্বস্তিকাসন কহে ॥ ৩ ॥ সীবনীর বামপার্শ্বে দক্ষিণ গুল্ফ ও দক্ষিণে বাম গুল্ফ স্থাপন পূর্ব্বক উপবেশন করাকেও স্বস্তিকাসন কহিয়া থাকে। এই স্বস্তিকাসন সর্ব্বপ্রকার পাপনাশক বলিয়া উক্ত হইয়াছে ॥ ৪ ॥

সব্যে দক্ষিণগুল্ফন্তু পৃষ্ঠপার্শ্বে নিবেশয়েৎ।
বামতোঽপি তথাসব্যং গোমুখং গোমুখং যথা ॥ ৫ ॥
অঙ্গুষ্ঠৌ তু নিবধ্নীয়াদ্ধস্তাভ্যাং ব্যুৎক্রমেণ তু।
ঊর্ব্বোরুপরি বিপ্রেন্দ্রে কৃত্বা পাদতলে উভে ॥ ৬ ॥
পদ্মাসনং ভবেদেতৎ সর্ব্বেষামপি পূজিতম্ ॥ ৭ ॥
একং পাদমথৈকস্মিন্ বিন্যস্যোরুণি সংস্থিতঃ।
ইতরস্মিন্ তথা চান্যং বীরাসনমুদাহৃতম্ ॥ ৮ ॥
গুল্ফৌ চ বৃষণস্যাধঃ সীবন্যাঃ পার্শ্বয়োঃ ক্ষিপেৎ।
সব্যং দক্ষিণগুল্ফেন দক্ষিণেন তথেতরম্ ॥ ৯ ॥

পৃষ্ঠদেশের দক্ষিণদিকে দক্ষিণ গুল্ফ এবং বামদিকে বাম গুল্ফ নিবেশিত করিয়া গোমুখের ন্যায় উপবেশন করাকে গোমুখাসন কহে ॥ ৫ ॥

হে বিপ্রবর্য্যে! দুই ঊরুর উপর দুই পদতল সংস্থাপন পূর্ব্বক দুই হস্ত দ্বারা বিপরীতক্রমে অর্থাৎ দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বাম চরণের অঙ্গুষ্ঠ এবং বাম হস্ত দ্বারা দক্ষিণ চরণের অঙ্গুষ্ঠ দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া উপবেশন করাকে পদ্মাসন কহে। এই আসন সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া সকলেই ইহার আদর করিয়া থাকে ॥৬-৭॥

এক ঊরুর উপর অন্য পদ লইয়া এবং অন্য ঊরুর উপর অপর পদ আনিয়া সংস্থাপন পূর্ব্বক উপবেশন করাকে বীরাসন কহে ॥ ৮ ॥

অণ্ডকোষের নিম্নভাগে সীবনীর দুই পার্শ্বে দুই গুল্ফ অর্থাৎ দক্ষিণপার্শ্বে বাম গুল্ফ ও বামপার্শ্বে দক্ষিণগুল্ফ সংস্থাপন করিয়া

হস্তৌ জান্বোঃ সমাস্থায় স্বাঙ্গুলীশ্চ প্রসার্য্য চ।
ব্যাত্তবক্ত্রো নিরীক্ষেত নাসাগ্রং সুসমাহিতঃ।
সিংহাসনং ভবেদেতৎ পূজিতং যোগিভিঃ সদা॥ ১০॥
গুল্ফৌ চ বৃষণস্যাধঃ সীবন্যাঃ পার্শ্বয়োঃ ক্ষিপেৎ।
পার্শ্বে পাদৌ চ পাণিভ্যাং দৃঢ়ং বদ্ধা সুনিশ্চলম্॥ ১১॥
ভদ্রাসনং ভবেদেতৎ সর্ব্বব্যাধিবিষাপহম্॥ ১২॥
সংপীড্য সীবনীং সূক্ষ্মাং গুল্ফেনৈব চ সর্ব্বতঃ।
সব্যং দক্ষিণগুল্ফেন মুক্তাসনমিতীরিতম্॥ ১৩॥
মেঢ্রাদুপরি নিক্ষিপ্য সব্যং গুল্ফং তথোপরি।
গুল্ফান্তরঞ্চ নিক্ষিপ্য মুক্তাসনমিদং বুধাঃ॥ ১৪॥

অঙ্গুলিসকল প্রসারণ পূর্ব্বক হস্তদ্বয় জানুদ্বয়ে সংস্থাপন করত মুখব্যাদান করিয়া একাগ্রচিত্তে নাসাগ্র দর্শন পূর্ব্বক উপবেশন করাকে সিংহাসন বলে। যোগিগণ সর্ব্বদাই এই আসনের আদর করিয়া থাকেন॥ ৯-১০॥

অণ্ডকোষের নিম্নদেশে সীবনীর উভয় পার্শ্বে দুই গুল্ফ স্থাপন করিয়া দুই পার্শ্বে দুই হস্ত দ্বারা দুই চরণ দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিয়া সুস্থিরভাবে উপবেশন করাকে ভদ্রাসন কহে। এই আসন দ্বারা সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি ও বিষ নষ্ট হইয়া থাকে॥ ১১-১২॥

সূক্ষ্ম সীবনীর দক্ষিণভাগ গুল্ফ দ্বারা এবং বামভাগ দক্ষিণ গুল্ফ দ্বারা সম্যক্‌রূপে নিপীড়িত করিয়া উপবেশন করিলে তাহাকে মুক্তাসন কহে। মেঢ্রের উপর বামপদের গুল্ফ বিন্যাস করিয়া তাহার উপর দক্ষিণগুল্ফ সংস্থাপন পূর্ব্বক উপবেশন করাকে মুক্তাসন বলা যায়॥ ১৩ ১৪॥

অবষ্টভ্য ধরাং সম্যক্ তলাভ্যাঞ্চ করদ্বয়োঃ।
হস্তয়োঃ কূর্পরৌ চাপি স্থাপয়ন্নাভিপার্শ্বয়োঃ ॥ ১৫ ॥
সমুন্নম্য শিরঃ পাদৌ দণ্ডবৎ ব্যোম্নি সংস্থিতঃ।
ময়ূরাসনমেবস্তু সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্।
সর্ব্বে চাভ্যন্তরা রোগা বিনশ্যন্তি বিষাণি চ॥ ১৬ ॥
যমৈশ্চ নিয়মৈশ্চৈব আসনৈশ্চ সুসংযুতৈঃ।
নাড়ীশুদ্ধিঞ্চ কৃত্বা তু প্রাণায়ামাংস্তথা কুরু ॥ ১৭ ॥

ইতি শ্রীযোগিযাজ্ঞবল্ক্যে উত্তরখণ্ডে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

দুই করতল দ্বারা ভূমির উপর সম্যক্‌রূপে ভরকরিয়া দুই
ই নাভির দুই পার্শ্বে স্থাপন পূর্ব্বক পাদদ্বয় ও মস্তক উপরি-
গে তুলিয়া রাখিয়া দণ্ডের ন্যায় অবস্থিতি করাকে ময়ূরাসন
হ। এই আসন সমস্ত পাপ বিনাশ করিয়া থাকে এবং ইহা
রা দেহের অভ্যন্তরস্থিত রোগ ও বিষ নষ্ট হয় ॥ ১৫-১৬ ॥

হে গার্গি! পূর্ব্বোক্ত দশবিধ যম, দশবিধ নিয়ম এবং আসন-
হ এই সকলের সম্যক্ অনুষ্ঠান করিয়া তৎপরে নাড়ীশুদ্ধি-
ণান্তর প্রাণায়াম করিবে ॥ ১৭ ॥

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ।

নাড়ীশুদ্ধিঃ।

শ্রুত্বৈতদ্ভাষিতং বাক্যং যাজ্ঞবল্ক্যস্য ধীমতঃ ।
পুনঃ প্রাহ মহাভাগা সভামধ্যে তপস্বিনী ॥ ১ ॥

গার্গ্যুবাচ ।

ভগবন্ ব্রূহি মে স্বামিন্ নাড়ীশুদ্ধিং বিধানতঃ ।
কেনোপায়েন শুদ্ধাঃ স্যুর্নাড্যো যাঃ সর্ব্বদেহিনাম্ ॥ ২ ॥
উৎপত্তিশ্চাপি নাড়ীনাং ধারণঞ্চ যথাবিধি ।
কন্দঞ্চ কীদৃশং প্রোক্তং কতি তিষ্ঠন্তি বায়বঃ ॥ ৩ ॥
স্থানানি চৈব বায়ূনাং কর্ম্মাণি চ পৃথক্ পৃথক্ ।
বিজ্ঞাতব্যানি যান্যস্মিন্ দেহে দেহভৃতাং বর ।
বক্তুমর্হসি সর্ব্বজ্ঞ ত্বত্তো বেত্তা ন বিদ্যতে ॥ ৪ ॥

তপস্বিনী মহাভাগা, গার্গী সভামধ্যে ধীমান্ যাজ্ঞবল্ক্যের পূর্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন ॥ ১ ॥

গার্গী কহিলেন, ভগবন্! সমস্ত দেহিগণের নাড়ীসকল কি উপায়ে শুদ্ধ হয়? স্বামিন্! সেই নাড়ীশুদ্ধির বিষয় আপনি আমাকে বলুন ॥২॥ নাড়ীসকল কোথা হইতে কি প্রকারে উৎপন্ন হইয়া কোন্ কোন্ স্থানে অবস্থিতি করে, কন্দ কি প্রকার, বায়ুসকলের সংখ্যা কত, ঐ বায়ুসমূহের স্থান, ও তাহাদের পৃথক্ পৃথক্ কার্য্য কি কি, হে সর্ব্বজ্ঞ মনুজপ্রবর! অধিক আর কি বলিব, এই দেহমধ্যে যে যে জ্ঞাতব্য বিষয় আছে, তৎসমুদয়ই কীর্ত্তন করুন; আপনার তুল্য সর্ব্বার্থবেত্তা জগতীতলে আর কে আছে? ॥

ইত্যুক্তো ভার্য্যয়া তত্র যোগীন্দ্রঃ সুসমাহিতঃ।
গার্গীং তাং স সমালোক্য তৎ সর্ব্বং সমভাষত ॥ ৫ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

শরীরং তাবদেবং হি যন্নবত্যঙ্গুলাত্মকম্।
বিদ্ধ্যেতৎ সর্ব্বজন্তূনাং স্বাঙ্গুলীভিরিতি প্রিয়ে ॥ ৬ ॥
শরীরাদধিকঃ প্রাণো দ্বাদশাঙ্গুলমানতঃ।
চতুর্দ্দশাঙ্গুলং কেচিদ্বদন্তি মুনিপুঙ্গবাঃ।
দ্বাদশাঙ্গুলমেবেতি বদন্তি জ্ঞানিনো নরাঃ ॥ ৭ ॥
আত্মস্থমনিলং বিদ্বানাত্মস্থেনৈব বহ্নিনা।
যোগাভ্যাসেন যঃ কুর্য্যাৎ সমং বা ন্যূনমেব বা ॥ ৮ ॥
স নরো ব্রহ্মবিচ্ছ্রেষ্ঠঃ স পূজ্যশ্চ নরোত্তমঃ ॥ ৯ ॥

যোগিরাজ যাজ্ঞবল্ক্য সভাতলে ভার্য্যাকর্ত্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া গার্গীর প্রতি নেত্রনিক্ষেপ পূর্ব্বক তৎসমুদায় বলিতে লাগিলেন ॥ ৫ ॥

ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, প্রিয়ে! সমস্ত জন্তুগণের দেহ-পরিমাণ তাহাদের স্ব স্ব অঙ্গুলীর নবতি অঙ্গুলী জানিবে। দেহ-পরিমাণ অপেক্ষা আপনার প্রাণবায়ুর পরিমাণ দ্বাদশ অঙ্গুল অধিক, কোন কোন মুনি চতুর্দ্দশ অঙ্গুলী অধিক বলিয়া থাকেন, কিন্তু দ্বাদশ অঙ্গুলীই জ্ঞানিগণের সম্মত ॥ ৬-৭ ॥ যে জ্ঞানীব্যক্তি যোগাভ্যাস দ্বারা আপন দেহমধ্যস্থিত বহ্নিসহিত নিজদেহান্তর-স্থিত বায়ুর সমতা অথবা ন্যূনতা সাধন করিতে পারেন, সেই মনুজপ্রধান ব্যক্তিই ব্রহ্মবিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও পূজ্য হইয়া থাকেন ॥ ৮-৯ ॥

আত্মস্থবহ্নিনৈব ত্বং যোগজেন দ্বিজোত্তমে।
আত্মস্থং মাতরিশ্বানং যোগাভ্যাসেন নির্জ্জয় ॥ ১০ ॥
দেহমধ্যে শিখিস্থানং তপ্তজাম্বূনদপ্রভম্।
ত্রিকোণং মনুজানান্তু চতুরস্রং চতুষ্পদাম্ ॥ ১১ ॥
মণ্ডলং তৎ পতঙ্গানাং সত্যমেতৎ ব্রবীমি তে।
তন্মধ্যে তু শিখা তন্বী সদা তিষ্ঠতি পাবকঃ ॥ ১২ ॥
দেহমধ্যেতি কুত্রেতি শ্রোতুমিচ্ছসি তচ্ছৃণু।
গুদাদ্ধি দ্ব্যঙ্গুলাদূর্দ্ধমধো মেঢ্রাচ্চ দ্ব্যঙ্গুলাৎ ॥ ১৩ ॥
দেহমধ্যং তয়োর্ম্মধ্যে মনুষ্যাণামিতীরিতম্।
চতুষ্পদান্তু হৃন্মধ্যং তিরশ্চাং তুন্দমধ্যমম্।
দ্বিজানান্তু বরারোহে তুন্দমধ্যমিতীরিতম্ ॥ ১৪ ॥

হে দ্বিজোত্তমে! তুমি যোগাভ্যাসবলে আত্মস্থিত যোগজ বহ্নি দ্বারা বায়ুকে জয় কর ॥ ১০ ॥ জীবগণের দেহমধ্যে উত্তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় প্রভাশালী অগ্নিস্থান বিদ্যমান রহিয়াছে। মনুষ্যদিগের ঐ অগ্নিস্থান ত্রিকোণ, চতুষ্পদ জীবগণের চতুষ্কোণ এবং পক্ষীদিগের মণ্ডলাকার। এই বিষয়ে আমি তোমাকে যাহা বলিলাম, তাহা সত্য বলিয়া জানিবে। উক্ত ত্রিকোণাদি স্থানে সূক্ষ্মশিখাকারে অগ্নি সর্ব্বদাই অবস্থিত আছে, উহাকেই প্রাণিগণের বহ্নি বলিয়া জানিবে ॥ ১১-১২ ॥ দেহমধ্যে কোন্ স্থানে এই অগ্নি বিরাজিত আছে, তাহা যদি শুনিতে ইচ্ছা হয়, তবে শ্রবণ কর। গুহ্যদেশের দুই অঙ্গুলী ঊর্দ্ধভাগে এবং মেঢ্রের দুই অঙ্গুলি নিম্নে যে স্থান, উহাই মনুষ্য-দেহের মধ্যস্থান; চতুষ্পদ জন্তুদিগের হৃদয়ের মধ্যস্থানই দেহমধ্য

কন্দস্থানং মনুষ্যাণাং দেহমধ্যান্নবাঙ্গুলম্ ॥ ১৫ ॥
চতুরঙ্গুলমুৎসেধং আয়ামশ্চ তথাবিধম্ ।
অণ্ডাকৃতবদাকারং ভূষিতং চাস্থগাদিভিঃ ॥ ১৬ ॥
চতুষ্পদাং তিরশ্চাঞ্চ দ্বিজানাম্ভন্দমধ্যমম্ ।
তন্মধ্যে নাভিরিত্যুক্তং নাভৌ চক্রসমুদ্ভবঃ ॥ ১৭ ॥
দ্বাদশারযুতং তচ্চ তেন দেহং প্রতিষ্ঠিতম্ ।
চক্রেঽস্মিন্ ভ্রমতে জীবঃ পুণ্যপাপপ্রচোদিতঃ ॥ ১৮ ॥
তন্তুপঞ্জরমধ্যস্থো যথা ভ্রমতি লূতকঃ ।
জীবস্য মূলচক্রেঽস্মিন্নঃ প্রাণশ্চরত্যসৌ ॥ ১৯ ॥
প্রাণারূঢ়ো ভবেজ্জীবঃ সর্ব্বজীবেষু সর্ব্বদা ।

এবং পক্ষিগণের উদরের মধ্যস্থানই দেহমধ্য বলিয়া উক্ত। এই দেহমধ্যই সমস্ত জীবগণের অগ্নিস্থান। ১৩-১৪ ॥

মনুষ্যদেহের কন্দস্থান দেহমধ্য হইতে নয় অঙ্গুলি উর্দ্ধে অবস্থিত, উহা চারি অঙ্গুলি দীর্ঘ ও চারি অঙ্গুলি বেধবিশিষ্ট। ডিম্বাকৃতির ন্যায় ইহার আকৃতি এবং শোণিতাদির দ্বারা বিভূষিত ॥ ১৫-১৬ ॥ চতুষ্পদ প্রাণিগণের এবং তির্য্যগ্‌যোনিজাত পক্ষী প্রভৃতি প্রাণিগণের উদরের মধ্যস্থানই কন্দ বলিয়া উক্ত হয়। এই কন্দমধ্যে নাভি অবস্থিত আছে। এই নাভিতে একটি চক্র উদ্ভূত হইয়াছে ॥ ১৭ ॥ এই চক্র দ্বাদশটি অরবিশিষ্ট, তদ্দ্বারাই এই জীবদেহ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। জীব পাপ ও পুণ্য দ্বারা প্রেরিত হইয়া এই চক্রেই তন্তুপঞ্জরমধ্যস্থিত লূতকের (জালের মধ্যস্থিত মাকড়সার) ন্যায় পরিভ্রমণ করিতেছে। জীবের এই মূলচক্রের অধোভাগে প্রাণপবন নিয়তই সঞ্চরণ

তস্মোর্দ্ধং কুণ্ডলীস্থানং নাভেস্তির্য্যগধোর্দ্ধতঃ।
অষ্টপ্রকৃতিরূপা সা অষ্টধা কুণ্ডলাকৃতিঃ॥ ২০॥
যথাবদ্বায়ুসঞ্চারং যথান্নাদীনি নিত্যশঃ॥ ২১॥
পরিতঃ কন্দপার্শ্বেষু নিরুধ্যৈবং সদা স্থিতা।
মুখেনৈব সমাবেষ্ট্য ব্রহ্মরন্ধ্রমুখং গতা॥ ২২॥
যোগকালে ত্বপানেন প্রবোধং যাতি সাগ্নিনা।
স্ফুরন্ত্যা হৃদয়াকাশায়াগরূপা মহোজ্জ্বলা।
বায়ুর্বায়ুসখেনৈব ততো যাতি সুষুম্নয়া॥ ২৩॥
কন্দমধ্যে স্থিতা নাড়ী সুষুম্নেতি প্রকীর্ত্তিতা।
তিষ্ঠন্তি পরিতঃ সর্ব্বাশ্চক্রেঽস্মিন্নাড়ীসংজ্ঞিকাঃ॥ ২৪॥

করিয়া থাকে। সমস্ত জীবগণের জীবাত্মা সর্ব্বদাই এই প্রাণ-বায়ুর উপর আরোহণ করিয়া থাকে। এই চক্রের উপরিভাগে নাভির ঊর্দ্ধ, অধঃ ও তির্য্যক্‌দেশ কুণ্ডলীর স্থান। ঐ কুণ্ডলী অষ্ট-প্রকৃতিস্বরূপা, উহার আকৃতি অষ্টাবৃত্ত কুণ্ডলীর ন্যায়। এই কুণ্ডলী বায়ুর স্বচ্ছ সঞ্চার এবং প্রত্যহ ভুক্তান্নাদি নিরোধ পূর্ব্বক সর্ব্বদাই কন্দস্থানের চতুষ্পার্শ্ব পরিবেষ্টন করিয়া অবস্থিতি করিতেছে এবং ব্রহ্মরন্ধ্রের মুখদ্বার পর্য্যন্ত গমন করিয়া নিজ মুখ দ্বারা উহা আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে॥১৮-২২॥ স্বীয় প্রভায় মহোজ্জ্বলা এই ভুজঙ্গাকৃতি কুণ্ডলী যোগকালে অগ্নি-সমন্বিত অপান-বায়ু কর্ত্তৃক জাগরিত হইয়া হৃদয়াকাশে দীপ্তি পাইতে থাকে। তখন প্রাণপবন স্বীয় সখা অগ্নির সহিত মিলিয়া সুষুম্না-নাড়ীতে গমন করিয়া থাকে॥ ২৩॥ কন্দের মধ্যভাগে যে নাড়ী অবস্থিত আছে, তাহার নাম সুষুম্না। এই কন্দচক্রের চতুর্দ্দিকে সমস্ত নাড়ীই অবস্থিতি করিতেছে॥ ২৪॥

নাড়ীনামপি সর্ব্বাসাং মুখ্যা গার্গি চতুর্দ্দশ ॥ ২৫ ।
ইড়া চ পিঙ্গলা চৈব সুষুম্না চ সরস্বতী ।
বারুণী চৈব পূষা চ হস্তিজিহ্বা যশস্বিনী ॥ ২৬ ॥
বিশ্বোদরী কুহূশ্চৈব শঙ্খিনী চ পয়স্বিনী ।
অলম্বুষা চ গান্ধারী মুখ্যাশ্চৈতাশ্চতুর্দ্দশ ॥ ২৭ ॥
তাসাং মুখ্যতমাস্তিস্রস্তিসৃষ্বেকোত্তমোত্তমা ।
মুক্তিমার্গেতি সা প্রোক্তা সুষুম্না বিশ্বধারিণী ॥ ২৮ ॥
কন্দস্য মধ্যমে গার্গি সুষুম্না চ প্রতিষ্ঠিতা ।
পৃষ্ঠমধ্যে স্থিতেনাস্থ্না সহ মূর্দ্ধ্নি ব্যবস্থিতা ॥ ২৯ ॥
মুক্তিমার্গে সুষুম্না সা ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রকীর্ত্তিতা ।
অব্যক্তা সা চ বিজ্ঞেয়া সূক্ষ্মা সা বৈষ্ণবী স্মৃতা ॥ ৩০ ॥

হে গার্গি! নাড়ী-সমূহের মধ্যে চতুর্দ্দশটি নাড়ীই প্রধান। তাহাদের নাম যথা,—ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, সরস্বতী, বারুণী, পূষা, হস্তিজিহ্বা, যশস্বিনী, বিশ্বোদরী, কুহূ, শঙ্খিনী, পয়স্বিনী, অলম্বুষা ও গান্ধারী। এই চৌদ্দটি নাড়ী প্রধান বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে ॥ ২৫-২৭ ॥ এই চৌদ্দটির মধ্যে আবার তিনটি প্রধান। এই তিনটির মধ্যে আবার একটি সর্ব্বপ্রধান, এই মুখ্যতমার নাম সুষুম্না, এই নাড়ী বিশ্ব ধারণ করিয়া আছে এবং এই নাড়ীই মুক্তিমার্গ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে ॥ ২৮ ॥ কন্দের মধ্যস্থানে এই সুষুম্নার অবস্থিতি। পৃষ্ঠমধ্যস্থিত অস্থির সহিত অর্থাৎ ঐ অস্থির মধ্যস্থান দিয়া উহা মূর্দ্ধস্থান পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া অবস্থিত আছে। মুক্তিমার্গে এই নাড়ীই ব্রহ্মরন্ধ্র নামে কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই সুষুম্না-নাম্নী নাড়ী অব্যক্তা, অতিশয় সূক্ষ্মা এবং বৈষ্ণবী অর্থাৎ বিষ্ণু-দৈবতা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে ॥ ২৯-৩০ ॥

ইড়া চ পিঙ্গলা চৈব তস্যাঃ সব্যে চ দক্ষিণে।
ইড়া তস্যাঃ স্থিতা সব্যে পিঙ্গলা দক্ষিণে তথা ॥ ৩১ ॥
ইড়ায়াং পিঙ্গলায়াঞ্চ চরতশ্চন্দ্রভাস্করৌ।
ইড়ায়াং চন্দ্রমা জ্ঞেয়ঃ পিঙ্গলায়াং রবিঃ স্মৃতঃ ॥ ৩২ ॥
চন্দ্রস্তামস ইত্যুক্তঃ সূর্য্যো রাজস উচ্যতে।
বিষমার্গো রবের্ভাগঃ সোমভাগোঽমৃতং স্মৃতম্ ॥ ৩৩ ॥
তদেব দধতঃ সর্ব্বং কালং রাত্রিন্দিবাত্মকম্।
ভোক্ত্রী সুষুম্না কালস্য গুহ্যমেতদুদাহৃতম্ ॥ ৩৪ ॥
সরস্বতী কুহূশ্চৈব সুষুম্না পার্শ্বয়োঃ স্থিতে।
গান্ধারী হস্তিজিহ্বা চ মধ্যে বিশ্বোদরী স্থিতা ॥ ৩৫ ॥
যশস্বিন্যাঃ কুহোর্মধ্যে বারুণী চ প্রতিষ্ঠিতা।
পূষায়াশ্চ সরস্বত্যাঃ স্থিতা মধ্যে যশস্বিনী ॥ ৩৬ ॥

ইড়া ও পিঙ্গলা ইহার বাম ও দক্ষিণপার্শ্বে অবস্থিত অর্থাৎ ইড়া বামপার্শ্বে এবং পিঙ্গলা ইহার দক্ষিণপার্শ্বে অবস্থিতি করিতেছে ॥৩১॥ ইড়াতে ও পিঙ্গলাতে চন্দ্র ও সূর্য্য নিরন্তর বিচরণ করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে ইড়ায় চন্দ্রমা এবং পিঙ্গলায় ভাস্কর অবস্থিতি করেন ॥৩২॥ চন্দ্র তমোগুণময় এবং সূর্য্য রজোগুণাত্মক। রবির মার্গ বিষময় এবং চন্দ্রের মার্গ অমৃতময় জানিবে ॥৩৩॥ তাঁহারা উভয়ে রাত্রিন্দিবরূপ কালের বিধানকর্ত্তা। সুষুম্না নাড়ী ঐ কালের ভোক্ত্রী, এই তত্ত্ব অতিশয় গূঢ় বলিয়া উক্ত হইয়াছে॥৩৪॥ সরস্বতী ও কুহূনাম্নী নাড়ী দুইটিও ইহার উভয়পার্শ্ববর্ত্তিনী। গান্ধারী ও হস্তিজিহ্বা নাম্নী নাড়ীদ্বয়ও ইহার পার্শ্বস্থিতা। এই দুইটির মধ্যস্থলে বিশ্বোদরী নাড়ী অবস্থিতি করিতেছে ॥৩৫॥ যশস্বিনী ও কুহূনামক নাড়ীদ্বয়ের মধ্যস্থলে বারুণী নাড়ী অবস্থিত

গান্ধার্য্যাশ্চ সরস্বত্যাঃ স্থিতা মধ্যে পয়স্বিনী।
অলম্বুষা চ বিপ্রেন্দ্রে কন্দমধ্যাদধঃ স্থিতা॥ ৩৭॥
পূর্ব্বভাগে সুষুম্নায়াস্থামেঢ়্রান্তং কুহূঃ স্থিতা।
অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ বিজ্ঞেয়া বারুণী সর্ব্বগামিনী॥ ৩৮॥
যশস্বিনী চ যা নাড়ী পাদাঙ্গুষ্ঠান্তমিষ্যতে।
পিঙ্গলা চোর্দ্ধগা যাম্যে নাসান্তং বিদ্ধি মে প্রিয়ে॥ ৩৯॥
যাম্যে পূষা চ নেত্রান্তা পিঙ্গলায়াঃ সুপৃষ্ঠতঃ।
যশস্বিনী তথা গার্গি যাম্যকর্ণান্তমিষ্যতে॥ ৪০॥
সরস্বতী তথা চোর্দ্ধগাজিহ্বায়াঃ প্রতিষ্ঠিতা।
আসব্যকর্ণাদ্বিপ্রেন্দ্রে শঙ্খিনী চোর্দ্ধগা মতা॥ ৪১॥
গান্ধারী সব্যনেত্রান্তাদিড়ায়াঃ পৃষ্ঠতঃ স্থিতাঃ।
ইড়া চ সব্যনাসান্তা মধ্যভাগে ব্যবস্থিতা॥৪২॥

পূষা ও সরস্বতীর মধ্যস্থলে যশস্বিনী। গান্ধারী ও সরস্বতীর মধ্যে পয়স্বিনী অবস্থিত। হে বিপ্রবর্য্যে! অলম্বুষানাড়ী কন্দমধ্য হইতে অধোভাগে গমন করিয়াছে॥ ৩৬-৩৭॥ সুষুম্নার পূর্ব্বদেশস্থ কুহূনাম্নী নাড়ী মেঢ়্র পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। বারুণী নাড়ী দেহের ঊর্দ্ধ ও অধঃ প্রভৃতি সর্ব্বস্থানেই গমন করিয়াছে॥ ৩৮॥ যশস্বিনী পদের অঙ্গুষ্ঠাগ্রভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে, হে প্রেয়সি! তুমি জানিও যে, সুষুম্নার দক্ষিণদিকে পিঙ্গলানাড়ী ঊর্দ্ধদিকে গমন করিয়া নাসিকার অন্তভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া আছে॥৩৯॥ আর দক্ষিণদিকে পূষানাড়ী পিঙ্গলার পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত অবস্থিত হইয়া নেত্রপ্রান্ত পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া আছে এবং যশস্বিনী দক্ষিণকর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত; সেইরূপে সরস্বতী ঊর্দ্ধে গমন করিয়া জিহ্বাগ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত॥৪০-৪১॥ শঙ্খিনী ঊর্দ্ধদিকে গমন পূর্ব্বক

হস্তিজিহ্বা তথা সব্যপাদাঙ্গুষ্ঠান্তমিষ্যতে।
বিশ্বোদরী তু যা নাড়ী তুন্দমধ্যে প্রতিষ্ঠিতা॥ ৪৩॥
অলম্বুষা মহাভাগে পায়ুমূলাদধোগতা।
এতাস্বন্যাঃ সমুৎপন্নাঃ শিরাস্বন্যাশ্চ তাস্বপি॥ ৪৪॥
যথাশ্বত্থদলে তদ্বৎ পদ্মপত্রেষু বা শিরাঃ।
নাড়ীষেতাসু সর্ব্বাসু বিজ্ঞাতব্যাস্তপোধনে॥ ৪৫॥
প্রাণোঽপানশ্চ সমানশ্চোদানো ব্যান এব চ।
নাগঃ কূর্ম্মশ্চ কৃকরো দেবদত্তো ধনঞ্জয়ঃ॥ ৪৬॥
এতে নাড়ীষু সর্ব্বাসু চরন্তি দশবায়বঃ।
এতেষু বায়বঃ পঞ্চ মুখ্যাঃ প্রাণাদয়ঃ স্মৃতাঃ॥ ৪৭॥
তেষু মুখ্যতমাবেতৌ প্রাণাপানৌ নরোত্তমে।
প্রাণ এবৈতয়োর্ম্মুখ্যঃ সর্ব্বপ্রাণভৃতাং সদা॥ ৪৮॥

বামকর্ণের প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। গান্ধারী ইড়ানাড়ীর পৃষ্ঠে থাকিয়া বামনেত্রান্ত পর্য্যন্ত এবং ইড়া মধ্যভাগে থাকিয়া বামনাসার অগ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে॥ ৪২॥ হস্তিজিহ্বা বামপদাঙ্গুষ্ঠ পর্য্যন্ত এবং বিশ্বোদরী উদরমধ্যভাগে গমন করিয়াছে॥ ৪৩॥ হে মহাভাগে! অলম্বুষা গুহ্যদেশের মূল হইতে অধোদিকে গমন করিয়াছে। এই নাড়ী-সকল হইতে আরও অন্যান্য বহুতর শিরা-সমূহ উৎপন্ন হইয়াছে। হে তপসি! অশ্বত্থপত্রে অথবা পদ্মপত্রে শিরাজাল যেরূপ সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত, এই নাড়ীসকলও দেহমধ্যে সেইরূপ বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে॥৪৪-৪৫॥ প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এবং নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় এই দশ প্রকার বায়ু সর্ব্বদাই উক্ত নাড়ীসকলের মধ্যে বিচরণ করিয়া থাকে। দশবায়ুর মধ্যে প্রাণাদি পঞ্চবায়ু প্রধান। এই পাঁচটির মধ্যে প্রাণ ও অপান

আস্যনাসিকয়োর্মধ্যে হৃন্মধ্যে নাভিমধ্যমে।
প্রাণালয়মিতি প্রাহুঃ পাদাঙ্গুষ্ঠে চ কেচন ॥ ৪৯॥
অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ কুণ্ডল্যাঃ পরিতঃ প্রাণসংজ্ঞকঃ।
ছুয়েষু তেষু গাত্রেষু প্রকাশয়তি দীপবৎ ॥ ৫০ ॥
ব্যানঃ শ্রোত্রাক্ষিমধ্যে চ কৃকাট্যাং গুল্‌ফয়োরপি।
ঘ্রাণে গলে স্ফিচৌ দেশে তিষ্ঠত্যত্র ন সংশয়ঃ ॥ ৫১ ॥
অপানস্তিলয়ং কেচিদ্‌গুদমেঢ্রোরুজানুষু।
উদরে বৃষণে কট্যাং জঙ্ঘে নাভৌ বদন্তি হি ॥ ৫২ ॥
গুদাগ্ন্যাধারয়োস্তিষ্ঠন্ মধ্যেঽপানঃ প্রভঞ্জনঃ।
স্থানেষ্বেতেষু সততং প্রকাশয়তি দীপবৎ ॥ ৫৩ ॥

প্রধান। হে নারীশ্রেষ্ঠে! এই উভয়ের মধ্যে আবার প্রাণীদিগের প্রাণবায়ু শ্রেষ্ঠ ॥৪৬-৪৮॥ মুখনাসিকার মধ্যে, উদরমধ্যে ও নাভি-মধ্যে প্রাণবায়ু অবস্থিতি করে। কেহ কেহ কহেন যে, পাদাঙ্গুষ্ঠ প্রাণবায়ুর বসতিস্থান ॥ ৪৯ ॥ এই প্রাণনামক বায়ু কুণ্ডলীচক্রের অধঃ ও উর্দ্ধভাগে এবং চারিদিকে ব্যাপ্ত থাকিয়া দেহমধ্যস্থ গূঢ় স্থান সমস্ত দীপবৎ প্রকাশ করিয়া থাকে ॥ ৫০ ॥ ব্যানবায়ু কর্ণ ও নেত্রমধ্য, কৃকাটিকা (ঘাড়), গুল্‌ফদ্বয়, নাসিকা, গলদেশ, স্ফিক্‌দ্বয় (কটির অধোদেশ) এই সকল স্থানে অবস্থিতি করিয়া থাকে সন্দেহ নাই ॥ ৫১ ॥ কেহ কেহ কহেন যে, গুহ্যদেশ, মেঢ্র, উরু, জানু, উদর, অণ্ডকোষ, কটি, জঙ্ঘাদ্বয় ও নাভি এই সকল স্থান অপানবায়ুর আশ্রয় ॥ ৫২ ॥ বস্তুতঃ অপানবায়ু গুহ্য ও অগ্ন্যা-ধার-স্থানের মধ্যে অবস্থিতি করিয়া দীপের ন্যায় ঐ সকল স্থান

উদানঃ সর্ব্বসন্ধিস্থঃ পাদয়োর্হস্তয়োরপি।
সমানঃ সর্ব্বগাত্রেষু সর্ব্বং ব্যাপ্য ব্যবস্থিতঃ॥ ৫৪॥
ভুক্তং সর্ব্বং রসং গাত্রে ব্যাপয়ন্ বহ্নিনা সহ।
দ্বাসপ্ততিসহস্রেষু নাড়ীমার্গেষু সঞ্চরন্॥ ৫৫॥
সমানবায়ুরেকৈকঃ সর্ব্বং ব্যাপ্য ব্যবস্থিতঃ।
অগ্নিভিঃ সহ সর্ব্বত্র সাঙ্গোপাঙ্গকলেবরে॥ ৫৬॥
নাগাদিবায়বঃ পঞ্চ ত্বগস্থ্যাদিষু সংস্থিতাঃ।
তুন্দস্থং জলমন্নঞ্চ রসানি চ সমীকৃতম্॥ ৫৭॥
তুন্দমধ্যে গতঃ প্রাণস্তানি কুর্য্যাৎ পৃথক্ পৃথক্।
পুনরগ্নৌ জলং স্থাপ্য অন্নাদীনি জলোপরি॥ ৫৮॥
স্বয়ং হ্যপানঃ সংপ্রাপ্য তেনৈব সহ মারুতঃ।
প্রয়াতি জ্বলনং তত্র দেহমধ্যগতং পুনঃ॥ ৫৯॥

প্রকাশিত করিতেছে॥ ৫৩॥ উদানবায়ু সমস্ত সন্ধিস্থানে এবং হস্তপাদে অবস্থিতি করে। সমান-বায়ু সমস্ত গাত্র ব্যাপিয়া বাস করিয়া থাকে॥ ৫৪॥ এক ব্যান সমস্ত ভুক্ত দ্রব্যের রস অগ্নির সহিত শরীরের সর্ব্বস্থানে ব্যাপিত করিয়া থাকে। এই একমাত্র ব্যানবায়ু ৭২০০০ বাহাত্তর হাজার নাড়ীপুঞ্জে সঞ্চরণ পূর্ব্বক অগ্নির সহিত শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-স্থান ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছে॥ ৫৫-৫৬॥ নাগাদি বায়ুপঞ্চক ত্বক্, অস্থি প্রভৃতি স্থানে অবস্থিতি করিয়া উদরস্থিত জল, অন্ন ও রসাদির সমীকরণ করিয়া থাকে। উদরমধ্যস্থিত প্রাণবায়ু তত্রস্থিত জল, অন্ন ও রসাদিকে পৃথক্ পৃথক্ করে। তখন অপানবায়ু স্বয়ং উপস্থিত হইয়া অগ্নির উপর জল, জলের উপর অন্নাদি সংস্থাপন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার দেহমধ্যস্থিত বহ্নিস্থানে প্রতিগমন করে॥৫৭-৫৯॥

বায়ুনা বাতিতো বহ্নিরপানেন শনৈঃ শনৈঃ।
ততো জ্বলতি বিপ্রেন্দ্রে স্বকুলে দেহমধ্যমে ॥ ৬০ ॥
জ্বালাভির্জ্বলিতস্তত্র প্রাণেন প্রেরিতস্ততঃ।
জলমত্যুষ্ণমকরোৎ কোষ্ঠমধ্যগতং তদা ॥ ৬১ ॥
অন্নং ব্যঞ্জনসংযুক্তং জলোপরি সমর্পিতম্।
ততঃ সুপক্কমকরোদ্বহ্নিঃ সন্তপ্তবারিণা ॥ ৬২ ॥
স্বেদমূত্রে জলং স্যাতাং বীর্য্যরূপং রসো ভবেৎ।
পুরীষমন্নং স্যাদ্গার্গি প্রাণঃ কুর্য্যাৎ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৬৩ ॥
সমানবায়ুনা সার্দ্ধং রসং সর্ব্বাসু নাড়ীষু।
ব্যাপয়ন্ শ্বাসরূপেণ দেহে চরতি মারুতঃ ॥ ৬৪ ॥
ব্যোমরন্ধ্রৈশ্চ নবভির্বিণ্মূত্রাণাং বিসর্জ্জনম্।
কুর্ব্বন্তি বায়বঃ সর্ব্বে শরীরেষু শরীরিণাম্ ॥ ৬৫ ॥

হে বিপ্রবর্য্যে। তখন ঐ অগ্নি অপানবায়ু দ্বারা উত্তেজিত হইয়া শনৈঃ শনৈঃ দেহস্থ নিজস্থানে জ্বলিতে থাকে ॥ ৬০ ॥ তদনন্তর শিখাবিশিষ্ট সেই অগ্নি প্রাণবায়ু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া কোষ্ঠমধ্যস্থিত জলকে অতিশয় উষ্ণ করিয়া থাকে ॥ ৬১ ॥ তখন ঐ বহ্নি জলোপরি সংস্থাপিত ভুক্ত অন্ন-জলাদিকে সেই সন্তপ্ত জল দ্বারা উত্তমরূপে পাক করে ॥৬২॥ হে গার্গি! তখন ঐ পক্ক জলাদি স্বেদ ও মূত্ররূপে এবং রসাদি বীর্য্যরূপে আর অন্নাদি পুরীষরূপে পরিণত হয়। প্রাণবায়ু এই সকল কার্য্য পৃথক্ পৃথক্‌রূপে সম্পাদন করিয়া থাকে ॥ ৬৩ ॥ তদনন্তর ঐ প্রাণ সমান-বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া অন্ন-রসাদিকে সমস্ত নাড়ীতে পরিব্যাপ্ত করিয়া নিশ্বাস-প্রশ্বাসরূপে দেহমধ্যে সঞ্চরণ করিয়া থাকে ॥৬৪॥ নয়টি শূন্যরন্ধ্র দ্বারা ঐ স্বেদ, বিষ্ঠা ও মূত্রাদি দেহ হইতে বহির্গত

নিঃশ্বাসোচ্ছ্বাসকাশেণ প্রাণকর্ম্ম সমীরিতম্।
অপানবায়োঃ কর্ম্মৈতদ্বিণ্মূত্রাদিবিসর্জ্জনম্ ॥ ৬৬ ॥
হানোপাদানচেষ্টাদি ব্যানকর্ম্মেতি চেষ্যতে।
উদানকর্ম্ম তচ্চোক্তং দেহস্যোন্নয়নাদি যৎ ॥ ৬৭ ॥
পোষণাদি সমানস্য শরীরে কর্ম্ম কীর্ত্তিতম্।
উদগারাদিগুণো যস্ত নাগকর্ম্ম সমীরিতম্ ॥ ৬৮ ॥
নিমীলনাদি কূর্ম্মস্য ক্ষুত্তৃষ্ণে কৃকরস্য চ।
দেবদত্তস্য বিপেন্দ্রে তন্দ্রাকর্ম্মেতি কীর্ত্তিতম্।
ধনঞ্জয়স্য শোষাদি সর্ব্বকর্ম্ম প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৬৯ ॥
জ্ঞাত্বৈবং নাড়ীসংস্থানং বায়ূনাং স্থানকর্ম্ম চ।
বিধিনোক্তেন মার্গেণ নাড়ীসংশোধনং কুরু ॥ ৭০ ॥

ইতি শ্রীযোগিযাজ্ঞবল্ক্যে উত্তরখণ্ডে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

হইয়া যায়। বায়ু সকল সর্ব্বদা এইরূপে শরীরমধ্যে কার্য্য সম্পাদন করিতেছে ॥ ৬৫ ॥ নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাস প্রাণবায়ুর কার্য্য বলিয়া উক্ত হয়। বিষ্ঠামূত্রাদির বহির্নিঃসারণ অপানবায়ুর কার্য্য ॥ ৬৬ ॥ ত্যাগ ও সংগ্রহ ব্যানবায়ুর কার্য্য, অঙ্গের উন্নয়নাদি উদানের কার্য্য এবং দেহের পোষণাদি সমানবায়ুর কার্য্য বলিয়া কথিত হয়। উদ্গারাদি নাগবায়ুর কার্য্য। হে বিপ্রবর্গে! গার্গি। নিমীলনাদি কূর্ম্ম বায়ুর কার্য্য, ক্ষুধা ও তৃষ্ণা কৃকর-বায়ুর কার্য্য। নিদ্রাতন্দ্রাদি দেবদত্তের কার্য্য, শোষণাদি সমস্ত ক্রিয়া ধনঞ্জয়-নামক বায়ুর কার্য্য বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে ॥ ৬৭-৬৯ ॥ হে গার্গি! এইরূপে নাড়ী সকলের সংস্থান ও বায়ুসকলের স্থান এবং কর্ম্ম অবগত হইয়া শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে নাড়ী সকলের শোধন করিবে ॥ ৭০ ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

নাড়ীশুদ্ধিঃ।

গার্গ্যুবাচ।

ভগবন্ ব্রহ্মবিচ্ছ্রেষ্ঠ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ।
কেনোপায়েন শুদ্ধাঃ স্যুর্নাড্যো মে ত্বং বদ প্রভো॥ ১॥
ইত্যুক্তো ব্রহ্মবাদিন্যা ব্রহ্মবিদ্ব্রাহ্মণস্তদা।
তাং সমালোক্য কৃপয়া নাড়ীশুদ্ধিমভাষত॥ ২॥

ভগবানুবাচ।

বিধ্যুক্তকর্ম্মসংযুক্তঃ কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতঃ।
যমৈশ্চ নিয়মৈর্যুক্তঃ সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিতঃ॥ ৩॥

গার্গী কহিলেন, হে ভগবন্। আপনি বেদজ্ঞগণের শ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, হে প্রভো। কি উপায়ে নাড়ীসকল শুদ্ধ হয়, সেই বিষয় আমাকে বলুন্॥১॥ ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মবাদিনী গার্গী কর্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া তাঁহার প্রতি নেত্রনিক্ষেপ পূর্ব্বক নাড়ীশুদ্ধির বিবরণ বলিতে আরম্ভ করিলেন॥২॥

ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, কামনা ও সঙ্কল্পবর্জ্জিত হইয়া বিহিত ক্রিয়াসকলের অনুষ্ঠান করিবে। যম ও নিয়মে নিযুক্ত হইয়া সকল প্রকার বিষয়-বাসনা পরিত্যাগ করিবে॥৩॥

কৃতবিদ্যো জিতক্রোধঃ সত্যধর্ম্মপরায়ণঃ।
গুরুশুশ্রূষণরতঃ পিতৃমাতৃপরায়ণঃ ॥ ৪ ॥
স্বাশ্রমস্থঃ সদাচারো বিদ্বদ্ভিশ্চ সুশিক্ষিতঃ।
তপোবনং সুসংপ্রাপ্য ফলমূলোদকান্বিতম্ ॥ ৫ ॥
তত্র রম্যে শুচৌ দেশে ব্রহ্মঘোষসমন্বিতে।
স্বধর্ম্মনিরতৈঃ শান্তৈর্ব্রহ্মবিদ্ভিঃ সমাবৃতে ॥ ৬ ॥
বারিভিশ্চ সুসংপূর্ণে পুষ্পৈর্নানাবিধৈর্যুতে।
ফলমূলৈশ্চ সংপূর্ণে সর্ব্বকামফলপ্রদে ॥ ৭ ॥
দেবাশ্রমে বা নদ্যাং বা গ্রামে বা নগরেষু বা।
সুশোভনং মঠং কৃত্বা সর্ব্বরক্ষাসমন্বিতম্ ॥ ৮ ॥
ত্রিকালস্নানসংযুক্তঃ স্বধর্ম্মনিরতঃ সদা।
বেদান্তশ্রবণং কুর্ব্বংস্তস্মিন্ যোগং সমভ্যসেৎ ॥ ৯ ॥

কৃতবিদ্য,জিতক্রোধ, সত্যপরায়ণ, পিতা-মাতার প্রতি ভক্তিমান্, নিরন্তর গুরুজনগণের শুশ্রূষায় নিযুক্ত,স্বীয় আশ্রমে অবস্থিত,সদাচার, বিদ্বান্,জ্ঞানিগণ কর্ত্তৃক সুশিক্ষিত হইয়া সাধুশীল ব্যক্তি ফলমূল ও সলিল-সমন্বিত তপোবনে গমন করিয়া বেদধ্বনি-সমন্বিত, স্বধর্ম্মনিরত,জিতেন্দ্রিয় বেদজ্ঞগণে সমাবৃত কোন মনোরম সুপবিত্র স্থানে কিংবা নানাবিধ ফলমূল ও পুষ্পপরিপূর্ণ সলিলসমন্বিত সর্ব্বকামার্থপ্রদ দেবালয় বা নদী অথবা গ্রাম কিংবা নগরে সমস্ত বিঘ্ন ও বাধাদি হইতে সুরক্ষিত সুশোভন মঠ নির্ম্মাণ করিয়া সেই স্থানে ত্রিসন্ধ্যা স্নানে নিযুক্ত ও সর্ব্বদা স্বধর্ম্মনিরত থাকিয়া বেদান্ত শ্রবণপূর্ব্বক যোগাভ্যাসে সম্যক্‌রূপ নিযুক্ত থাকিবে ॥ ৩-৯ ॥

কেচিদ্বদন্তি মুনয়স্তপঃস্বাধ্যায়সংযুতাঃ ॥ ১০ ॥
নির্জ্জনে নিলয়ে রম্যে বাতাতপবিবর্জ্জিতে।
বিধ্যুক্তকর্ম্মসংযুক্তঃ শুচির্ভূত্বা সমাহিতঃ।
মন্ত্রৈর্ন্যস্ততনুর্ধীরঃ সিতভস্মধরঃ সদা ॥ ১১ ॥
মৃদাসনোপরি কুশান্ সমাস্থায়াথ বাজিনম্ ॥ ১২ ॥
বিনায়কং সুসংপূজ্য ফলমূলোদকাদিভিঃ।
ইষ্টদেবং গুরুং নত্বা তত আরভ্য চাসনম্ ॥ ১৩ ॥
প্রাঙ্মুখোদঙ্মুখো বাপি জিতাসনগতঃ স্বয়ম্।
সমগ্রীবশিরঃকায়ঃ সংবৃতাস্যঃ সুনিশ্চলম্ ॥ ১৪ ॥
নাসাগ্রদৃক্ সদা সম্যক্ সব্যে ন্যস্যেতরং করম্।
নাসাগ্রে শশভৃদ্বিম্বং জ্যোৎস্নাজালবিরাজিতম্ ॥ ১৫ ॥
সপ্তমস্য তু বর্গস্য চতুর্থং বিন্দুসংযুতম্।
স্রবন্তমমৃতং পশ্যন্ নেত্রাভ্যাং সুসমাহিতঃ ॥ ১৬ ॥

তপোনিষ্ঠ ও বেদাধ্যয়ননিরত, স্বধর্ম্মপরায়ণ, তন্ত্রশাস্ত্রে নিয়ত নিরত কোন কোন মুনিগণ কহিয়া থাকেন যে, বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানশীল ব্যক্তি বাতাতপবর্জ্জিত মনোহর জনশূন্য স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক শুচি হইয়া সমাহিতচিত্তে মন্ত্রদ্বারা অঙ্গন্যাস ও সতত সর্ব্বাঙ্গে শ্বেত ভস্ম ধারণ করিয়া মৃত্তিকার উপর কুশাসন বা মৃগচর্ম্ম বিস্তৃত করিয়া ধীরভাবে উপবেশন করিবে। তদনন্তর ফল, মূল ও জলাদি দ্বারা গণদেবের পূজা পূর্ব্বক অভীষ্ট-দেব ও গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া আসন করিতে আরম্ভ করিবে। আসন-জয় হইলে সেই আসন অবলম্বন পূর্ব্বক পূর্ব্বমুখ বা উত্তর-মুখ হইয়া গ্রীবা, মস্তক ও দেহ সমভাবে রাখিয়া, সংবৃতমুখে নিশ্চল থাকিয়া নাসার অগ্রভাগে দৃষ্টি বিন্যাস পূর্ব্বক বামকরের

ইড়ায়াং বায়ুমারোপ্য পূরয়িত্বোদরং ততঃ।
ততোঽগ্নিং দেহমধ্যস্থং ধ্যায়ন্ জ্বালাবলীযুতম্॥ ১৭॥
রেফঞ্চ বিন্দুসংযুক্তমগ্নিমণ্ডলসংযুতম্।
ধ্যায়ন্ বিরেচয়েৎ পশ্চান্মন্দং পিঙ্গলয়া পুনঃ॥ ১৮॥
পুনঃ পিঙ্গলয়াপূর্য্য প্রাণং দক্ষিণতঃ সুধীঃ।
পুনশ্চ রেচয়েদ্ধীমানিড়য়া চ শনৈঃ শনৈঃ॥ ১৯॥
ত্রিচতুর্বৎসরং বাপি ত্রিচতুর্মাসমেব চ।
ষট্ কৃত্বা আচরন্ নিত্যং রহস্যেবং ত্রিসন্ধিষু॥ ২০॥
নাড়ীশুদ্ধিমবাপ্নোতি পৃথক্‌চিহ্নোপলক্ষিতাম্।
শরীরলঘুতা দীপ্তির্বহ্নের্জ্জঠরবর্ত্তিনঃ॥ ২১॥

উপর দক্ষিণ কর বিন্যাস করিবে। তদনন্তর নাসাগ্রে জ্যোৎস্নারাজি-বিরাজিত চন্দ্রবিম্ব এবং বিন্দুসংযুক্ত সপ্তম-বর্গের চতুর্থ অক্ষর অর্থাৎ 'হঁ' এই অমৃতস্রাবী বর্ণটিকে নেত্রদ্বয় দ্বারা দর্শন করিয়া সমাহিতচিত্তে ইড়া নাড়ীতে বায়ু আরোপিত করিয়া তদ্দ্বারা উদর পূর্ণ করিবে। তদনন্তর দেহমধ্যস্থিত জ্বালাসমূহ-সমন্বিত অগ্নিকে ধ্যান করিয়া অগ্নিমণ্ডল-মধ্যস্থিত অনুস্বারযুক্ত রকার অর্থাৎ 'রং' এই বহ্নিবীজ চিন্তা করিয়া পরে পিঙ্গলা নাড়ী দ্বারা ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে বায়ু রেচন করিবে॥ ১০-১৮॥ সুধী ব্যক্তি পুনর্ব্বার পিঙ্গলা দ্বারা দক্ষিণনাসাপথে প্রাণবায়ু আকর্ষণ পূর্ব্বক উদর পূর্ণ করিয়া ইড়া দ্বারা ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে রেচন করিবে॥ ১৯॥ নির্জ্জনে বসিয়া এইরূপ তিন চারি বৎসর বা তিন চারি মাস প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যায় ছয়বার করিয়া অভ্যাস করিলে লক্ষণবিশেষ দ্বারা নাড়ীশুদ্ধি হইল বলিয়া জানিতে পারিবে অর্থাৎ নাড়ীশুদ্ধি হইলে শরীরের লঘুতা, জঠরাগ্নির দীপ্তি

নাদাভিব্যক্তিরিত্যেতচ্চিহ্নং তৎসিদ্ধিসূচকম্।
যাবন্নৈতানি সম্পশ্যেৎ তাবদেবং সমভ্যসেৎ ॥ ২২ ॥
ইতি শ্রীযোগিযাজ্ঞবল্ক্যে উত্তরখণ্ডে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

প্রাণায়ামঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

প্রাণায়ামমথেদানীং প্রবক্ষ্যামি বিধানতঃ।
সমাহিতমনাস্ত্বঞ্চ শৃণু গার্গি বরাননে ॥ ১ ॥
প্রাণাপানসমাযোগঃ প্রাণায়াম ইতীরিতঃ।
প্রাণায়াম ইতি প্রোক্তো রেচপূরককুম্ভকৈঃ ॥ ২ ॥
বর্ণত্রয়াত্মিকা হ্যেতে রেচপূরককুম্ভকাঃ।
স এষ প্রণবঃ প্রোক্তঃ প্রাণায়ামশ্চ তন্ময়ঃ ॥ ৩ ॥

এবং দেহাভ্যন্তরে নাদবিশেষ অভিব্যক্ত হইবে। এই সকলই নাড়ীশুদ্ধিসূচক চিহ্ন জানিবে। যাবৎ এই সকল লক্ষণ দেখিতে না পাইবে, তাবৎ ঐরূপ অভ্যাস করিবে ॥ ২০-২২ ॥

ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, হে বরাননে গার্গি! এক্ষণে আমি বিধিবিহিত প্রাণায়ামের বিষয় বলিব, তুমি একান্তচিত্তে শ্রবণ কর। ১ ॥ প্রাণ ও অপান-বায়ুর পরস্পর সংযোগকে প্রাণায়াম কহে। এই প্রাণায়াম রেচক, পূরক ও কুম্ভক এই তিনটি প্রক্রিয়া দ্বারা সম্পাদিত করিতে হয় ॥ ২ ॥ এই রেচক, পূরক

ইড়য়া বায়ুমারোপ্য পূরয়িত্বোদরস্থিতম্।
শনৈঃ ষোড়শভির্মাত্রৈরকারং তত্র সংস্মরেৎ॥ ৪॥
ধারয়েৎ পূরিতং পশ্চাচ্চতুঃষষ্ট্যা চ মাত্রয়া।
উকারমূর্ত্তিমত্রাপি সংস্মরন্ প্রণবং জপেৎ॥ ৫॥
যাবদ্বা শক্যতে তাবৎ ধারণং জপসংযুতম্।
পূরিতং রেচয়েৎ পশ্চাৎ প্রাণং বাহ্যানিলান্বিতম্॥ ৬॥
শনৈঃ পিঙ্গলয়া গার্গি দ্বাত্রিংশন্মাত্রয়া পুনঃ।
প্রাণায়ামো ভবেদেবং পুনশ্চৈবং সমভ্যসেৎ॥ ৭॥

ও কুম্ভক যথাক্রমে অকার, উকার ও মকার এই ত্রিবর্ণাত্মক; অতএব প্রণবও উক্ত ত্রিবর্ণাত্মক। এই হেতু প্রাণায়ামও প্রণবময় বলিয়া উক্ত হইয়াছে॥ ৩॥ প্রথমে ইড়ানাড়ী দ্বারা বাহ্য বায়ু আকর্ষণ পূর্ব্বক ষোড়শবার অকারমূর্ত্তি চিন্তা করিয়া প্রণব জপ করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে ঐ বায়ু উদরস্থ করিবে॥ ৪॥ অনন্তর উকারমূর্ত্তি স্মরণ পূর্ব্বক চতুঃষষ্টিবার প্রণব জপ করিতে করিতে ঐ পূরিত বায়ুকে উদরে ধারণ করিবে অথবা যতক্ষণ পর্য্যন্ত ধারণ করিতে সমর্থ, ততক্ষণই প্রণব জপ করিতে করিতে উহা ধারণ করিবে। তদনন্তর দ্বাত্রিংশদ্বার প্রণব জপ করিতে করিতে পিঙ্গলা নাড়ী দ্বারা ঐ বায়ুকে রেচন করিয়া বাহ্য-বায়ুর সহিত সম্মিলিত করিবে। এইরূপ প্রক্রিয়া করিলে পর একটি প্রাণায়ামের অনুষ্ঠান করা হইল। তদনন্তর আবার মকারমূর্ত্তি স্মরণ করিয়া ষোড়শবার প্রণব জপ করিতে করিতে পিঙ্গলা নাড়ী দ্বারা বায়ু আকর্ষণ পূর্ব্বক উদর পূর্ণ

ততঃ পিঙ্গলয়াপূর্য্য মাত্রৈঃ ষোড়শভিস্তথা।
মকারমূর্ত্তিমত্রাপি সংস্মরন্ সুসমাহিতঃ ॥ ৮ ॥
পূরিতং ধারয়েৎ প্রাণং প্রণবং বিংশতিদ্বয়ম্।
জপেদত্র স্মরন্ মূর্ত্তিং মকারাখ্যং মহেশ্বরম্ ॥ ৯ ॥
যাবদ্বা শক্যতে পশ্চাৎ রেচয়েদিড়য়ানিলম্।
এবমেনং পুনঃ কুর্য্যাদিড়য়া পূর্ব্ববৎ প্রিয়ে ॥ ১০ ॥
যদ্বা প্রাণং সমারোপ্য পূরয়িত্বোদরস্থিতম্।
প্রণবেন সুসংযুক্তাং ব্যাহৃতীভিশ্চ সংযুতাম্ ॥ ১১ ॥
গায়ত্রীং বা জপেদ্বিপ্রঃ প্রাণসংযমনে ত্রয়ম্।
পুনশ্চৈবং ত্রিভিঃ কুর্য্যাৎ পুনশ্চৈবং ত্রিসন্ধিষু ॥ ১২ ॥
যদ্বা সমভ্যসেন্নিত্যং বৈদিকং লৌকিকং তু বা।
প্রাণসংযমনে পশ্চাজ্জপেৎ তদ্বিংশতিদ্বয়ম্ ॥১৩॥

করিয়া একাগ্রচিত্তে মকারমূর্ত্তি স্মরণ পূর্ব্বক চত্বারিংশদ্বার প্রণব জপ করিতে করিতে পূরিত বায়ুকে উদরে ধারণ করিবে। অথবা যতক্ষণ সমর্থ হয়, ততক্ষণই প্রণব জপ ও বায়ু ধারণ করিবে। তৎপরে ইড়া দ্বারা ঐ বায়ু ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে পরিত্যাগ করিবে। হে প্রিয়ে! এইরূপ প্রক্রিয়া পুনর্ব্বার ইড়ানাড়ী দ্বারা পূর্ব্বের ন্যায় অনুষ্ঠান করিবে ॥ ৫-১০ ॥

আর এক প্রকার প্রাণায়াম বা প্রাণসংযম এইরূপ যথা—বিপ্রগণ প্রণব ও ব্যাহৃতির সহিত তিনবার গায়ত্রীজপ করিয়া বাহ্যবায়ু আকর্ষণ পূর্ব্বক উদর পূর্ণ করিয়া উদরে ধারণ করিবে। এইরূপে ত্রিসন্ধ্যার প্রতিসন্ধ্যাতে তিন তিনটি করিয়া প্রাণায়াম অভ্যাস করিবে ॥ ১১-১২ ॥ অথবা প্রতিদিন প্রাণ-সংযমন-সময়ে

...ক্ষণঃ শ্রুতিসম্পন্নঃ স্বধর্ম্মনিরতঃ সদা।
সবৈদিকং জপেন্মন্ত্রং লৌকিকং ন কদাচন।
কেচিজ্জনহিতার্থায় জপমিচ্ছন্তি লৌকিকম্॥ ১৪॥
দ্বিজবৎ ক্ষত্রিয়স্যোক্তঃ প্রাণসংযমনে জপঃ ১৫॥
বৈশ্যানাং ধর্ম্মযুক্তানাং স্ত্রীশূদ্রাণাং তপস্বিনাম্।
প্রাণসংযমনে গার্গি মন্ত্রং প্রাণবিবর্জ্জিতম্॥ ১৬॥
নমোঽন্তং শিবমন্ত্রং বা বৈষ্ণবং বা তথা বুধৈঃ।
যদ্বা সমভ্যসেচ্ছূদ্রঃ সূনার্ষং বিধিপূর্ব্বকম্॥ ১৭॥
প্রাণসংযমনে স্ত্রী চ জপেৎ তদ্বিংশতিদ্বয়ম্।
ন বৈদিকং জপেচ্ছূদ্রঃ স্ত্রিয়শ্চ ন কদাচন।
স্বাশ্রমস্থস্য বৈশ্যস্য কেচিদিচ্ছন্তি বৈদিকম্॥ ১৮॥

চত্বারিংশদ্বার বৈদিক বা লৌকিক মন্ত্র জপ করিবে। বেদসম্পন্ন স্বধর্ম্মনিরত ব্রাহ্মণ সর্ব্বদাই বৈদিক মন্ত্র জপ করিবেন, কদাচ লৌকিক মন্ত্র জপ করিবেন না। কোন কোন মুনি লোকহিতের নিমিত্ত সকলের পক্ষেই লৌকিক মন্ত্রজপের বিধি করিয়াছেন। প্রাণসংযমনবিষয়ে ক্ষত্রিয়ের জপ ব্রাহ্মণের তুল্য বলিয়া বিহিত হইয়াছে॥ ১৩-১৫॥ হে গার্গি! তপস্যা-নিরত ধর্ম্মপরায়ণ বৈশ্য, শূদ্র ও স্ত্রীগণ কেবল প্রণবমাত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক শিবমন্ত্র বা বিষ্ণুমন্ত্রের অন্তে "নমঃ" এই শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক জপ করিবে। অথবা শূদ্রগণ বিধিপূর্ব্বক ঋষিপ্রণীত মন্ত্র জপ করিয়াই প্রাণসংযমন করিবে। স্ত্রী-শূদ্রাদিরা চত্বারিংশদ্বার উক্ত মন্ত্র জপ করিবে। শূদ্র ও স্ত্রীলোক বৈদিক-মন্ত্র কদাচ জপ করিবে না। স্বীয় আশ্রমধর্ম্মস্থিত বৈশ্যের পক্ষে কেহ কেহ বৈদিক মন্ত্রজপের বিধি করিয়াছেন॥ ১৬-১৮॥

সন্ধ্যয়োরুভয়োর্নিত্যং গায়ত্র্যা প্রণবেন বা ॥ ১৯ ॥
প্রাণসংযমনং কুর্য্যাদ্‌ব্রাহ্মণো বেদপারগঃ।
নিত্যমেবং প্রকুর্ব্বীত প্রাণায়ামাংস্তু ষোড়শ ॥ ২০ ॥
অপি ভ্রূণহনং মাসাৎ পুনন্ত্যহরহঃ কৃতাঃ।
ঋতুত্রয়াৎ পুনন্ত্যেবং জন্মান্তরকৃতাদঘাৎ ॥ ২১ ॥
সংবৎসরাৎ ব্রহ্মবধাৎ তস্মান্নিত্যং সমভ্যসেৎ।
যোগাভ্যাসরতাস্ত্বেবং স্বধর্ম্মনিরতাশ্চ যে।
প্রাণসংযমনেনৈব সর্ব্বে মুক্তা ভবন্তি হি ॥ ২২ ॥
বাহ্যাদাপূরণং বায়োরুদরে পূরকো হি সঃ ॥ ২৩ ॥
সম্পূর্ণকুম্ভবদ্বায়োর্ধারণং কুম্ভকো ভবেৎ।
বহির্যদ্রেচনং বায়োরুদরাদ্রেচনং হি যৎ ॥ ২৪ ॥

বেদপারগ ব্রাহ্মণ প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যায় প্রণব অথবা গায়ত্রী পাঠ পূর্ব্বক ষোড়শবার প্রাণায়াম করিবেন। প্রত্যহ এইরূপে প্রাণায়াম অভ্যাস করিলে একমাসের পর ভ্রূণহত্যাজনিত পাপ হইতে, ছয় মাস অভ্যাস করিলে জন্মান্তরকৃত পাপ হইতে এবং সংবৎসর অভ্যাস করিলে ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়; অতএব প্রতিদিনই প্রাণায়ামের অনুষ্ঠান করা একান্ত কর্ত্তব্য। যাঁহারা যোগাভ্যাসে ও স্বধর্ম্মে নিরত, তাঁহারা প্রাণসংযমন দ্বারা নিশ্চিতই মুক্তিলাভে সমর্থ হইয়া থাকেন, সন্দেহ নাই ॥১৯-২২॥

বাহ্যস্থান হইতে বায়ু আকর্ষণ পূর্ব্বক উদর পূর্ণ করাকে পূরক কহে। পূর্ণকুম্ভের ন্যায় উদরে বায়ু ধারণ করাকে কুম্ভক কহে। উদর হইতে ঐ বায়ুকে বাহিরে নিঃসারণ করার নাম

প্রস্বেদজনকো যস্ত প্রাণায়ামেষু সোঽধমঃ।
কম্পে চ মধ্যমঃ প্রোক্ত উত্থানে চোত্তমো ভবেৎ॥ ২৫॥
পূর্ব্বং পূর্ব্বং প্রকুর্ব্বীত যাবদুত্তমসম্ভবঃ।
সম্ভবত্যুত্তমে গার্গি প্রাণায়ামে সুখী ভবেৎ॥২৬॥
প্রাণো লয়তি তেনৈব দেহস্থান্তস্ততোঽধিকঃ।
দেহশ্চোত্তিষ্ঠতে তেন কৃতাসনপরিগ্রহঃ॥২৭॥
নিশ্বাসোচ্ছ্বাসকৌ তস্য ন বিদ্যেতে কথঞ্চন।
দেহে যদ্যপি তৌ স্যাতাং স্বাভাবিকগুণাবুভৌ॥ ২৮॥
তথাপি লক্ষ্মতস্তেন প্রাণায়ামোত্তমেন হি।
তয়োর্নাশে সমর্থঃ স্যাৎ কর্ত্তুং কেবলকুম্ভকম্॥ ২৯॥

রেচক ॥ ২৩-২৪॥ প্রাণায়ামকালে শরীর হইতে ঘর্ম্ম নির্গত হইলে তাহাকে অধম লক্ষণ, শরীরে কম্প হইলে তাহাকে মধ্যম লক্ষণ, আর যদি সমস্ত শরীর ঊর্দ্ধগামী হয় অর্থাৎ শূন্যে উঠে, তবে তাহাকে উত্তম লক্ষণ কহে॥২৫॥ যাবৎ উত্তম লক্ষণ না হয়, তাবৎ অধমাদি অভ্যাস করিবে। যখন উত্তমের সম্ভাবনা হইবে, তখন প্রাণায়ামে প্রচুর সুখানুভব হইতে থাকিবে॥২৬॥ প্রাণপবন দেহ হইতে দীর্ঘ হইলেও এই ক্রিয়ার দ্বারা সংযমিত হইয়া শরীরের অন্তর্ভাগেই লীন হইয়া থাকিবে, তখন আসন-বিশিষ্ট শরীর ঊর্দ্ধদিকে শূন্যে উত্থিত হইবে॥ ২৭॥ তখন তাহার কোন প্রকার নিশ্বাস বা প্রশ্বাস বিদ্যমান থাকিবে না। নিশ্বাস ও প্রশ্বাস দেহের স্বাভাবিক গুণ বটে, তথাপি প্রাণায়ামের উত্তম লক্ষণ প্রকাশ পাইলে উহারা বিনাশ পাইয়া থাকে এবং নিশ্বাস-প্রশ্বাস বিনাশ পাইলে যোগী কেবল-কুম্ভক

রেচকং পূরকং মুক্ত্বা সুখং যদ্বায়ুধারণম্।
প্রাণায়ামোঽয়মিত্যুক্তঃ স বৈ কেবলকুম্ভকঃ ॥৩০ ॥
রেচ্য চাপূর্য্য যঃ কুর্য্যাৎ স বৈ সহিতকুম্ভকঃ।
সহিতং কেবলঞ্চাপি কুম্ভকং নিত্যমভ্যসেৎ ॥৩১ ॥
যাবৎ কেবলসিদ্ধিঃ স্যাৎ সহিতং তাবদভ্যসেৎ।
কেবলে কুম্ভকে সিদ্ধে রেচপূরকবর্জ্জিতে ॥ ৩২ ॥
ন তস্য দুর্লভং কিঞ্চিৎ ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে।
মনো লয়ত্বং লভতে পলিতাদি বিনশ্যতি ॥ ৩৩ ॥
মুক্তেরয়ং মহামার্গো মকারাখ্যোঽন্তরাত্মনঃ।
নাদশ্চোৎপাদয়ত্যেষ কুম্ভকঃ প্রাণসংযমঃ ৩৪ ॥

অভ্যাস করিতে সমর্থ হয় ॥ ২৮-২৯ ॥ রেচক ও পূরক পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুখে একমাত্র বায়ু ধারণ পূর্ব্বক যে প্রাণায়াম করা যায়, তাহার নাম কেবলকুম্ভক ॥ ৩০ ॥ বায়ুর পূরণ ও রেচন এই দুই ক্রিয়া দ্বারা যে প্রাণায়াম করা যায়, তাহাকে "সহিত কুম্ভক" কহে। প্রতিদিন সহিত ও কেবল এই দুই প্রকার কুম্ভকই অভ্যাস করা উচিত ॥ ৩১ ॥ যে পর্য্যন্ত কেবল কুম্ভক সিদ্ধ না হয়, তাবৎ সহিতকুম্ভকের অনুষ্ঠান করিবে। যখন রেচক ও পূরকবিহীন কেবলকুম্ভক সিদ্ধ হয়, তখন তাহার ত্রিভুবনে কিছুই দুর্লভ থাকে না ; তাহার মন বিলীন হইয়া যায় অর্থাৎ আর কোন বিষয়ের প্রতি গমন করে না।* আর তাহার কেশাদির শুক্লতা ও ত্বচ্-তরঙ্গ বা মাংসলোলতা দূরীকৃত হয় ॥৩২-৩৩॥ এই কুম্ভক অন্তরাত্মার মোক্ষলাভের মহান্ উপায় এবং এই কুম্ভকই নাদের উৎপাদন করে। প্রাণবায়ুকে নিরোধ করিয়া দেহমধ্যে রাখার

প্রাণসংযমনং নাম দেহে প্রাণবিধারণম্।
এষ প্রাণজয়োপায়ঃ সর্ব্বমৃত্যুপ্রঘাতকঃ ॥ ৩৫ ॥
কিঞ্চিৎ প্রাণজয়োপায়ং তব বক্ষ্যামি তত্ত্বতঃ।
বাহ্যাৎ প্রাণং সমাকৃষ্য পূরয়িত্বোদরস্থিতম্ ॥ ৩৬ ॥
নাভিমধ্যে চ নাসাগ্রে পাদাঙ্গুষ্ঠে চ যত্নতঃ।
ধারয়েৎ মনসা প্রাণং সন্ধ্যাকালে চ সর্ব্বদা ॥ ৩৭ ॥
সর্ব্বরোগবিনির্ম্মুক্তো জীবেৎ যোগী জিতশ্রমঃ।
নাসাগ্রে ধারণং গার্গি বায়োর্ব্বিজয়কারণম্ ॥ ৩৮ ॥
সর্ব্বরোগবিনাশঃ স্যান্নাভিমধ্যে তু ধারয়েৎ।
শরীরং লঘুতাং যাতি পাদাঙ্গুষ্ঠে তু ধারণাৎ ॥৩৯ ॥

নাম প্রাণসংযম। এই প্রাণসংযমকারক কুম্ভকই প্রাণবায়ুজয়ের উপায় এবং ইহাই সমস্ত জরা ও মৃত্যু প্রভৃতিকে বিনষ্ট করিয়া থাকে ॥ ৩৪-৩৫ ॥ হে গার্গি! আমি তোমাকে প্রাণবিজয়ের উপায় আরও কিছু যথাতত্ত্ব বলিব। ত্রিসন্ধ্যায় নিয়তই বাহ্যাকাশ হইতে প্রাণবায়ু আকর্ষণ পূর্ব্বক উদরমধ্যে স্থাপিত করিয়া নাভি-মধ্যে, নাসিকার অগ্রভাগে, পদের অঙ্গুষ্ঠে ঐ প্রাণবায়ু মনোদ্বারা ধারণ করিবে।৩৬-৩৭॥ এইরূপ করিলে সেই যোগী যাবজ্জীবন শ্রম জয় করিয়া সমস্ত রোগবর্জ্জিত হইয়া অবস্থিতি করিতে পারেন। হে গার্গি! নাসাগ্রে বায়ুধারণ ও বায়ুবিজয়ের হেতু নাভিমধ্যে বায়ুধারণ করিলে সর্ব্বরোগ নাশ ও পদাঙ্গুষ্ঠে ধারণ করিলে দেহের লঘুতা সম্পাদিত হয় ॥ ৩৮-৩৯ ॥

বায়ুং রসনয়াকৃষ্য যঃ পিবেৎ সততং নরঃ।
শ্রমদাহৌ ন তস্যাস্তাং নশ্যন্তি ব্যাধয়স্তথা ॥ ৪০ ॥
সন্ধ্যয়োর্ব্রাহ্মকালে চ বায়ুমাকৃষ্য যঃ পিবেৎ।
ত্রিমাসাৎ তস্য কল্যাণি জায়তে বাক্ সরস্বতী ॥ ৪১ ॥
যণ্মাসাভ্যাসযোগেন মহারোগৈঃ প্রমুচ্যতে।
আত্মন্যাত্মানমারোপ্য কুণ্ডল্যাং যস্তু ধারয়েৎ ॥ ৪২ ॥
ক্ষয়রোগাদয়ঃ সর্ব্বে নশ্যন্তীত্যপরে বিদুঃ।
জিহ্বায়াং বায়ুমানীয় জিহ্বামূলে নিরোধয়েৎ ॥ ৪৩ ॥
যঃ পিবেদমৃতং বিদ্বান্ সকলং ভদ্রমশ্নুতে।
আত্মন্যাত্মানমিড়য়া সমানীয় ভ্রুবোঽন্তরাৎ ॥ ৪৪ ॥
পিবেদ্যস্ত্রিদশাহারং ব্যাধিভিঃ স প্রমুচ্যতে।
মাসমেকং ত্রিসন্ধ্যাসু জিহ্বায়াং রোপ্য মারুতম্ ॥৪৫॥

যে ব্যক্তি জিহ্বাদ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিয়া পান করে, তাহার শ্রম,সন্তাপ ও ব্যাধিসকল বিনাশ পাইয়া থাকে॥৪০॥ উভয় সন্ধ্যায় বা ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে যে ব্যক্তি বায়ু আকর্ষণপূর্ব্বক পান করে,তিনমাস-মধ্যে তাহার সরস্বতীর ন্যায় বাক্শক্তি হয়॥৪১॥ যে ব্যক্তি আত্মাতে প্রাণবায়ু স্থাপন করিয়া কুণ্ডলীস্থানে নিরোধ করিয়া রাখিতে পারেন, তিনি ছয় মাসে মহারোগ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন ॥ ৪২ ॥ কোন কোন ব্যক্তি বলেন, জিহ্বাতে বায়ু আক-র্ষণ করিয়া জিহ্বামূলে নিরোধ করিলে ক্ষয়রোগাদি বিনষ্ট হইয়া যায় ॥৪৩॥ যিনি ইড়া নাড়ী দ্বারা ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থান হইতে আত্মাতে বায়ু আনিয়া পান করিতে পারেন, তিনি অমৃত পান করিয়া সকল প্রকার কল্যাণলাভে সমর্থ হন ॥ ৪৪ ॥ যিনি

পিবেদ্যস্তুন্দমধ্যে বা নাভৌ বা পার্শ্বয়োস্তু বা।
নাড়ীভ্যাং বায়ুমারোপ্য নাভৌ চ তুন্দপার্শ্বয়োঃ।
ঘটিকৈকাং বহেদ্যস্তু ব্যাধিভিঃ স বিমুচ্যতে ॥ ৪৬ ॥
ধারয়েৎ বৎসরার্দ্ধং বা তদর্দ্ধং বা প্রভঞ্জনম্ ॥ ৪৭ ॥
পিবেদ্যস্মিন্দশাহারং ধারয়েৎ তুন্দমধ্যমে।
গুল্মপ্লীহোদরশ্চান্যে ত্রিদোষজনিতস্তথা ॥ ৪৮ ॥
তুন্দমধ্যগতা রোগাঃ সর্ব্বে নশ্যন্তি তস্য বৈ।
জরাঃ সর্ব্বে বিনশ্যন্তি বিষাণি বিবিধান্যপি ॥ ৪৯ ॥
বহুনোক্তেন কিং গার্গি পলিতাদি বিনশ্যতি।
এবং বায়ুজয়োপায়ঃ প্রাণস্য তু বরাননে ॥ ৫০ ॥
শক্যমাসনমাস্থায় সমাহিতমনাস্তথা।
করণানি বশীকৃত্য বিষয়েভ্যো বলাৎ সুধীঃ ॥ ৫১ ॥
অপানমূর্দ্ধমাকৃষ্য প্রণবেন সমাহিতঃ।
বস্তিমধ্যে নিরুধ্যৈবং প্রাণং তত্রৈব ধারয়েৎ ॥৫২॥

একমাসকাল ত্রিসন্ধ্যায়, জিহ্বাতে, উদরমধ্যে, নাভিতে বা পার্শ্বদেশে বায়ু আনয়ন পূর্ব্বক পান করিয়া এক ঘটিকা কালও ধারণ করিতে সমর্থ হন, তিনি সমস্ত ব্যাধি হইতেই বিমুক্ত হন ॥ ৪৪-৪৬ ॥ যে ব্যক্তি ছয় মাস বা তিন মাস কাল প্রত্যহ উদরমধ্যে বায়ুধারণ পূর্ব্বক পান করেন, তাঁহার গুল্ম প্লীহা ও উদর এবং ত্রিদোষজাত উদরমধ্যস্থ সমস্ত রোগ বিনষ্ট হ আর সর্ব্বপ্রকার জররোগ ও বিবিধ বিষ বিনাশ পায় ॥ ৪৭-৪৯ হে গার্গি! অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, ইহা দ্বারা জরাজনি কেশশৌক্ল্যাদি বিনষ্ট হয়। উক্তরূপ প্রক্রিয়াই বায়ুবিজয়ের উপায় হে বরাননে! আরও প্রাণজয়ের উপায় শ্রবণ কর। যোগী ব্যা

বহ্নিস্থানে নিরুধ্যৈবং প্রাণং তত্রৈব ধারয়েৎ ।
হস্তাভ্যাং বন্ধয়েৎ সম্যক্ কর্ণাদিকরণানি চ ॥ ৫৩ ॥
অঙ্গুষ্ঠাভ্যামুভে শ্রোত্রে তর্জ্জনীভ্যাঞ্চ চক্ষুষী ।
নাসাপুটৌ চ মধ্যাভ্যাং প্রচ্ছাদ্য করণানি বৈ ॥ ৫৪ ॥
প্রাণঃ প্রয়াত্যনেনৈব ততস্ত্বায়ুর্বিঘাতকৃৎ ॥ ৫৫ ॥
নাদোৎপত্তিস্ত্বনেনৈব শুদ্ধস্ফটিকসন্নিভা ॥ ৫৬ ॥
আ-মূর্দ্ধ্নো বর্ত্ততে নাদো বীণাদণ্ডবদুত্থিতঃ ।
শঙ্খধ্বনিনিভস্ত্বাদৌ মধ্যে মেঘধ্বনির্যথা ॥ ৫৭ ॥

যেরূপ আসন অবলম্বনে সমর্থ, তাহা গ্রহণ করিয়া একান্তচিত্তে ইন্দ্রিয়গণকে বলপূর্ব্বক বিষয় হইতে নিবারিত করিবে, তদনন্তর প্রণব দ্বারা অপানবায়ুকে উর্দ্ধে আকর্ষণ পূর্ব্বক প্রণবজপ করিতে করিতে প্রাণায়ামযোগে বস্তির্মধ্যে উহাকে ধারণ করিবে এবং প্রাণবায়ুকেও সেই স্থানে নিরোধ করিবে অথবা ঐ অপানকে অগ্নিস্থানে নিরুদ্ধ করিয়া প্রাণপবনকেও সেই স্থানে ধারণ করিবে। অঙ্গুষ্ঠদ্বয় দ্বারা কর্ণযুগলকে, তর্জ্জনীদ্বয় দ্বারা নেত্রদ্বয়কে এবং মধ্যমাদ্বয় দ্বারা নাসাযুগলকে আবৃত করিয়া যাবৎ আনন্দবিশেষের আবির্ভাব না হয়, তাবৎ ধারণ করিয়া থাকিবে। এইরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা আয়ুর্বিঘাতক প্রাণবায়ু মৃণালমধ্যগত তন্তুর ন্যায় অতিসূক্ষ্ম ব্রহ্মরন্ধ্রে সুষুম্না নাড়ীতে গমন করে। ইহা দ্বারা বিশুদ্ধস্ফটিক তুল্য নির্ম্মল নাদের উৎপত্তি হয় ॥৫০-৫৬॥ উক্ত নাদ বীণাদণ্ডের নাদের ন্যায় উত্থিত হইয়া মূর্দ্ধস্থান পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়। প্রথমে ঐ নাদ শঙ্খধ্বনির ন্যায়, মধ্যম অবস্থায় মেঘধ্বনির ন্যায় এবং ব্রহ্মরন্ধ্রে উঠিলে পর্ব্বতের নির্ঝরের ন্যায় হইয়া শ্রুত হইতে থাকে। প্রাণ-

ব্যোমরন্ধ্রগতে নাদে গিরিপ্রস্রবণং যথা।
ব্যোমরন্ধ্রগতে বায়ৌ চিত্তে চাত্মনি সংস্থিতে ॥ ৫৮॥
যোগিনস্তৎপরে হ্যত্র বদন্তি শমচেতসঃ।
তদানন্দী ভবেদ্দেহী বায়ুস্তেন জিতো ভবেৎ ॥ ৫৯ ॥
প্রাণায়ামপরাঃ পূতা রেচপূরকবর্জ্জিতাঃ।
দক্ষিণেতরগুল্ফেন সীবনীং পীড়য়েৎ স্থিতাম্ ॥ ৬০ ॥
অধঃস্থাদণ্ডয়োঃ সূক্ষ্মাং সব্যোপরি চ দক্ষিণম্।
জঙ্ঘোরুর্ব্বোরন্তরে গার্গি নিশ্ছিদ্রং বন্ধয়েদ্দৃঢ়ম্ ॥ ৬১ ॥
সমগ্রীবশিরঃকায়ঃ সমপৃষ্ঠঃ সমোদরঃ।
নেত্রাভ্যাং দক্ষিণং গুল্ফং লোকয়ন্ পরিস্থিতম্ ॥ ৬২ ॥
ধারয়ন্ মনসা সার্দ্ধং ব্যাহরন্ প্রণবাক্ষরম্।
আসনেনান্বধীরাস্তে দ্বিজো রহসি নিত্যশঃ।
ক্ষত্রিয়শ্চ বরারোহে ব্যাহরন্ প্রণবাক্ষরম্ ॥ ৬৩ ॥

বায়ু ব্রহ্মরন্ধ্রে গমন করিলে এবং চিত্ত আত্মাতে সংস্থিত হইলে জীব আনন্দময় হয়, তখন প্রাণবায়ু জিত হইয়া থাকে। ৫৭-৫৯ ॥

যে যোগিগণ রেচক ও পূরক বর্জ্জন পূর্ব্বক প্রাণায়ামের অনুষ্ঠান দ্বারা পবিত্র, তাঁহারা প্রাণসংযম-সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়া থাকেন যে, বৃষণের নিম্নস্থিত সূক্ষ্ম সীবনীস্থানকে বামগুল্ফ দ্বারা নিপীড়িত করিয়া জঙ্ঘা এবং ঊরুর মধ্যে বা গুল্ফের উপর দক্ষিণ গুল্ফ স্থাপন পূর্ব্বক সুদৃঢ়রূপে আসন রচনা করিয়া গ্রীবা, মস্তক পৃষ্ঠ ও উদর সমভাবে রাখিয়া স্বীয় শরীরকে সমভাবে অর্থাৎ সোজা রাখিয়া উপবেশন করিবে। পরে উপরিস্থিত দক্ষিণ গুল্ফের উপর দুই চক্ষু নিহিত করিয়া একাগ্রচিত্তে প্রণব জপ করিয়া ঐ স্থানে প্রাণবায়ু ধারণ পূর্ব্বক স্থিরচিত্তে উপবিষ্ট হইবে। ব্রাহ্মণগণ

আসনেনাস্থধীরাস্তে রহস্তেবং জিতেন্দ্রিয়ঃ
বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ স্ত্রিয়শ্চান্যে যোগাভ্যাসরতা নরাঃ ॥ ৬৪ ॥
শৈবং বা বৈষ্ণবং বাপি ব্যাহরন্মন্ত্রমেব চ।
আসনেনাস্থধীরাস্তে দীপং হস্তে বিলোকয়েৎ ॥৬৫ ॥
আয়ুর্বিঘাতকৃৎ প্রাণস্তনেনাগ্নিকুলং গতঃ।
ধূমধ্বজজয়ং যাবন্নাস্থধীরেবমভ্যসেৎ ॥ ৬৬ ॥
ধারণং কুর্ব্বতস্তস্য বহ্নিস্থানং প্রভঞ্জনম্‌।
দেহশ্চ লঘুতাং যাতি জঠরাগ্নিশ্চ বর্দ্ধতে ॥ ৬৭ ॥
দৃষ্টচিহ্নস্ততস্তস্মিন্মনসারোপ্য মারুতম্‌।
মন্ত্রমুচ্চারয়ন্ দীর্ঘং নাভিমধ্যে নিরোধয়েৎ ॥ ৬৮ ॥

অনন্যমনে প্রতিদিন নির্জ্জনে এই ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবেন। হে বরারোহে! এই প্রক্রিয়ায় ক্ষত্রিয়গণও প্রণবমন্ত্র জপ করিবেন এবং জিতেন্দ্রিয় হইয়া অনন্যমনে উপবেশন করিবেন। বৈশ্য, শূদ্র ও স্ত্রী প্রভৃতি যে সকল ব্যক্তি ইহার অনুষ্ঠান করিবে, তাহারাও পূর্ব্ববৎ ব্রাহ্মণের ন্যায় একান্তমনে আসীন হইয়া শৈব, বৈষ্ণব অথবা অন্য যে কোন মন্ত্র জপ করিতে করিতে করতলে প্রদীপ সংস্থাপন পূর্ব্বক তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে ॥৬০-৬৫॥ এই প্রকার প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠান দ্বারা আয়ুর বিনাশক প্রাণবায়ু অগ্নিস্থানে গমন করিয়া থাকে। যাবৎ তত্রত্য অগ্নিকে জয় করিতে পারা না যায়, তাবৎ অনন্যমনে এই প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য ॥ ৬৬ ॥

অগ্নিগৃহে বায়ুকে সম্যক্‌ ধারণ করিতে পারিলেই শরীর লঘু এবং জঠরানল বর্দ্ধিত হইয়া থাকে ॥৬৭॥ যখন এইরূপ লক্ষণ দৃষ্ট হইবে, তখন বায়ুকে মানসে আরোপণ করিয়া মন্ত্র উচ্চারণ পুরঃসর দীর্ঘকাল নাভিমধ্যে উহাকে ধারণ করিতে অভ্যাস করা কর্ত্তব্য ॥৬৮॥

যাবন্মনো লয়ন্তস্মিন্নাভৌ সবিতৃমণ্ডলে।
তাবৎ সমভ্যসেৎ বিদ্বান্ নিয়তো নিয়তাসনঃ ॥ ৬৯ ॥
এতেন নাভিমধ্যস্থধারণেনৈব মারুতঃ।
কুণ্ডলীং যাতি বহ্নিস্তু দহত্যত্র ন সংশয়ঃ ॥ ৭০ ॥
সন্তপ্তো বহ্নিনা তত্র বায়ুনাতিপ্রসারিতঃ।
প্রসার্য্য ফণিভৃদ্ভোগং প্রবোধং যাতি তৎ তদা ॥ ৭১ ॥
প্রবুদ্ধে সংস্মরত্যস্মিন্নাভিমূলে তু চক্রিণঃ।
ব্রহ্মরন্ধ্রে সুষুম্নায়াং প্রয়াতি প্রাণসংজ্ঞকঃ ॥ ৭২ ॥
সংপ্রাপ্তে মারুতে তস্মিন্ সুষুম্নায়াং বরাননে।
মন্ত্রমুচ্চার্য্য মনসা হৃন্মধ্যে ধারয়েৎ সুধীঃ ॥ ৭৩ ॥
হৃদয়াৎ কণ্ঠকূপে চ ভ্রুবোর্মধ্যে তু ধারয়েৎ।
তস্মাদারোপ্য মনসা সাগ্নিপ্রাণমনন্যধীঃ ॥ ৭৪ ॥

যাবৎ মন নাভিস্থিত সূর্য্যমণ্ডলে সম্পূর্ণরূপে সংলীন হয় না, তাবৎ সুধীব্যক্তি নিয়মিত আসনে উপবেশনপূর্ব্বক নিয়মানুসারে উক্তরূপ প্রক্রিয়ার অভ্যাস করিবেন। নাভিমধ্যে বায়ুধারণ করিলে অগ্নি নিশ্চয়ই কুণ্ডলীস্থানে গমন করিয়া উহাকে তাপিত করিবে। তখন কুণ্ডলী অগ্নিদ্বারা সন্তপ্ত ও সমীরণ দ্বারা প্রসারিত হইয়া ফণা-মণ্ডল বিস্তৃত করত জাগরিত হইতে থাকিবে। কুণ্ডলী জাগরিত হইয়া নাভিমূলে চলিত হইলে প্রাণপবন ব্রহ্মরন্ধ্রস্থ সুষুম্না নাড়ীতে প্রবেশ করে। হে বিপ্রেন্দ্রে! পবন যখন সুষুম্নাতে গমন করিবে, তখন প্রণবজপ করিয়া উহাকে হৃদয়মধ্যে নিরোধ করিবে। হে বরাননে! তদনন্তর তথা হইতে মানসে আরোপণ পূর্ব্বক একান্ত-মনে-প্রণব জপ করিতে করিতে অগ্নির সহিত ঐ বায়ুকে ব্যোম-

ধারয়েদ্‌ব্যোম্নি বিপ্রেন্দ্রে ব্যাহরন্ প্রণবাক্ষরম্।
বায়ুনা পূরয়েদ্‌ব্যোম্নি সাঙ্গোপাঙ্গে কলেবরে ॥ ৭৫ ॥
শরীরং বিসিসৃক্ষুশ্চেদেবং সম্যক্ সমাচরেৎ।
তদাত্মা রাজতে তত্র যথা ব্যোম্নি বিকর্ত্তনঃ ॥ ৭৬ ॥
একাক্ষরং পরং ব্রহ্ম ধ্যায়ন্ প্রণবমীশ্বরম্।
সংভিদ্য মনসা মূর্দ্ধ্নি ব্রহ্মরন্ধ্রং সমাধিনা ॥ ৭৭ ॥
প্রাণমুন্মোচয়েৎ পশ্চাৎ মহাপ্রাণে চ মধ্যমে।
দেহাতীতে জগৎপ্রাণে শূন্যে নিত্যে ধ্রুবে পদে ॥ ৭৮ ॥
আকাশে পরমানন্দে স্বাত্মানং যোজয়েদ্ধিয়া।
ব্রহ্মৈবাসৌ ভবেদ্‌গার্গি ন পুনর্জন্মভাগ্‌ভবেৎ ॥ ৭৯ ॥
তস্মাৎ ত্বঞ্চ বরারোহে নিত্যকর্ম্ম সমাচর।
সন্ধ্যাকালেষু বা নিত্যং প্রাণসংযমনং কুরু ॥ ৮০ ॥

রন্ধ্রে ধারণ করিবে এবং অবয়ব সকলের সহিত শরীরমধ্যস্থ আকাশস্থানকে বায়ুদ্বারা পরিপূর্ণ করিবে। তখন আত্মা ব্যোম-স্থানে সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতে থাকিবেন। কোন যোগী ব্যক্তি যদি যোগমার্গে শরীরত্যাগ করিবার ইচ্ছা করেন, তবে তিনি সম্যক্‌প্রকারে বক্ষ্যমাণরূপ প্রাণায়ামের অনুষ্ঠান করিবেন। প্রণবরূপ একাক্ষর পরমব্রহ্ম পরমেশ্বরকে মনো দ্বারা শিরোদেশে ধ্যান করিয়া ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ পূর্ব্বক প্রাণবায়ু পরিত্যাগ করিবে। তদনন্তর দেহমধ্যস্থিত আকাশবৎ স্থানে মহাপ্রাণরূপ, শূন্যময়, নিত্য, নিশ্চল, জগৎপ্রাণস্বরূপ, পরমানন্দস্বরূপ পরমাত্মাকে বুদ্ধিদ্বারা স্বকীয় আত্মাতে যোজিত করিবে। হে গার্গি! তাহা হইলে সেই ব্যক্তি ব্রহ্ম স্বরূপ হইবে, তাহার আর পুনর্জন্মের সম্ভাবনা থাকিবে না ॥ ৬৯-৭৯॥ অতএব হে অবরবর্ণিনি! তুমি নিত্য-

প্রাণায়ামপরাঃ সর্ব্বে প্রাণায়ামপরায়ণাঃ।
প্রাণায়ামৈর্বিশুদ্ধা যে তে যান্তি পরমাং গতিম্॥ ৮১॥
প্রাণায়ামাদৃতে নান্যৎ তারকং নরকাদপি।
সাংসারার্ণবমগ্নানাং তারকঃ প্রাণসংযমঃ॥ ৮২॥
তস্মাৎ ত্বং বিধিমার্গেণ নিত্যকর্ম্ম সমাচর।
বিধিনোক্তেন মার্গেণ প্রাণসংযমনং কুরু॥ ৮৩॥
ইতি শ্রীযোগিযাজ্ঞবল্ক্যে উত্তরখণ্ডে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ॥ ৬॥

কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর এবং প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যায় প্রাণসংযমন করিবে॥ ৮০॥ যাঁহারা প্রাণায়ামে নিয়ত নিরত,একমাত্র প্রাণায়ামই যাঁহাদের আশ্রয়,যাঁহারা প্রাণায়াম দ্বারা বিশুদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারাই পরমপদ লাভ করিয়া থাকেন,তাহাতে সন্দেহ নাই॥৮১ প্রাণায়াম ব্যতিরেকে নরক হইতে পরিত্রাণলাভের উপায় আর কিছুই নাই। যাহারা সংসাররূপ মহার্ণবে নিমগ্ন,প্রাণসংযমই তাহাদের পরিত্রাণকর্ত্তা॥ ৮২॥ অতএব হে গার্গি! তুমিও শাস্ত্রানুসারে বিধিপূর্ব্বক নিত্যকর্ম্মের আচরণ এবং বিধিবিহিত ক্রম অনুসারে প্রাণসংযমন কর॥ ৮৩॥

ইতি ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ।

প্রত্যাহারঃ ।

শ্রীভগবানুবাচ ।

উক্তান্যেতানি চত্বারি যোগাঙ্গানি দ্বিজোত্তমে ।
প্রত্যাহারাদি চত্বারি শৃণুষ্বাভ্যন্তরাণি চ ॥ ১ ॥
ইন্দ্রিয়াণাং বিচরতাং বিষয়েষু স্বভাবতঃ ।
বলাদাহরণং তেষাং প্রত্যাহারঃ স উচ্যতে ॥ ২ ॥
যদ্‌যৎ পশ্যসি তৎ সর্ব্বং পশ্যেদাত্মানমাত্মনি ।
প্রত্যাহারঃ স চ প্রোক্তো যোগবিদ্ভির্মহাত্মভিঃ ॥ ৩ ॥
কর্ম্মাণি যানি নিত্যানি বিহিতানি শরীরিণাম্ ॥
তেষামাত্মন্যনুষ্ঠানং মনসা যদ্বহির্বিনা ॥ ৪ ॥

ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন,হে বিপ্রেন্দ্রে! এই আমি তোমাকে চতুর্বিধ যোগের বিষয় বলিলাম,এক্ষণে প্রত্যাহারাদি আভ্যন্তরিক চারি অঙ্গের বিষয় শ্রবণ কর ॥ ১ ॥ ইন্দ্রিয়গণ স্বভাবতই ভোগ্য বিষয়ের প্রতি প্রধাবিত হইয়া থাকে, তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক নিবর্ত্তিত করিয়া অন্তর্মুখ করাকে প্রত্যাহার বলে॥২॥বাহিরে যাহা কিছু প্রত্যক্ষ হইতেছে, তৎসমুদায় দেহাভ্যন্তরে আত্মস্বরূপে দর্শন করাকে মহাত্মা যোগবেত্তা পণ্ডিতগণ প্রত্যাহার শব্দে অভিহিত করেন ॥৩॥ যে সকল কার্য্য আমাদের নিত্য কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত হইয়াছে,বাহ্যানুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া সেই সন্ধ্যোপাসনাদি কর্ম্মের মনে মনে অনুষ্ঠান করার নামও প্রত্যাহার। এইরূপ প্রত্যাহারও

প্রত্যাহারো ভবেৎ সোঽপি যোগসাধনমুত্তমম্।
প্রত্যাহারে প্রশস্তং যৎ সেবিতং যোগিভিঃ সদা॥ ৫ ॥
অষ্টাদশসু যদ্বায়োর্ম্মর্ম্মস্থানেষু ধারণম্।
স্থানাৎ স্থানাৎ সমাকৃষ্য প্রত্যাহারো নিগদ্যতে॥ ৬ ॥
অশ্বিনৌ তু যথা প্রাহতুঃ গার্গি দেবভিষগ্বরৌ।
মর্ম্মস্থানানি সিদ্ধ্যর্থং শরীরে যোগমোক্ষয়োঃ॥ ৭ ॥
তানি সর্ব্বাণি বক্ষ্যামি যথাবৎ শৃণু সুব্রতে॥ ৮ ॥
পাদাঙ্গুষ্ঠৌ চ গুল্ফৌ চ জঙ্ঘামধ্যে তথৈব চ।
চিত্যোর্মূলং চ জান্বোশ্চ মধ্যে চোরুদ্বয়স্য চ।
পায়ুমূলং তথা পশ্চাৎ দেহমধ্যঞ্চ মেঢ্রকম্॥ ৯ ॥
নাভিশ্চ হৃদয়ং গার্গি কণ্ঠকূপস্তথৈব চ।
তালুমূলঞ্চ নাসায়া মূলং চাক্ষ্ণোশ্চ মণ্ডলে॥ ১০॥

যোগসাধনের উত্তম উপায়। প্রত্যাহারসকলের মধ্যে যেটি সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত, যোগিগণ তাহারই অভ্যাস করিয়া থাকেন। অষ্টাদশ মর্ম্মস্থানের এক একটি হইতে বায়ু আকর্ষণ পূর্ব্বক অন্য অন্য মর্ম্মস্থানে ধারণ করাকে প্রত্যাহার বলে॥৬॥ হে সুব্রতে গার্গি! দেবচিকিৎসক অশ্বিনীকুমারযুগল যোগ ও মোক্ষসাধনের হেতুভূত শরীরমধ্যে যে যে স্থানে যে যে মর্ম্ম আছে বলিয়া উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তৎসমুদায়ই যথাযথরূপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর॥৭—৮॥ হে মুনিপূজ্যে! পাদাঙ্গুষ্ঠ, গুল্ফ, জঙ্ঘামধ্য, চিতিমূল জানুদ্বয়ের মধ্যদেশ, উরুদ্বয়ের মধ্যভাগ, গুহ্যমূল, দেহমধ্য, লিঙ্গ, নাভি, হৃদয়, কণ্ঠকূপ, তালুমূল, নাসামূল, চক্ষুদ্বয়ের মণ্ডল, ভ্রূযুগ-

ভ্রুবোর্মধ্যং ললাটঞ্চ মূর্দ্ধা চ মুনিপুঙ্গবে ।
মর্ম্মস্থানানি চৈতানি মানং তেষাং পৃথক্ শৃণু ॥ ১১ ॥
পাদাঙ্গুষ্ঠাচ্চ গুল্‌ফং হি সার্দ্ধাঙ্গুলচতুষ্টয়ম্ ।
গুল্‌ফাজ্জঙ্ঘস্য মধ্যন্তু বিজ্ঞেয়ং তদ্দশাঙ্গুলম্ ॥ ১২ ॥
জঙ্ঘামধ্যাৎ চিতের্মূলং যৎ তদেকাদশাঙ্গুলম্ ।
চিতিমূলাদ্বরারোহে জানু স্যাদঙ্গুলদ্বয়ম্ ॥ ১৩ ॥
জান্বোর্নবাঙ্গুলং প্রাহুরূরুমধ্যং মুনীশ্বরাঃ ।
ঊরুমধ্যাৎ তথা গার্গি পায়ুমূলং দশাঙ্গুলম্ ॥ ১৪ ॥
দেহমধ্যং তথা পায়োর্মূলাৎ সার্দ্ধাঙ্গুলদ্বয়ম্ ।
দেহমধ্যাৎ তথা মেঢ্রং তদ্বৎ সার্দ্ধাঙ্গুলদ্বয়ম্ ॥ ১৫ ॥
মেঢ্রান্নাভিশ্চ বিজ্ঞেয়া গার্গি সার্দ্ধদশাঙ্গুলম্ ।
চতুর্দ্দশাঙ্গুলং নাভের্হৃন্মধ্যঞ্চ বরাননে ॥ ১৬ ॥
ষড়ঙ্গুলঞ্চ হৃন্মধ্যাৎ কণ্ঠকূপং তথৈব চ ।
কণ্ঠকূপাচ্চ জিহ্বায়া মূলং স্যাচ্চতুরঙ্গুলম্ ।
নাসামূলং তু জিহ্বায়া মূলাৎ তু চতুরঙ্গুলম্ ।
নেত্রস্থানঞ্চ তন্মূলাদর্দ্ধাঙ্গুলমিতীয্যতে ॥ ১৮ ॥

লের মধ্যদেশ, ললাট, মূর্দ্ধা এই সকলকে মর্ম্মস্থান বলে । মর্ম্মস্থান-সমূহের ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ আছে, শ্রবণ কর ॥৯-১১॥ পাদের বৃদ্ধাঙ্গুলি হইতে গুল্‌ফ সাড়ে চারি অঙ্গুলি, গুল্‌ফ হইতে জঙ্ঘার মধ্য দশ অঙ্গুলি, জঙ্ঘার মধ্য হইতে চিতিমূল, এগার অঙ্গুলি, চিতিমূল হইতে জানু দুই অঙ্গুলি, জানু হইতে ঊরুমধ্য নয় অঙ্গুলি, ঊরুমধ্য হইতে গুহ্যমূল দশ অঙ্গুলি, গুহ্যমূল হইতে দেহমধ্যদেশ আড়াই অঙ্গুলি, দেহমধ্য হইতে মেঢ্র আড়াই অঙ্গুলি ; নাভি হইতে হৃদয়মধ্যস্থান চৌদ্দ অঙ্গুলি, হৃদয়মধ্য

তস্মাদর্দ্ধাঙ্গুলং বিদ্ধি ভ্রুবোরন্তরমাত্মনঃ।
ললাটাখ্যং ভ্রুবোর্মধ্যাদূর্দ্ধং স্যাদঙ্গুলিত্রয়ম্ ॥ ১৯ ॥
ললাটাৎ ব্যোমসংজ্ঞন্তু অঙ্গুলিত্রয়মেব তু।
স্থানেষ্বেতেষু মনসা বায়ুমারোপ্য ধারয়েৎ ॥ ২০ ॥
স্থানাৎ স্থানাৎ সমাকৃষ্য প্রত্যাহারং প্রকুর্ব্বতঃ।
সর্ব্বে রোগা বিনশ্যন্তি যোগঃ সিধ্যতি তস্য বৈ ॥ ২১ ॥
বদন্তি যোগিনঃ কেচিৎ যোগেষু কুশলা নরাঃ।
প্রত্যাহারাৎ বরারোহে শৃণু ত্বং তদ্বদাম্যহম্ ॥ ২২ ॥
সম্পূর্ণকুম্ভবদ্বায়ুমঙ্গুষ্ঠান্মূর্দ্ধ্নি মধ্যতঃ।
ধারয়ন্নিলং বুদ্ধ্যা প্রাণায়ামঃ প্রচোদিতঃ ॥ ২৩ ॥

হইতে কণ্ঠকূপ ছয় অঙ্গুলি, কণ্ঠকূপ হইতে জিহ্বামূল চারি অঙ্গুলি, জিহ্বামূল হইতে নাসামূল চারি অঙ্গুলি, নাসামূল হইতে নেত্রস্থান অর্দ্ধ অঙ্গুলি, নেত্রস্থান হইতে ভ্রূযুগলের মধ্য ভাগ অর্দ্ধ অঙ্গুলি, ভ্রূমধ্য হইতে ললাটের উর্দ্ধদেশ তিন অঙ্গুলি এবং ললাট হইতে ব্যোমস্থান তিন অঙ্গুলি দূরে অবস্থিত। এই সকল মর্ম্মস্থানে একান্তমনে প্রাণবায়ু আরোপণ করিয়া ধারণ করিবে ॥ ১২—২০ ॥ এইরূপে একস্থান হইতে অন্য স্থানে প্রাণবায়ু আকর্ষণ করিয়া এবং তথা হইতে অন্য স্থানে লইয়া গিয়া যে ব্যক্তি প্রত্যাহার অভ্যাস করিয়া থাকে, তাহার সকল ব্যাধি বিনষ্ট হয় এবং তাহার যোগসিদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ২১ ॥ হে বরারোহে! কোন কোন যোগকুশল যোগিগণ প্রত্যাহারবিষয়ে যেরূপ বলিয়াছেন, তাহাও বলিব, শ্রবণ কর ॥ ২২ ॥ অঙ্গুষ্ঠ হইতে মস্তকের উর্দ্ধ পর্য্যন্ত সমস্ত শরীরে বায়ুপূর্ণ

ব্যোমরন্ধ্রাৎ সমাকৃষ্য ললাটে ধারয়েৎ পুনঃ ।
ললাটাদ্বায়ুমাকৃষ্য ভ্রুবোর্মধ্যে নিরোধয়েৎ ॥ ২৪॥
ভ্রুবোর্মধ্যাৎ তু জিহ্বায়া মূলে প্রাণং নিরোধয়েৎ ।
জিহ্বামধ্যাৎ সমাকৃষ্য কণ্ঠমূলে নিরোধয়েৎ ॥ ২৫ ॥
কণ্ঠমূলাৎ তু হৃন্মধ্যে হৃদয়ান্নাভিমধ্যমে ।
নাভিমধ্যাৎ পুনর্মেঢ্রে মেঢ্রাৎ তু দেহমধ্যমে ॥ ২৬ ॥
দেহমধ্যাদ্গুদে গার্গি গুদাদেবোরুমূলকে ।
উরুমূলাৎ তয়োর্মধ্যে তস্মাৎ জান্বোর্নিরোধয়েৎ ॥ ২৭ ॥
চিতিমূলে চ তং তস্মাৎ জঙ্ঘয়োর্মধ্যমে তথা ।
জঙ্ঘামধ্যাৎ সমাকৃষ্য গুল্ফমূলে নিরোধয়েৎ ॥ ২৮ ॥

কুম্ভের ন্যায় বুদ্ধিপূর্ব্বক প্রাণবায়ুকে ধারণ করার নাম প্রাণায়াম বলিয়া উক্ত হইয়াছে ॥ ২৩ ॥ এইরূপ প্রাণায়াম অবলম্বন করিয়া ব্যোমরন্ধ্র অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে ঐ বায়ুকে ক্রমে ক্রমে আকর্ষণ পূর্ব্বক ললাটদেশে ধারণ করিবে। ললাট হইতে ঐ বায়ু আকর্ষণ করিয়া ভ্রূদ্বয়ের মধ্যদেশে নিরোধ করিবে। অনন্তর ভ্রূযুগলের মধ্যস্থান হইতে ঐ বায়ু আকর্ষণ করিয়া জিহ্বামূলে, জিহ্বামূল হইতে কণ্ঠমূলে, কণ্ঠমূল হইতে হৃদয়ের মধ্যদেশে, হৃদয়মধ্য হইতে নাভিমধ্যে, নাভির্মধ্য হইতে মেঢ্রে, মেঢ্র হইতে দেহমধ্যে, দেহমধ্য হইতে গুহ্যে, গুহ্যদেশ হইতে উরুমূলে, উরুমূল হইতে উরুদ্বয়ের মধ্যে, উরুমধ্য হইতে জানুযুগলে, জানুযুগল হইতে চিতিমূলে, চিতিমূল হইতে জঙ্ঘার মধ্যে, জঙ্ঘার মধ্যভাগ হইতে আকর্ষণ করিয়া গুল্ফমূলে নিরুদ্ধ করিতে হইবে ॥ ২৩-২৮ ॥

গুল্ফাদঙ্গুষ্ঠয়োর্গার্গি পাদয়োস্তন্নিরোধয়েৎ।
স্থানাৎ স্থানাৎ সমাকৃষ্য যস্ত্বেবং ধারয়েৎ সুধীঃ ॥ ২৯ ॥
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা জীবেদাচন্দ্রতারকম্‌।
এতৎ তু যোগসিদ্ধ্যর্থং অগস্ত্যেনাপি কীর্ত্তিতম্‌।
প্রত্যাহারেষু সর্ব্বেষু প্রশস্তমিতি যোগিভিঃ ॥ ৩০ ॥
নাড়ীভ্যাং বায়ুমাপূর্য্য কুণ্ডল্যাঃ পার্শ্বয়োঃ ক্ষিপেৎ।
ধারয়েদ্‌যুগপৎ সোঽপি ভবরোগাদ্বিমুচ্যতে ॥ ৩১ ॥
পূর্ব্ববদ্‌বায়ুমারোপ্য হৃদয়ে ব্যোম্নি ধারয়েৎ।
সোঽপি যাতি বরারোহে পরমাত্মপদং নরঃ ॥ ৩২ ॥
ব্যাধয়ঃ কিং পুনস্তস্য বাহ্যাভ্যন্তরবর্ত্তিনঃ ॥ ৩৩ ॥

হে গার্গি! গুল্ফমূল হইতে ঐ প্রাণবায়ু আকর্ষণ করিয়া পাদাঙ্গুষ্ঠে নিরোধ করিবে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে একস্থান হইতে অন্য স্থানে আকর্ষণ করিয়া যে সুবুদ্ধি ব্যক্তি প্রাণবায়ুকে ধারণ করিতে সমর্থ হন, তিনি সমস্ত পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া যে পর্য্যন্ত চন্দ্র-তারকা অবস্থিতি করিবে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকিবেন। যোগসিদ্ধির এই উপায় মহর্ষি অগস্ত্যও কীর্ত্তন করিয়াছেন। সমস্ত প্রত্যাহারের মধ্যে যেটি সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত বলিয়া যোগিগণ অভ্যাস করেন,তাহা এই জানিবে ॥২৯-৩০॥ নাড়ীদ্বয় অর্থাৎ ইড়া ও পিঙ্গলা দ্বারা বায়ু আকর্ষণ পূর্ব্বক উদর পূর্ণ করিয়া কুণ্ডলীর উভয় পার্শ্বে নিক্ষেপ করত একবারে উভয় স্থানেই ধারণ করিবে,এইরূপ যোগানুষ্ঠান দ্বারা ভবরোগ হইতে নির্ম্মুক্ত হইবে ॥ ৩১ ॥ যিনি পূর্ব্বের ন্যায় ইড়া ও পিঙ্গলা দ্বারা প্রাণবায়ুকে আকর্ষণ পূর্ব্বক হৃদয়ে ব্যোমস্থানে ধারণ করেন, সেই মানব পরমাত্মপদ অর্থাৎ মোক্ষ-

নাসাভ্যাং বায়ুমারোপ্য পূরয়িত্বোদরস্থিতম্।
ভ্রুবোর্মধ্যে দৃশৌ পশ্চাৎ সমারোপ্য সমাহিতঃ।
ধারয়েৎ ক্ষণমাত্রং যঃ সোঽপি যাতি পরং পদম্ ॥৩৪॥
কিং পুনর্বহুনোক্তেন নিত্যকর্ম্ম সমাচরন্ ॥ ৩৫ ॥
আত্মনঃ প্রাণমারোপ্য ভ্রুবোর্মধ্যাৎ সুষুম্ণয়া।
যাবন্মনোলয়স্তস্মিন্ তাবৎ সংযমনং কুরু ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীযোগিযাজ্ঞবল্ক্যে উত্তরখণ্ডে প্রত্যাহার-প্রশংসনং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৭॥

পদ প্রাপ্ত হন, তাঁহার বাহ্য ও আভ্যন্তর ব্যাধিসমস্ত যে বিনষ্ট হয়, ইহা ত অতি সামান্য কথা ॥ ৩২-৩৩॥ যিনি একাগ্রচিত্তে নাসাদ্বয় দ্বারা বায়ু আকর্ষণ পূর্ব্বক উদর পূরণ করিয়া চক্ষুর্দ্বয়ের পশ্চাদ্-ভাগে ও ভ্রূযুগলের মধ্যদেশে ক্ষণমাত্রও ধারণ করিতে পারেন, তিনি পরমপদ অর্থাৎ ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন ॥ ৩৪॥ হে দেবি! অধিক বলিবার প্রয়োজন কি, নিত্য কর্ম্মের আচরণ পূর্ব্বক সুষুম্না নাড়ী দ্বারা প্রাণবায়ু আকর্ষণ পূর্ব্বক যাবৎ চিত্ত লয় প্রাপ্ত না হয়, তাবৎ বায়ুকে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যদেশে ধারণ করত সংযমন করিবে ॥৩৫-৩৬॥

ইতি প্রত্যাহার-প্রশংসন নামক সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

ধারণা।

শ্রীভগবানুবাচ।

অথেদানীং প্রবক্ষ্যামি ধারণা পঞ্চতত্ত্বতঃ।
সমাহিতমনাস্তঞ্চ শৃণু গার্গি তপোধনে ॥ ১ ॥
যমাদিগুণযুক্তস্য মনসঃ স্থিতিরাত্মনি।
ধারণেত্যুচ্যতে সদ্ভিঃ শাস্ত্রতাৎপর্য্যবেদিভিঃ ॥ ২ ॥
অস্মিন্ ব্রহ্মপুরে গার্গি যদিদং হৃদয়াম্বুজম্।
অস্মিন্নেবান্তরাকাশে যদ্বাহ্যাকাশধারণম্ ॥ ৩ ॥
ইত্যেষা ধারণেত্যুক্তা যোগশাস্ত্রবিশারদৈঃ।
তান্ত্রিকৈর্যোগশাস্ত্রজ্ঞৈর্বিদ্বদ্ভিশ্চ সুশিক্ষিতৈঃ ॥ ৪ ॥

হে দেবি! হে তপোধনে গার্গি! অনন্তর তোমাকে পঞ্চতত্ত্ব অনুসারে পঞ্চপ্রকার ধারণার বিষয় বলিব, তুমি একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর ॥১॥ যম-নিয়মাদি-গুণবিশিষ্ট হইয়া মনের যে আত্মাতে অবস্থিতি, শাস্ত্রের তাৎপর্য্যবেদী পণ্ডিতগণ তাহাকেই ধারণা বলিয়া থাকেন ॥২॥ হে গার্গি! পরব্রহ্মের আলয়স্বরূপ এই দেহমধ্যে যে হৃদয়পদ্ম বিদ্যমান আছে, তাহার অভ্যন্তরস্থিত আকাশে বাহ্যাকাশ ধারণা করিবে। উহাকেই যোগশাস্ত্রবিশারদ ও সুশিক্ষিত বিদ্বান্ যোগশাস্ত্রজ্ঞ তান্ত্রিক পণ্ডিতগণ ধারণা বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন ॥৩-৪॥

ধারণাঃ পঞ্চধা প্রোক্তাস্তাশ্চ সর্ব্বাঃ পৃথক্ শৃণু।
ভূমিরাপস্তথা তেজো বায়ুরাকাশ এব চ ॥ ৫ ॥
এতেষু পঞ্চদেবানাং ধারণা পঞ্চধোচ্যতে।
পাদাদিজানুপর্য্যন্তং পৃথ্বীস্থানং প্রকীর্ত্তিতম্। ৬ ॥
আ-জান্বোঃ পায়ুপর্য্যন্তমপাং স্থানং প্রকীর্ত্তিতম্।
আ-পায়োর্হৃদয়ান্তঞ্চ বহ্নিস্থানং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৭ ॥
আ-হৃন্মধ্যাদ্ ভ্রুবোর্মধ্যং যাবদ্বায়ুকুলং স্মৃতম্।
আ-ভ্রূমধ্যাৎ তু মূর্দ্ধান্তমাকাশমিতি চোচ্যতে ॥ ৮ ॥
অত্র কেচিদ্বদন্ত্যন্যে যোগপণ্ডিতমানিনঃ।
আ-জান্বোর্নাভিপর্য্যন্তমপাং স্থানমিতি দ্বিজাঃ ॥ ৯ ॥
নাভিমধ্যাদ্গলান্তং বহ্নিস্থানং তদুচ্যতে।
আ-গলাৎ তু ললাটান্তং বায়ুস্থানমিতীরিতম্ ॥১০॥
ললাটাৎ ব্রহ্মপর্য্যন্তমাকাশস্থানমুচ্যতে।
অযুক্তমেতদিত্যুক্তং শাস্ত্রতাৎপর্য্যবেদিভিঃ ॥১১॥

ধারণা পঞ্চবিধ, উহা পৃথক্ পৃথক্ বলি শ্রবণ কর। ভূমি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চতত্ত্বে পঞ্চদেবতাকে ধারণ করিতে হয়, এই হেতুই ধারণা পঞ্চপ্রকার। পাদমূল হইতে জানু পর্য্যন্ত পৃথ্বীস্থান, জানু হইতে গুহ্য পর্য্যন্ত জলস্থান, গুহ্য হইতে হৃদয় পর্য্যন্ত বহ্নিস্থান, হৃদয় হইতে ভ্রূমধ্য পর্য্যন্ত বায়ুস্থান, ভ্রূমধ্য হইতে শিরঃপ্রান্ত পর্য্যন্ত আকাশস্থান বলিয়া কীর্ত্তিত ॥৫ ৮॥ এই বিষয়ে কোন কোন যোগশাস্ত্রপাণ্ডিত্যাভিমানী দ্বিজগণ কহিয়া থাকেন যে, জানু হইতে নাভিমূল পর্য্যন্ত জলস্থান, নাভি হইতে গলদেশ পর্য্যন্ত বহ্নিস্থান, গলদেশ হইতে ললাট পর্য্যন্ত বায়ুস্থান, ললাট হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত আকাশস্থান।

যদি স্যাজ্জ্বলনস্থানং দেহমধ্যে বরাননে।
অযুক্তং কারণে বহ্নৌ কার্য্যরূপস্য সংস্থিতিঃ॥ ১২॥
কার্য্যকারণসংযোগাৎ কার্য্যহানির্দৃঢ়ং ভবেৎ।
দৃষ্টং তৎ কার্য্যরূপেষু মৃদাত্মকঘটাদিষু॥ ১৩॥
পৃথিব্যাং ধারয়েদ্‌গার্গি ব্রহ্মাণং পরমেষ্ঠিনম্।
বিষ্ণুমপ্‌স্বনলে রুদ্রমীশ্বরং বায়ুমণ্ডলে॥ ১৪॥
সদাশিবং তথা ব্যোম্নি ধারয়েৎ সুসমাহিতঃ।
পৃথিব্যাং বায়ুমাস্থায় লকারেণ সমন্বিতম্॥ ১৫॥
ধ্যায়েৎ চতুর্ভুজাকারং ব্রহ্মাণং সৃষ্টিকারণম্।
ধারয়েৎ পঞ্চঘটিকাঃ সর্ব্বরোগৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ১৬॥

কিন্তু যাঁহারা যোগশাস্ত্রের তাৎপর্য্য অবগত আছেন, তাঁহারা এই মতকে অযুক্ত বলিয়া থাকেন॥৯-১১॥ হে বরাননে! যদি দেহমধ্যে অগ্নিস্থান হয়, তবে কারণরূপ বহ্নিতে তদীয় কার্য্য জলের অবস্থান হয়, কিন্তু ইহা কোনরূপে যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না, কার্য্যের হানি হইয়া থাকে। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই যে, জলের কার্য্যরূপ মৃত্তিকা-নির্ম্মিত ঘটাদিতে জল-সংযোগ করিলে ঐ কার্য্যরূপ ঘটাদির হানি হইয়া থাকে; অতএব উক্ত মত অগ্রাহ্য বলিয়া পরিত্যজ্য॥ ১২-১৩॥ হে দেবি গার্গি! পূর্ব্বোক্ত পৃথ্বীস্থানে পরমেষ্ঠী ব্রহ্মাকে, জলস্থানে বিষ্ণুকে, অগ্নিস্থানে রুদ্রকে, বায়ুস্থানে ঈশ্বরকে এবং আকাশস্থানে সদাশিবকে সমাহিতচিত্তে ধারণ করিবে। এইরূপ ধারণার প্রকার যথা—"লং" এই পৃথ্বীবীজ জপ করিতে করিতে পৃথ্বীস্থানে প্রাণবায়ুকে পঞ্চ ঘটিকা-কাল ধারণপুরঃসর সৃষ্টিকারণ চতুর্ভুজ ব্রহ্মাকে ধ্যান করিলে সমস্ত রোগ হইতে মুক্ত হয়। এইরূপে পৃথ্বীস্থানে বায়ুধারণ

পৃথিব্যাং বায়ুমারোপ্য পৃথিব্যা জয়মাপ্নুয়াৎ।
বারুণে বায়ুমারোপ্য বকারেণ সমন্বিতম্॥ ১৭॥
স্মরেন্নারায়ণং সৌম্যং চতুর্বাহুং শুচিস্মিতম্।
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং পীতবাসঃসমন্বিতম্॥ ১৮॥
ধারয়েৎ পঞ্চঘটিকাঃ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
বহ্নৌ চানিলমারোপ্য রেফাক্ষরসমন্বিতম্॥ ১৯॥
ত্র্যক্ষঞ্চ বরদং রুদ্রং তরুণাদিত্যসন্নিভম্।
ভস্মোদ্ধূলিতসর্ব্বাঙ্গং সুপ্রসন্নমনুস্মরেৎ॥ ২০॥
ধারয়েৎ পঞ্চঘটিকা বহ্নিনাসৌ ন দহ্যতে।
মারুতং মরুতঃ স্থানং যকারেণ সমন্বিতম্॥ ২১॥
ধারয়েৎ পঞ্চঘটিকা বায়ুবদ্‌ব্যোমগো ভবেৎ।
আকাশে বায়ুমারোপ্য হকারোপরি শঙ্করম্॥ ২২॥

সিদ্ধ হইলেই পৃথিবীকে জয় করা যায়। "বং" এই বারুণ বীজ জপ করিতে করিতে বারিস্থানে প্রাণবায়ু আরোপণ পূর্ব্বক পঞ্চঘটিকাকাল সৌম্যমূর্ত্তি, চতুর্ভুজ, পীতবসন, নির্ম্মল স্ফটিকপ্রভ, ঈষৎ বিমল হাস্যসমন্বিত নারায়ণকে ধ্যান করিলে সমস্ত পাপ হইতে মুক্তিলাভ হয়। "রং" এই বহ্নিবীজ জপ করিতে করিতে বহ্নিস্থানে প্রাণবায়ু আরোপিত করিয়া পঞ্চ-ঘটিকাকাল ভস্মবিলেপনে উজ্জ্বলসর্ব্বাঙ্গ, বালার্কসদৃশ প্রসন্নমূর্ত্তি, বরপ্রদ, ত্রিলোচন রুদ্রদেবকে ধ্যান করিয়া সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলে অগ্নি তাহাকে দগ্ধ করিতে সমর্থ হন না। "যং" এই বায়ুবীজ জপ করিতে করিতে বায়ুস্থানে বায়ুকে ধারণ করিয়া সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলে আকাশচারী হইতে পারে। আকাশে বায়ু আরোপণ পূর্ব্বক, যিনি "হং" এই ব্যোমবীজের উপরি-

বিন্দুরূপং মহাদেবং ব্যোমাকারং সদাশিবম্।
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং বালেন্দুধৃতমৌলিনম্॥ ২৩॥
পঞ্চবক্ত্রযুতং সৌম্যং দশবাহুং ত্রিলোচনম্।
সর্ব্বায়ুধোদ্যতকরং সর্ব্বাভরণভূষিতম্॥ ২৪॥
উমার্দ্ধদেহং বরদং সর্ব্বকারণকারণম্।
চিন্তয়েৎ মনসা নিত্যং মুহূর্ত্তমপি ধারয়েৎ।
স এব মুক্ত ইত্যুক্তস্তান্ত্রিকেষ্বপি শিক্ষিতৈঃ॥ ২৫॥
এতদুক্তং ভবত্যত্র গার্গি ব্রহ্মবিদাং বরে॥ ২৬॥
ব্রহ্মাদি কার্য্যরূপাণি স্বে স্বে সংহৃত্য কারণে।
তস্মিন্ সদাশিবে প্রাণং চিত্তঞ্চানীয় কারণে।
যুক্তচিত্তস্তদাত্মানং যোজয়েৎ পরমেশ্বরে॥ ২৭॥
অস্মিন্নর্থে বদন্ত্যন্যে যোগিনো ব্রহ্মবিত্তমাঃ।
প্রণবেনৈব কার্য্যাণি স্বে স্বে সংহৃত্য কারণে॥২৮॥

সংস্থিত, ব্যোমাকার, মঙ্গলময়, নির্ম্মল, স্ফটিকতুল্য শুভ্র, সর্ব্বালঙ্কার-ভূষিত, বরপ্রদ, সৌম্যাকৃতি, পঞ্চমুখ, দশভুজ, বিন্দুরূপ, ত্রিলোচন, যাঁহার শিরোদেশে বালচন্দ্র শোভমান, করসকলে নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র এবং উমাদেবী যাঁহার শরীরের অর্দ্ধাংশ, যিনি সমস্ত কারণেরই কারণ, সেই সদাশিব মহাদেবকে নিত্যই মানস দ্বারা মুহূর্ত্তমাত্রও চিন্তা করিয়া ধারণ করিতে পারিলে তন্ত্রশাস্ত্র-সমূহে সুশিক্ষিত পণ্ডিতগণ তাঁহাকে মুক্ত পুরুষ বলিয়া স্বীকার করেন॥ ১৪-২৫॥ হে ব্রহ্মবিদাম্বরে! ধারণাসম্বন্ধে এইরূপ উক্ত হইয়াছে যে, কার্য্যরূপ ব্রহ্মাদিকে স্বস্বকারণরূপ সদাশিব পরমেশ্বরে সংলীন করিয়া তাঁহাতে চিত্ত ও প্রাণপবনকে আনয়ন পূর্ব্বক একাগ্রমানসে জীবাত্মা

প্রণবস্য তু নাদান্তে পরমানন্দবিগ্রহম্ ॥ ২৯ ॥
ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম পুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলম্
চেতসা তং প্রপশ্যন্তি সন্তঃ সংসারভেষজম্ ॥ ৩০ ॥
ত্বং তস্মাৎ প্রণবেনৈব প্রাণায়ামৈস্ত্রিভিস্ত্রিভিঃ।
ব্রহ্মাদিকার্য্যরূপাণি স্বে স্বে সংহৃত্য কারণে।
বিশুদ্ধচেতসা পশ্য নাদান্তে পরমাত্মনি ॥ ৩১ ॥
তস্মিন্নর্থে বদন্ত্যন্যে যোগিনো ব্রহ্মবিদ্বরাঃ ॥ ৩২ ॥
ভিষগ্বরৌ বরারোহে যোগেষু পরিনিষ্ঠিতৌ।
শরীরং তাবদেতৎ তু পঞ্চভূতাত্মকং খলু ॥ ৩৩ ॥
তদেতৎ তু বরারোহে বাতপিত্তকফাত্মকম্।
বাতাত্মকানাং সর্ব্বেষাং যোগেষভিরতাত্মনাম্ ॥ ৩৪ ॥

সম্মিলিত করিবে। এই ধারণাবিষয়ে অন্যান্য উত্তম ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ যোগিগণ এইরূপ বলিয়াছেন যে, সাধুগণ প্রণব দ্বারা কার্য্যসকলকে স্বস্ব কারণে সংহার অর্থাৎ বিলীন করিয়া প্রণব-নাদের উৎপাদনের পর সংসারব্যাধির ঔষধ পরমানন্দস্বরূপ ঋত, সত্য, কৃষ্ণপিঙ্গল পুরুষ পরব্রহ্মকে মনোদ্বারা দর্শন করিয়া থাকেন ॥ ২৬ ৩০ ॥ অতএব তুমিও ত্রিসন্ধ্যায় প্রণব দ্বারা তিন তিনটি প্রাণায়াম করিয়া কার্য্যরূপ ব্রহ্মাদিকে স্বস্বকারণরূপ পরমাত্মায় বিলীন করত নাদোৎপাদনের পর বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া তদ্দ্বারা সেই পরমাত্মাকে দর্শন কর ॥ ৩১ ॥ হে বরারোহে দেবি! অন্যান্য ব্রহ্মজ্ঞগণের অগ্রগণ্য যোগিগণ এবং যোগাভ্যাসে কুশল দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয় ধারণাবিষয়ে বলিয়া থাকেন যে, এই মনুষ্যদেহ পঞ্চভূতময় এবং বাতপিত্তকফাত্মক। যে সকল যোগনিরত ব্যক্তির দেহ বায়ুপ্রধান, প্রাণসংযমন অভ্যাস করিলে

প্রাণসংযমনেনৈব শোষং যাতি কলেবরম্।
পিত্তাত্মকানাং অচিরাৎ ন শুষ্যতি কলেবরম্ ॥ ৩৫ ॥
কফাত্মকানাং কায়স্থ সংপূর্ণমচিরাদ্ভবেৎ।
ধারণং কুর্ব্বতস্ত্বগ্নৌ সর্ব্বে নশ্যন্তি বাতজাঃ ॥ ৩৬ ॥
পার্থিবে চ জলাংশে চ ধারণং কুর্ব্বতঃ সদা।
নশ্যন্তি শ্লেষ্মজা রোগা বাতজাশ্চাচিরাৎ তথা ॥ ৩৭ ॥
ব্যোমাংশে মারুতাংশে চ ধারণং কুর্ব্বতঃ সদা।
ত্রিদোষজনিতা রোগা বিনশ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৩৮ ॥
অশ্বিনর্থে তু তৌ জাতামশ্বিনৌ তু ভিষগ্বরৌ।
প্রাণসংযমনেনৈব ত্রিদোষশমনং নৃণাম্ ॥ ৩৯ ॥
তস্মাৎ ত্বঞ্চ বরারোহে নিত্যকর্ম্ম সমাচর।
যমাদিভিশ্চ সংযুক্তা বিধিবদ্ধারণং কুরু ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীযোগিযাজ্ঞবল্ক্যে ধারণপ্রশংসনো নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥৮॥

তাঁহাদের শরীর শুষ্ক হয়। যাহাদের দেহ পিত্তপ্রধান, প্রাণসংযমনের অভ্যাসে তাহাদের শরীর শীঘ্র শুষ্ক হয় না, যাহাদের দেহ কফপ্রধান, তাহাদের দেহ শীঘ্রই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। অগ্নিস্থানে প্রাণবায়ু ধারণ করিলে সমস্ত বাতজরোগ বিনষ্ট হয়। পৃথ্বীস্থানে অথবা জলস্থানে প্রাণপবন ধারণ করিতে অভ্যাস করিলে কফজ রোগসকল অচিরাৎ বিনাশ পাইয়া থাকে ॥৩২-৩৭॥ বায়ুস্থানে ও আকাশস্থানে বায়ুধারণ অভ্যাস করিলে ত্রিদোষজন্য সমুদায় রোগই বিনষ্ট হয় সন্দেহ নাই॥৩৮॥ এই বিষয়ে দেবচিকিৎসক অশ্বিনীকুমারদ্বয় প্রাণসংযমনের অভ্যাসে মানবগণের মত্রিদোষেরই প্রশমন হয় ॥৩৯॥ অতএব হে বরারোহে! তুমিও নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক যমনিয়মাদিসংযুক্ত হইয়া বিধানে ধারণা অভ্যাস কর ॥৪০॥

নবমোঽধ্যায়ঃ।

ধ্যানম্।

অথ ধ্যানং প্রবক্ষ্যামি শৃণু গার্গি তপোধনে।
ধ্যানমেব হি জন্তূনাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ ॥ ১ ॥
ধ্যানমাত্মস্বরূপস্য বেদনং মনসা খলু।
সগুণং নির্গুণং তচ্চ সগুণং বহুশঃ স্মৃতম্ ॥ ২ ॥
পঞ্চোত্তমানি তেষাহুর্বৈদিকাশ্চ দ্বিজোত্তমাঃ।
ত্রীণি মুখ্যতমান্যেষু এক এব হি নির্গুণম্ ॥ ৩ ॥
মর্ম্মস্থানানি নাড়ীনাং সংস্থানঞ্চ পৃথক্ পৃথক্।
বায়ূনাং স্থানকর্ম্মাণি জ্ঞাত্বা কর্ম্মাত্মবেদনম্ ॥ ৪ ॥
এবং জ্যোতির্ম্ময়ং শুদ্ধং সর্ব্বগং ব্যোমবদ্দৃঢ়ম্।
অত্যন্তমচলং নিত্যমাদিমধ্যান্তবর্জ্জিতম্ ॥ ৫ ॥

ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, হে তপোধনে গার্গি! অতঃপর আমি ধ্যানের বিষয় বলিব, শ্রবণ কর। ধ্যানই জীবগণের বন্ধ ও মোক্ষের কারণ ॥ ১ ॥ চিত্তদ্বারা আত্মার স্বরূপচিন্তার নাম ধ্যান। এই ধ্যান সগুণ ও নির্গুণভেদে দুই প্রকার। সগুণ ধ্যান বহু প্রকার; তন্মধ্যে বেদজ্ঞ বিপ্রগণ বেদোক্ত পঞ্চবিধ ধ্যানকেই উত্তম বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার মধ্যেও আবার তিনটিকে সর্ব্বপ্রধান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। নির্গুণ ধ্যান একই প্রকার ॥ ২-৩ ॥ সমস্ত মর্ম্মস্থান, ভিন্ন ভিন্ন সংস্থান এবং বায়ুসকলের স্থান ও কর্ম্মসকল অনুষ্ঠান দ্বারা অবগত হইবে এবং আত্মাকে অবগত হইয়া

স্থূলং সূক্ষ্মমনাকাশমসংস্পৃশ্যমচাক্ষুষম্।
ন রসং ন চ গন্ধাখ্যমপ্রমেয়মনৌপমম্ ॥ ৬ ॥
আনন্দমজরং সত্যং সদসৎ সর্ব্বকারণম্।
সর্ব্বাধারং জগদ্রূপমমূর্ত্তমজমব্যয়ম্ ॥ ৭ ॥
অদৃশ্যং দৃশ্যমন্তঃস্থং বহিস্থং সর্ব্বতোমুখম্।
সর্ব্বদৃক্ সর্ব্বতঃ পাদং সর্ব্বস্পৃক্ সর্ব্বতঃশিরঃ ॥ ৮ ॥
ব্রহ্ম ব্রহ্মময়োঽহং স্যামিতি যদ্বেদনং ভবেৎ।
তদেতন্নির্গুণং ধ্যানমিতি ব্রহ্মবিদো বিদুঃ ॥ ৯ ॥
অথবা পরমাত্মানং পরমানন্দবিগ্রহম্।
গুরূপদেশাদ্বিজ্ঞায় পুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলম্ ॥ ১০ ॥
ব্রহ্ম ব্রহ্মপুরে চাস্মিন্ দেহরাজে সুমধ্যমে।
অভ্যাসাৎ সংপ্রপশ্যন্তি সন্তঃ সংসারভেষজম্ ॥ ১১ ॥

যিনি আত্মজ্ঞান দ্বারা জ্যোতির্ম্ময়,অদ্বিতীয়,সর্ব্বব্যাপী,আকাশতুল্য, দৃঢ, অত্যন্ত নিশ্চল, নিত্য, অনাদি, অমধ্য ও অনন্ত, স্থূল অথচ সূক্ষ্ম, অবকাশরহিত, অসংস্পৃশ্য, চক্ষুর অগোচর,রসগন্ধাদিবর্জ্জিত, অপ্রমেয়, উপমারহিত, আনন্দস্বরূপ, জরাদিবিহীন,সত্যস্বরূপ, সৎ ও অসৎ, অখিলের কারণ, সকলের আধারস্বরূপ, বিশ্বরূপ, অজ, অব্যয়, প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ, অন্তঃস্থিত, সর্ব্বতোমুখ, সর্ব্বতোদৃষ্টি, সর্ব্বতঃপাদ, সর্ব্বস্পর্শী, সর্ব্বতঃশিরঃ, যিনি পরব্রহ্ম, আমিও সেই ব্রহ্মময়,এইরূপ অনুভব করাকে ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ নির্গুণ ধ্যান বলিয়া থাকেন ॥৪-৯॥ অথবা হে সুমধ্যমে! সাধু ব্যক্তিগণ গুরূপদেশ দ্বারা পরমানন্দবিগ্রহ, কৃষ্ণপিঙ্গল পুরুষ, সংসাররোগের মহৌষধ-স্বরূপ সেই পরমাত্মাকে এই মানবদেহস্থ ব্রহ্মস্থানে অভ্যাস দ্বারা সন্দর্শন করিতে পারেন ॥ ১০-১১ ॥ কন্দমধ্য হইতে উত্থিত

হৃৎপদ্মেঽষ্টদলোপেতে কন্দমধ্যাৎ সমুত্থিতে।
দ্বাদশাঙ্গুলনালেঽস্মিংশ্চতুরঙ্গুলমুন্মুখে ॥ ১২ ॥
প্রাণায়ামৈর্বিকসিতে কেশরান্বিতকর্ণিকে।
বাসুদেবং জগদ্যোনিং নারায়ণমজং বিভুম্ ॥ ১৩ ॥
চতুর্ভুজমুদারাঙ্গং শঙ্খচক্রগদাধরম্।
কিরীটকেয়ূরধরং পদ্মপত্রনিভেক্ষণম্ ॥ ১৪ ॥
শ্রীবৎসবক্ষসং শান্তং পূর্ণচন্দ্রনিভাননম্।
পদ্মোদরদলাভোষ্ঠং সুপ্রসন্নং শুচিস্মিতম্ ॥ ১৫ ॥
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং পীতবাসসমচ্যুতম্।
পদ্মচ্ছবিপদদ্বন্দ্বং পরমাত্মানমব্যয়ম্ ॥ ১৬ ॥
প্রভাভির্ভাসয়দ্রূপং পরিতঃ পুরুষোত্তমম্।
মনসালোক্য দেবেশং সর্ব্বভূতহৃদিস্থিতম্।
সোঽহমাত্মেতি বিজ্ঞানং সগুণং ধ্যানমুচ্যতে ॥ ১৭ ॥

দ্বাদশাঙ্গুল-নালবিশিষ্ট,চারি অঙ্গুল পরিমাণে ঊর্দ্ধমুখ, কেশরবিশিষ্ট কর্ণিকযুক্ত, প্রাণায়াম দ্বারা প্রফুল্লিত, অষ্টদল হৃৎপদ্মে চতুর্ভুজ, শঙ্খচক্রগদাধর, কেয়ূর ও কিরীটধারী, পদ্মপত্রনেত্র, পূর্ণচন্দ্রানন, সরোজসদৃশ চরণযুগলশোভিত, শ্রীবৎসাঙ্কিত-বক্ষঃস্থল, মনোহর-অঙ্গসমূহসমন্বিত, বিমল-স্মিতশোভী, নির্ম্মল স্ফটিকপ্রভ, পীতবসন, পদ্মোদরপ্রভ, সুশোভন-ওষ্ঠবিশিষ্ট,স্বীয় প্রভাচ্ছটায় প্রদীপ্ত-কান্তি-যুক্ত, সমস্ত জীবগণের হৃদয়স্থিত, দেবেশ্বর, অচ্যুত, অব্যয়, বিভু, জগতের উৎপত্তির কারণ, পুরুষোত্তম, বাসুদেব, রমাবল্লভ, পর-ব্রহ্ম নারায়ণকে মানসে ধ্যান করিয়া, সেই পরমাত্মাই আমি, এইরূপ চিন্তা করাকে সগুণ ধ্যান বলে ॥ ১২-১৭ ॥

হৃৎসরোরুহমধ্যেঽস্মিন্ প্রকৃত্যাত্মককর্ণিকে ॥ ১৮ ॥
অষ্টৈশ্বর্য্যদলোপেতে বিদ্যাকেশরসংযুতে ।
জ্ঞাননালে বৃহৎকন্দে প্রাণায়ামপ্রবোধিতে ॥ ১৯ ॥
বিশ্বার্চিষং মহাবহ্নিং জ্বলন্তং বিশ্বতোমুখম্ ।
বৈশ্বানরং জগদ্যোনিং শিখাতন্বানমীশ্বরম্ ॥ ২০ ॥
তাপয়ন্তং স্বকং দেহমাপাদতলমস্তকম্ ।
নির্ব্বাতদীপবৎ তস্মিন্ দীপনং হব্যবাহনম্ ॥ ২১ ॥
দৃষ্ট্বা তস্য শিখামধ্যে পরমাত্মানমক্ষরম্ ।
নীলতোয়দমধ্যস্থং বিদ্যুল্লেখেব ভাস্বরম্ ॥ ২২ ॥
নীবারশূকবদ্রূপং পীতাভং সর্ব্বকারণম্ ।
জ্ঞাত্বা বৈশ্বানরং দেবং সোঽহমাত্মেতি যা মতিঃ ॥ ২৩ ॥
সগুণেষূত্তমং হ্যেতদ্ধ্যানং বেদবিদো বিদুঃ ।
বৈশ্বানরত্বং সংপ্রাপ্য মুক্তিং তেনৈব গচ্ছতি ॥ ২৪ ॥

প্রকৃতিরূপ অষ্টকর্ণিকবিশিষ্ট, অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্যরূপ অষ্টদলবিশিষ্ট, বিদ্যারূপ কেশরসমন্বিত ও জ্ঞানরূপ নালযুক্ত বৃহৎকন্দমধ্যে সংবদ্ধ, প্রাণায়াম দ্বারা প্রফুল্ল এই দেহস্থ হৃৎপদ্মমধ্যে সর্ব্বতঃ দীপ্তিমান্, সর্ব্বতোমুখ, শিখাবিস্তারী, জগৎকারণ, ঈশ্বররূপী, দেহের পাদ অবধি মস্তক পর্য্যন্ত সন্তাপয়িতা, নির্ব্বাতদীপ তুল্য নিশ্চল, জগৎপ্রকাশক, হব্যবাহন মহাবহ্নি বৈশ্বানরকে সন্দর্শন করিয়া, তাঁহার শিখার অভ্যন্তরে জলধরের মধ্যগতা বিদ্যুল্লেখার ন্যায় দীপ্তিশীল, নীবারধান্যের শূকের ন্যায় সূক্ষ্ম, পীতবর্ণ, অখিলকারণ বৈশ্বানররূপী অক্ষর পরমাত্মাকে জ্ঞাত হইয়া "সেই পরমাত্মাই আমি" এইরূপ চিন্তা করাকে বেদবিদ্গণ সগুণ ধ্যানমধ্যে উত্তম ধ্যান বলিয়া থাকেন ।

অথবা মণ্ডলং পশ্যেদাদিত্যস্য মহামতেঃ ।
আত্মানং সর্ব্বজগতঃ পুরুষং হেমরূপিণম্ ॥ ২৫ ॥
হিরণ্যশ্মশ্রুকেশঞ্চ হিরণ্ময়নখং হরিম্ ।
রথাসনং চতুর্ব্বক্ত্রং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারণম্ ॥ ২৬ ॥
পদ্মাসনস্থিতং সৌম্যং প্রবুদ্ধাব্জনিভাননম্ ।
পদ্মোদরললাটাভং সর্ব্বলোকাভয়প্রদম্ ॥ ২৭ ॥
জানন্তি সর্ব্বদা সর্ব্বং মুনয়স্তঞ্চ ধার্ম্মিকাঃ ।
ভাসয়ন্তং জগৎ সর্ব্বং দৃষ্ট্বা লোকৈকসাক্ষিকম্ ॥ ২৮ ॥
সোঽহমস্মীতি যা বুদ্ধিঃ স চ ধ্যানে প্রশস্যতে ।
এষ এব তু মোক্ষস্য মহামার্গস্তপোধনে ।
ধ্যানেনানেন সৌরেণ মুক্তিং যাস্যন্তি সূরয়ঃ ॥ ২৯ ॥

ইহা দ্বারা বৈশ্বানরস্ত অর্থাৎ বিশ্বব্যাপক বহ্নির সারূপ্য প্রাপ্ত হইয়া মুক্তিলাভ করিতে পারা যায় ॥ ১৮—২৪ ॥

অথবা ধ্যানান্তর শ্রবণ কর।—যিনি সমস্ত জগতের আত্মা, হেমবর্ণ পুরুষ, যাঁহার শ্মশ্রু, কেশ, নখসকল হিরণ্ময়, যিনি চতুর্মুখ, যিনি পাপতাপহারী, রথোপরি আসীন, পদ্মাসনে সংস্থিত, যিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণ, যিনি মনোহরমূর্ত্তি, যাঁহার প্রফুল্ল পদ্মতুল্য আনন, যাঁহার পদ্মগর্ভতুল্য ললাটের আভা, যিনি অখিল লোকের অভয়প্রদ, ধার্ম্মিক মুনিগণ যাঁহার দর্শনলাভ করেন, যিনি নিখিল জগতের প্রকাশক, যিনি সমস্ত লোকের একমাত্র সাক্ষী সেই মহাপ্রবোধরূপ আদিত্যমণ্ডলকে মানসে দর্শন করিবে। তৎকালে "সেই আদিত্যই আমি" এইরূপ অনুভব করাকেও প্রশস্ত

ভ্রুবোর্মধ্যেঽন্তরাত্মানং ভারূপং সর্ব্বকারণম্‌ ॥ ৩০ ॥
স্থাণুবন্মূর্দ্ধি পর্য্যন্তং মধ্যদেহাৎ সমুত্থিতম্‌।
জগৎকারণমব্যক্তং জ্বলন্তমমিতৌজসম্‌।
মনসালোক্য সোঽহং স্যামিত্যেতদ্ধ্যানমুত্তমম্‌ ॥ ৩১ ॥
অথবা বদ্ধপর্য্যঙ্কং শিথিলীকৃতবিগ্রহম্‌।
শিব এব স্বয়ং ভূত্বা নাসাগ্রারোপিতেক্ষণঃ ॥ ৩২ ॥
নির্ব্বিকারং পরং শান্তং পরমাত্মানমচ্যুতম্‌।
ভারূপমমৃতং ধ্যায়েদ্ভ্রুবোর্মধ্যে বরাননে ॥৩৩॥
সোঽহমাত্মেতি যা বুদ্ধিঃ সা চ ধ্যানে প্রশস্যতে ॥ ৩৪ ॥

ধ্যান কহে। হে তপোধনে! ধ্যানই মুক্তিমার্গের প্রধান উপায়। পণ্ডিতগণ আদিত্যের এই ধ্যান দ্বারা মুক্তি প্রাপ্ত হন ॥ ২৫-২৯ ॥

যিনি দেহমধ্য হইতে উত্থিত হইয়া মূর্দ্ধস্থান পর্য্যন্ত স্থাণুর ন্যায় নিশ্চলভাবে দীপ্তি পাইতেছেন, সেই জগৎকারণ, সর্ব্বকারণ, অব্যক্ত, অপরিমিততেজাঃ, প্রদীপ্তিশালী, জ্যোতিঃস্বরূপ অন্তরাত্মাকে মানস দ্বারা অবলোকন করিয়া তৎপরেও সেই পরমাত্মাই আমি, এইরূপ চিন্তা করাও উত্তম ধ্যান বলিয়া গণ্য হয় ॥৩০-৩১॥ অথবা আপনি সাক্ষাৎ শিব ও শিথিলীকৃতদেহ অর্থাৎ আমি শিব, মানসে এই দৃঢ়নিশ্চয় করিয়া, শিবের ন্যায় পর্য্যঙ্কবন্ধন পূর্ব্বক অর্থাৎ শিব যেমন স্কন্ধ ও পাদদেশে ভুজঙ্গাদি দ্বারা বদ্ধ হইয়া যোগাভ্যাস করেন, সেইরূপ বদ্ধপর্য্যঙ্ক হইয়া নাসাগ্রে দৃষ্টি আরোপণ পূর্ব্বক ভ্রূযুগলের মধ্যভাগে নির্ব্বিকার, অচ্যুত, শান্ত পরমাত্মাকে জ্যোতির্ম্ময় ও অমৃতস্বরূপ ধ্যান করিবে এবং তদনন্তর সেই পরমাত্মাই আমি, এইরূপ বুদ্ধিপ্রবাহ বিস্তার করিবে। এইরূপ ধ্যানও প্রশস্ত বলিয়া পরিগণিত ॥ ৩২-৩৪ ॥

অথবাষ্টদলোপেতে কর্ণিকাকেশরান্বিতে ।
উন্নিদ্রং হৃদয়াম্ভোজে সোমমণ্ডলমধ্যগে ॥ ৩৫ ॥
স্বাত্মানমর্ভকাকারং ভোক্তৃরূপিণমক্ষরম্ ।
সুধারসং বিমুঞ্চদ্ভিঃ শশিরশ্মিভিরাবৃতম্ ॥ ৩৬ ॥
ষোড়শচ্ছদসংযুক্তশিরঃপদ্মাদধোমুখাৎ ।
নির্গতামৃতধারাভিঃ সহস্রাভিঃ সমন্ততঃ ॥ ৩৭ ॥
প্লাবিতং পুরুষং তত্র চিন্তয়িত্বা সমাহিতঃ ।
তেনামৃতরসেনৈব সাঙ্গোপাঙ্গে কলেবরে ॥ ৩৮ ॥
অহমেব পরং ব্রহ্ম পরাত্মানমব্যয়ম্ ।
এবং যদ্বেদনং তচ্চ সগুণং ধ্যানমুচ্যতে ॥ ৩৯ ॥
এবং ধ্যানামৃতং কুর্ব্বন্ ষণ্মাসান্ মৃত্যুজিদ্ভবেৎ ।
বৎসরান্মুক্ত এব স্যাৎ জীবন্নেব ন সংশয়ঃ ॥ ৪০ ॥
জীবন্মুক্তস্য ন ক্বাপি দুঃখাবাপ্তিঃ কথঞ্চন ।
কিং পুনর্নিত্যমুক্তস্য মুক্তিরেব হি ফলভা ॥ ৭১ ॥

অথবা কর্ণিকা ও কেশরবিশিষ্ট অষ্টদল হৃদয়পদ্মে চন্দ্রমণ্ডলমধ্য-স্থিত, বালকাকৃতি, ভোক্তৃরূপী, অক্ষয়, সুধারসক্ষরণশীল, চন্দ্রকিরণা-বলী দ্বারা আবৃত এবং শিরঃস্থিত অধোমুখ ষোড়শদল পদ্ম হইতে ক্ষরিত সহস্র সহস্র অমৃতধারায় চতুর্দ্দিকে প্লাবিত পরমাত্মা পুরুষকে সেই অমৃতরস-পরিব্যাপ্ত নিজদেহে চিন্তা করিয়া আমিই সেই পর-মাত্মা পরব্রহ্ম বলিয়া ধ্যান করিবে। এইরূপে পরমাত্মার অনুভব করাকেও সগুণ ধ্যান কহে। এইরূপ অমৃতধ্যান দ্বারা ছয়মাস-মধ্যেই মৃত্যুকে জয় করা যায়। এক বৎসরকাল নিরন্তর [illegible]

তস্মাৎ ত্বঞ্চ বরারোহে ফলং ত্যক্ত্বৈব নিত্যশঃ।
বিধিবৎ কর্ম্ম কুর্ব্বাণা ধ্যানমেব সদা কুরু ॥ ৪২ ॥
অন্যান্যপি বহুন্যাহুর্বৈদিকানি দ্বিজোত্তমাঃ।
মুখ্যান্যেতানি চৈতেভ্যো জঘন্যানীতরাণি তু ॥ ৪৩ ॥
সগুণং গুণহীনং বা বিজ্ঞায়াত্মানমাত্মনি।
সন্তঃ সমাধিং কুর্ব্বন্তি ত্বমপ্যেবং সদা কুরু ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীযোগিযাজ্ঞবল্ক্যে ধ্যানপ্রশংসনং নাম
নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

অনুষ্ঠান করিলে নিশ্চিতই জীবনকালমধ্যে মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়। জীবন্মুক্ত ব্যক্তি কোথাও কোনরূপে দুঃখ প্রাপ্ত হন না, তবে যিনি নিত্যমুক্ত, তাঁহার দুঃখপ্রাপ্তিবিষয়ে আর কি কথা আছে? ফলতঃ মুক্তি অত্যন্ত দুর্লভ পদার্থ ॥ ৩৫-৪১ ॥ অতএব হে বরারোহে! তুমি কর্ম্মফল পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রতিদিন বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া ধ্যানাভ্যাস কর ॥ ৪২ ॥ দ্বিজোত্তম ঋষিগণ অন্যান্য বহুপ্রকার ধ্যানের বিষয় উল্লেখ করেন, কিন্তু ইহাই উত্তম বলিয়া জানিবে। অন্যান্য ধ্যান-সকল অপেক্ষা-কৃত হীন বা অধম। সাধুগণ স্বীয় শরীরের অভ্যন্তরে সগুণ ও নির্গুণ এই উভয় প্রকার পরমাত্মাকে অবগত হইয়া সমাধির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তুমিও সর্ব্বদা সেইরূপ অনুষ্ঠান কর ॥ ৩৬ ৪৪ ॥

ইতি ধ্যানপ্রশংসননামক নবমাধ্যায় সমাপ্ত।

দশমোঽধ্যায়ঃ।

সমাধিঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

সমাধিমধুনা বক্ষ্যে ভবপাশবিনাশনম্।
ভবপাশনিবদ্ধস্য যথাবৎ শ্রোতুমর্হসি ॥ ১ ॥
সমাধিঃ সমতাবস্থা জীবাত্মপরমাত্মনোঃ।
ব্রহ্মণ্যেব স্থিতির্যা সা সমাধিঃ প্রত্যগাত্মনঃ ॥ ২ ॥
ধ্যায়েদ্যথা যথাত্মানং তৎসমাধিস্তথা তথা।
ধ্যাত্বৈবাত্মনি সংস্থাপ্য নান্যথাত্মা বশো ভবেৎ ॥ ৩ ॥
এবমেব হি সর্ব্বত্র যৎ প্রসক্তস্তু যো নরঃ।
তথাত্মা সোঽপি তত্রৈব সমাধিং সমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৪ ॥
সরিৎপতৌ নিবিষ্টাম্বু যথাভিন্নত্বমাপ্নুয়াৎ।
তথাত্মাভিন্ন এবাত্র সমাধিং সমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৫ ॥

ভগবান্ মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, এক্ষণে সংসারপাশনিবদ্ধ ব্যক্তির ভববন্ধনবিনাশকারী সমাধির বিষয় যথাতত্ত্ব বলিব, শ্রবণ কর ॥১॥ জীবাত্মা ও পরমাত্মার সমভাবাবস্থার নাম সমাধি। যখন জীবাত্মা কেবল ব্রহ্মবস্তুতে অবস্থিতি করে সেই অবস্থাকে সমাধি কহে। যে যে ব্যক্তি যে যে ভাবে পরমাত্মা ধ্যান করে, তাহাদের সেই সেই ভাবেই সমাধিকার্য্য সম্পন্ন হয়। ধ্যান দ্বারা জীবাত্মাকে পরমাত্মায় সংস্থাপন ভিন্ন পরমাত্মাকে বশীভূত করিবার অন্য উপায় নাই ॥২-৩॥ এইরূপ দৃষ্ট হয় যে, যে ব্যক্তি যাহাতে একান্ত আসক্ত, তাহার আত্মা সেই স্থানেই অবস্থিতি করে, এবং সেই স্থানেই সমাধি প্রাপ্ত হয় ॥৪॥ যেমন

এতদুক্তং ভবত্যত্র গার্গি ব্রহ্মবিদাং বরে।
কর্ম্মৈব বিধিবৎ কুর্ব্বন্ কামসংকল্পবর্জ্জিতম্॥ ৬॥
বেদান্তেষপি শাস্ত্রেষু সুশিক্ষিতমনাস্তথা।
গুরুণা চোপদিষ্টার্থং যুক্ত্যোপেতং বরাননে॥ ৭॥
বিদ্বদ্ভিঃ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞৈর্বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ।
নিশ্চিতার্থেষু তস্মিংস্ত সুশিক্ষিতমনাঃ সদা॥ ৮॥
যোগসেবাভ্যসেন্নিত্যং জীবাত্মপরমাত্মনোঃ।
ততস্ত্বাভ্যন্তরৈশ্চিহ্নৈর্বা হ্যৈর্বা কালসূচকৈঃ॥ ৯॥
বিনিশ্চিত্যাত্মনঃ কালমন্যৈর্বা পরমার্থবিৎ।
নির্ভয়ং সুপ্রসন্নাত্মা ভূত্বা তু বিজিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ১০॥
স্বকর্ম্মনিরতঃ ক্ষান্তঃ সর্ব্বভূতহিতে রতঃ।
প্রদায় বিত্তং পুত্রস্য মন্ত্রঞ্চ বিধিপূর্ব্বকম্॥ ১১॥

সরিৎপতি সমুদ্রে নদ্যাদিজল পতিত হইয়া সাগরের সহিত অভিন্নভাব প্রাপ্ত হয়,তদ্রূপ সমাধি অবস্থায় জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভিন্নভাব শীঘ্রই সংঘটিত হইয়া থাকে॥৬॥ হে ব্রহ্মবিদ্বরে গার্গি! সমাধি-বিষয়ে উক্ত হইয়াছে যে, কামনা ও সংকল্প বর্জ্জন পূর্ব্বক বৈধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে বেদান্তাদি শাস্ত্রসমূহে সম্যক্‌রূপে সুশিক্ষিত হইয়া, গুরু কর্ত্তৃক উপদিষ্ট যুক্তিযুক্ত শাস্ত্রার্থ সমূহকে সর্ব্বশাস্ত্রার্থ-তত্ত্বজ্ঞান বিদ্বান্ ব্যক্তিদিগের সহিত পুনঃ পুনঃ বিচার পূর্ব্বক সেই সকলের প্রকৃত মর্ম্ম নিশ্চিতরূপে বুঝিয়া জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার যোগসাধন অভ্যাস করিতে নিরন্তই নিরত থাকিবে। অনন্তর বাহ্য ও আভ্যন্তর কিংবা অন্যান্য কালসূচক লক্ষণ দ্বারা পরমার্থতত্ত্বজ্ঞ যখন জানিতে পারিবেন,

সংস্কারাণ্যাত্মনঃ সর্ব্বমুপদিশ্য তথানঘে।
পুণ্যক্ষেত্রে শুচৌ দেশে বিদ্বদ্ভিশ্চ সমাবৃতে॥ ১২॥
ভূমৌ কুশান্ সমাস্তীর্য্য কৃষ্ণাজিনমথাপি বা।
তস্মিন্ সুবদ্ধপর্য্যঙ্কো মন্ত্রৈর্ব্বদ্ধকলেবরঃ।
আসনে নাত্যুচ্চনীচে প্রাঙ্মুখো বাপ্যুদঙ্মুখঃ॥ ১৩॥
নবদ্বারাণি সংযম্য গার্গ্যস্মিন্ ব্রহ্মণঃ পুরে॥ ১৪॥
উন্নিদ্রহৃদয়াম্ভোজে প্রাণায়ামৈঃ প্রবোধিতে।
ব্যোম্নি তস্মিন্ প্রভারূপে সর্ব্বকারণকারণে॥ ১৫॥

যে, তাঁহার মৃত্যুকাল আসন্ন, তখন তিনি পূর্ব্বের ন্যায় নির্ভয়, প্রসন্নচিত্ত,স্বকর্ম্মনিরত,জিতেন্দ্রিয়, ক্ষমাশীল ও সর্ব্বজীবের হিতকর কার্য্যে নিরত থাকিয়া বিধি অনুসারে আপন পুত্রকে স্বীয় বিদ্যা ও মন্ত্র প্রদান পূর্ব্বক আপনার সংস্কারসমূহের উপদেশ করিয়া বিদ্বদ্‌গণে পরিবেষ্টিত কোন পুণ্য তীর্থস্থানে পবিত্র প্রদেশে যাইয়া আশ্রয় লইবেন। সেখানে ভূমির উপরিভাগে কুশাসন বা কৃষ্ণমৃগ-চর্ম্ম আস্তৃত করিয়া তাহার উপর পর্য্যঙ্কবন্ধন পুরঃসর উত্তরাস্য বা পূর্ব্বমুখ হইয়া একাগ্রচিত্তে মন্ত্র দ্বারা দেহবন্ধন পূর্ব্বক উপবেশন করিয়া অবস্থিতি করিবেন॥৭-১৩॥ তদনন্তর হে গার্গি! তিনি এই শরীররূপ ব্রহ্মপুরে নবদ্বার নিরোধ পূর্ব্বক প্রাণায়াম দ্বারা প্রস্ফুটিত হৃৎপদ্মমধ্যে যে আকাশস্থান বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার অভ্যন্তরস্থিত জ্যোতিঃস্বরূপ, নিরাকার, নিখিলকারণ, পরমাত্মাতে মনোবৃত্তি সুসংযত করিয়া মূর্দ্ধস্থানে ভ্রূযুগলের মধ্যে প্রাণবায়ুকে ধারণ করিবেন। হে অনঘে! অনন্তর সেই বিদ্বান্ ব্যক্তি কারণভূত পরমানন্দরূপ পরব্রহ্মে সংস্থিত হইয়া ধ্যানধারণ পূর্ব্বক প্রণবস্বরূপ একাক্ষর ব্রহ্মমন্ত্র জপ করিতে

মনোবৃত্তিং সুসংযম্য পরমাত্মনি পণ্ডিতঃ।
মূর্দ্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণং ভ্রুবোর্মধ্যে তথানঘে ॥ ১৬ ॥
কারণে পরমানন্দে আস্থিতে যোগধারণম্।
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ সুসমাহিতঃ ॥১৭॥
শরীরং সন্ত্যজেদ্বিদ্ব'ননেনৈব দ্বিজোত্তমঃ।
যস্মিন্ সমভ্যসেদ্বিদ্বান্ যোগেনৈবাত্মদর্শনম্ ॥ ১৮ ॥
তমেব সংস্মরেদ্বিদ্বান্ ত্যজংস্তং তে কলেবরম্।
তং তমেবৈত্যসৌ ভাবমিতি ব্রহ্মবিদো বিদুঃ ॥ ১৯ ॥
ত্বমেব যোগমাস্থায় ধ্যায়মাত্মানমাত্মনি।
স্বকর্ম্মনিরতা শান্তা ত্যজান্তে দেহমাত্মনঃ ॥ ২০ ॥
জ্ঞানেনৈব সহৈতেন নিত্যকর্ম্মাণি কুর্ব্বতঃ।
নিবৃত্তফলসঙ্গস্য মুক্তির্গার্গি করে স্থিতা ॥ ২১ ॥

করিতে সমাধি অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সেই অবস্থাতেই শরীর পরিত্যাগ করিবেন। ব্রহ্মবিদ্ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকেন যে, তিনি যে ভাব অবলম্বন করিয়া আত্মদর্শন অভ্যাস করেন, শরীর-পরিত্যাগকালেও তিনি সেই ভাবই অবলম্বন করিয়া থাকিবেন, কারণ, অন্তকালে যে ভাব আশ্রয় করিয়া শরীর পরিত্যাগ করা হয়, লোকে সেই ভাবই প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১৪-১৯ ॥ হে গর্গকুলপাবনি! তুমিও স্বকর্ম্মনিরত হইয়া শান্তিমার্গ আশ্রয় পূর্ব্বক যোগবলে আত্মার মধ্যে পরমাত্মার ধ্যান করিয়া অন্তকালে দেহ পরিত্যাগ কর। যিনি ফললাভের বাসনা না করিয়া এইরূপ জ্ঞানাভ্যাসের সহিত নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, মুক্তি তাঁহার

যত্নুক্তো ব্রহ্মণা পূর্ব্বং কর্ম্মযোগসমুচ্চয়ঃ ।
তদেতৎ কীর্ত্তিতং সর্ব্বং সাঙ্গোপাঙ্গং বিধানতঃ ॥ ২২ ॥
ত্বঞ্চৈবং যোগমভ্যস্য যমাদ্যষ্টাঙ্গসংযুতম্ ।
নির্ব্বাণপদমাসাদ্য সপ্রপঞ্চং পরিত্যজ ॥ ২৩ ॥

ইতি শ্রীযোগিযাজ্ঞবল্ক্যে সমাধিপ্রশংসনং নাম
দশমোঽধ্যায়ঃ ॥১০॥

একাদশোঽধ্যায়ঃ ।

গার্গীপ্রশ্নঃ ।

ইত্যেবমুক্তা ঋষিণা যাজ্ঞবল্ক্যেন ধীমতা ।
ঋষিমধ্যে বরারোহা বাক্যমেতদভাষত ॥ ১ ॥

করতলেই অবস্থিত ॥২০-২১॥ পূর্ব্বকালে প্রজাপতি ব্রহ্মা যে কর্ম্মযোগ সমূহের উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, এই আমি তৎসমুদায়ই তোমার নিকট বিধিপূর্ব্বক কীর্ত্তন করিলাম ॥২২॥ তুমিও এখন যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গবিশিষ্ট যোগ অভ্যাস করিয়া অন্তকালে নির্ব্বাণ-মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইয়া এই প্রপঞ্চময় সংসার পরিত্যাগ কর ॥ ২৩ ॥

ইতি সমাধিপ্রশংসননামক দশমাধ্যায় সমাপ্ত।

ধীমান্ মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য কর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া বরারোহা গার্গী ঋষিগণের মধ্যে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১ ॥

গার্গুবাচ।

যোগযুক্তো নরঃ স্বস্মিন্ মধ্যাহ্নে সন্ধ্যয়োঃ সদা।
বৈধং কর্ম কথং কুর্য্যান্নিষ্কৃতিঃ কা ন কুর্ব্বতঃ ॥ ২ ॥
ইত্যুক্তো ব্রহ্মবাদিন্যা ব্রহ্মবিদ্‌ব্রাহ্মণস্তদা।
তাং সমালোক্য ভগবানিদমাহ নরোত্তমঃ ॥৩ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

যোগযুক্তমনুষ্যস্য সন্ধ্যয়োর্ব্বথবা নিশি।
যৎ কর্ত্তব্যং বরারোহে যোগেন খলু নিষ্কৃতিঃ ॥ ৪ ॥
আত্মাগ্নিহোত্রবহ্নৌ তু প্রাণায়ামবিবর্দ্ধিতে।
বিশুদ্ধচিত্তহবিষা বিধ্যুক্তং কর্ম জুহ্বতঃ ॥ ৫ ॥
নিষ্কৃতিস্তস্য কা লোকে কৃতকৃত্যস্তদা খলু।
প্রয়োগকালে সংপ্রাপ্তে জীবাত্মপরমাত্মনোঃ ॥ ৬ ॥

গার্গী কহিলেন,ভগবন্! আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক যোগযুক্ত মানবগণ সেই যোগাভ্যাসের অবস্থায় কি প্রকারে প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে ও সায়ংকালে বৈধ কর্ম্মে সমর্থ হইবেন এবং বৈধকর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলেই বা কিরূপে তাঁহাদের নিষ্কৃতিলাভ হইবে? ২ ॥

নরোত্তম ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণ ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মবাদিনী গার্গী কর্ত্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত পুরঃসর বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৩ ॥

ভগবান্ কহিলেন, প্রাতঃকালে, সায়াহ্নে কিংবা রাত্রিযোগে যোগিগণের যেরূপে বৈধকর্ম্ম কর্ত্তব্য এবং যোগ দ্বারা কিরূপে নিষ্কৃতি অর্থাৎ মুক্তিলাভ হয়, তাহা বলিতেছি। যে ব্যক্তি প্রাণায়াম দ্বারা বিবর্দ্ধিত শরীরস্থিত বহ্নিকে অগ্নিহোত্রাগ্নি জ্ঞান

বিধ্যুক্তং কর্ম্ম কর্ত্তব্যং ব্রহ্মবিদ্‌ভিশ্চ নিত্যশঃ।
প্রয়োগকালে যোগানাং দুঃখমিত্যেব যস্ত্যজেৎ ॥ ৭ ॥
কর্ম্মাণি তস্য নিবাসো নিরয়ঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
ন দেহিনা যতঃ শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।
তস্মাদামরণাদ্‌বৈধং কর্ত্তব্যং যোগিনা সদা ॥ ৮ ॥
ত্বঞ্চৈব সংত্যজন্‌ গার্গি বৈধং কর্ম্ম সমাচর।
যোগেন পরমাত্মানং যুঞ্জংস্ত্যজ কলেবরম্‌ ॥ ৯ ॥
ইত্যেবমুক্ত্বা ভগবান্‌ যাজ্ঞবল্ক্যস্তপোনিধিঃ।
ঋষীনালোক্য নেত্রাভ্যাং বাক্যমেতদভাষত ॥ ১০ ॥
সন্ধ্যামুপাস্য বিধিবৎ পশ্চিমাং সুসমাহিতঃ।
গচ্ছন্তু সাম্প্রতং সর্ব্বে ঋষয়ঃ স্বাশ্রমং প্রতি ॥ ১১ ॥

করিয়া বিশুদ্ধচিত্তরূপ ঘৃত সহিত তাহাতে বৈধকর্ম্মরূপ আহুতি প্রদান করেন, তাঁহার আর নিষ্কৃতির ভাবনা কোথায় ? জীবাত্মার সংযোগকালেই তিনি আপনাকে কৃতকৃত্য বলিয়া বোধ করিয়া থাকেন ॥ ৪-৬ ॥ ব্রহ্মবিদ্‌গণেরও নিরন্তর বৈধকর্ম্মের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। যে যোগী যোগাভ্যাসকালে দুঃখকর ভাবিয়া বৈধকর্ম্মসকল পরিত্যাগ করে, নরক তাহার নিবাসস্থান হয়। যখন প্রত্যক্ষ হয় যে, দেহিগণ একবারে নিঃশেষে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে কোনরূপেই সমর্থ নহে, তখন মরণ পর্য্যন্ত সর্ব্বদাই বৈধকর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যোগিজনেরও কর্ত্তব্য ॥ ৭ ৮ ॥ হে গার্গি ! তুমিও অন্যান্য কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৈধকর্ম্মের আচরণ করিতে থাক। তদনন্তর যোগ দ্বারা পরমাত্মাতে জীবাত্মা সংযোজিত করিয়া কলেবর পরিত্যাগ কর ॥ ৯ ॥

তপোধন ভগবান যাজ্ঞবল্ক্য এইরূপ উপদেশ করিয়া ঋষিগণের

ইত্যেবমুক্তা মুনিনা মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ।
বিশ্বামিত্রো বশিষ্ঠশ্চ গৌতমশ্চাঙ্গিরাস্তথা ॥ ১২ ॥
অগস্ত্যো নারদশ্চৈব বাল্মীকির্বাদরায়ণঃ।
যোগী দীর্ঘতপা ব্যাসঃ শৌনকশ্চ তপোধনঃ।
ভার্গবঃ কশ্যপশ্চৈব ভারদ্বাজস্তপোধনঃ ॥ ১৩ ॥
তপস্বিনস্তথা চান্যে বেদবেদাঙ্গবেদিনঃ।
যাজ্ঞবল্ক্যং সুসংপূজ্য গীর্ভিরগ্র্যাভিকস্তমম্ ॥ ১৪ ॥
তে যাতা মুনয়ঃ সর্ব্বে স্বাশ্রমেষু যথাগতম্ ॥ ১৫ ॥
গতেষু স্বাশ্রমং তেষু তাপসেষু তপোধনা।
প্রণম্য দণ্ডবদ্ভূমৌ বাক্যমেতদভাষত ॥ ১৬ ॥

গার্গ্যুবাচ।

ভগবন্ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ সর্ব্বভূতহিতে রত।
যোগং মোক্ষায় যোগীন্দ্র ভবদ্ভির্ভাষিতং তু যৎ ॥ ১৭ ॥

প্রতি নেত্রনিপাতন পুরঃসর বলিলেন, ঋষিগণ। আপনারা সকলে এক্ষণে সায়ংকালীন সন্ধ্যোপাসনা বিধিপূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিয়া নিজ নিজ আশ্রমে গমন করুন ॥ ১০ ১১ ॥ ধৃতব্রত মুনিগণ যাজ্ঞবল্ক্য কর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, গৌতম, অগস্ত্য, নারদ, বাল্মীকি, বাদরায়ণ, যোগী ও দীর্ঘতপা তপোধন ব্যাস, শৌনক, ভার্গব, কশ্যপ, ভরদ্বাজ এবং অন্যান্য বেদবেদাঙ্গবেদী সকলেই যোগীন্দ্র যাজ্ঞবল্ক্যকে বাক্য দ্বারা পূজা করিয়া নিজ নিজ আশ্রমে গমন করিলেন ॥ ১২-১৫ ॥ তাপসগণ স্ব স্ব আশ্রমে গমন করিলে তপোধনা গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যকে ভূমিতলে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ১৬ ॥

গার্গী কহিলেন, হে ভগবন্! আপনি সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ এবং

যমাদ্যষ্টাঙ্গসহিতো যোগো মুক্তেস্তু সাধনম্।
তদেতৎ বিস্মৃতং সর্ব্বং সর্ব্বজ্ঞ তব সন্নিধৌ॥ ১৮॥
যোগং মমোপদিশ্যাশু সাঙ্গং সংক্ষেপরূপতঃ।
ত্রাতুমর্হসি সর্ব্বজ্ঞ জন্মসংসারসাগরাৎ॥ ১৯॥
ইত্যুক্তো ব্রহ্মবাদিন্যা ব্রহ্মবিদ্‌ব্রাহ্মণস্তদা।
আলোক্য কৃপয়া দীনং স্মিতপূর্ব্বমভাষত॥ ২০॥
উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ কিং শেষে ভূমৌ গার্গি বরাননে।
বক্ষ্যামি তে সমাসেন যোগং সম্প্রতি তচ্ছৃণু॥ ২১॥

ইতি শ্রীযোগিযাজ্ঞবল্ক্যে গার্গীপ্রশ্নো নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ॥১১॥

সমস্ত ভূতগণের হিতকর কার্য্যে নিরত। হে যোগীন্দ্র! আপনি বলিলেন যে, যোগ মোক্ষলাভের কারণ। যমাদি অষ্টাঙ্গসমন্বিত যোগ মুক্তির উপায়। হে সর্ব্বজ্ঞ! আমি আপনার সন্নিধানেই এই সকল বিস্মৃত হইয়াছি। অতএব আপনি এক্ষণে সংক্ষেপে সাঙ্গ যোগ কীর্ত্তন করিয়া আমাকে সংসারসাগর হইতে পরিত্রাণ করুন॥ ১৭-১৯॥ ব্রহ্মবাদিনী অনুকম্পার্হা গার্গী এইরূপ বলিলে পর ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ যোগী যাজ্ঞবল্ক্য ঈষৎ হাস্য করিয়া তাঁহার প্রতি কৃপাকটাক্ষ নিক্ষেপ পূর্ব্বক বলিতে আরম্ভ করিলেন॥ ২০॥ হে বরাননে গার্গি! উঠ, উঠ, তুমি ভূমিতলে শয়ান রহিয়াছ কেন? আমি এক্ষণে সংক্ষেপেই তোমাকে যোগের বিষয় বলিব, শ্রবণ কর॥ ২১॥

ইতি গার্গীপ্রশ্ন নামক একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

সংক্ষিপ্তযোগঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

সব্যেন গুল্‌ফেন গুদং নিপীড্য,
সব্যেতরেণৈব নিপীড্য সন্ধিম্।
সব্যেতরং ন্যস্য করেতরেঽস্মিন্,
শিখাং সমালোকয় পাবকস্য॥ ১॥

আয়ুর্ব্বিঘাতকৃৎ প্রাণো নিরুদ্ধশ্চাসনেন বৈ।
যাতি গার্গি তদাপানাৎ কুলং বহ্নেঃ শনৈঃ শনৈঃ॥২॥
বায়ুনা বাতিতো বহ্নিরপানেন শনৈঃ শনৈঃ।
ততো জ্বলতি সর্ব্বেষাং স্বকুলে দেহমধ্যগে॥ ৩॥
প্রাতঃকালে প্রদোষে চ নিশীথে চ সমাহিতঃ।
মুহূর্ত্তমভ্যসেদেবং যাবৎ পঞ্চদিনদ্বয়ম্॥ ৪॥

যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, বামগুল্‌ফ দ্বারা গুহ্যমূল এবং দক্ষিণগুল্‌ফ-দ্বারা গুহ্যসন্ধিস্থল নিপীড়িত করিয়া দক্ষিণহস্ত বামহস্তে স্থাপন পূর্ব্বক পাবকশিখাকে অবলোকন করিবে॥ ১॥

হে গার্গি! আসন দ্বারা বায়ু নিরুদ্ধ হইয়া আপন স্থান হইতে ক্রমে ক্রমে অগ্নিস্থানে গমন করিবে॥ ২॥

তদনন্তর অপান বায়ু দ্বারা দেহাভ্যন্তরগত বহ্নি ক্রমে উদ্দীপ্ত হইয়া জ্বলিতে থাকিবে॥ ৩॥

এইরূপে দশ দিন পর্য্যন্ত প্রাতঃকালে, সন্ধ্যাকালে ও নিশা সময়ে অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য॥ ৪॥

ভূতস্থান্যানি বিপ্রেন্দ্রে প্রত্যয়াশ্চ পৃথক্ পৃথক্ ।
সম্ভবন্তি তদা তস্য জিতো যস্য সমীরণঃ ॥ ৫ ॥
শরীরলঘুতা দীপ্তির্বহ্নের্জঠরবর্ত্তিনঃ ।
নাদাভিব্যক্তিরিত্যেতৎ চিহ্নাদ্যাদৌ ভবন্তি হি ॥ ৬ ॥
অল্পমূত্রপুরীষঃ স্যাৎ ষণ্মাসে বৎসরেঽপি বা ।
আসনে বাহনে পশ্চাৎ ন ভেতব্যং ত্রিবৎসরাৎ ॥ ৭ ॥

ততোঽনিলং বায়ুসখেন সার্দ্ধং,
ধিয়া সমাধায় নিরোধয়েত্তৎ ।
ধ্যায়ন্ সদা চক্রিণমপ্রবুদ্ধং,
ন"ভৌ সদা কুণ্ডলিনং প্রবিষ্টম্ ॥ ৮ ॥
রাং সমাবেষ্ট্য মুখেন মধ্যে,
অন্তাশ্চ ভোগেন শিরাস্তথৈব ।
স্বপুচ্ছমাস্যেন নিগৃহ্য সম্যক্,
পথশ্চ সংযম্য মরুদ্গণানাম্ ॥ ৯ ॥

হে বিপ্রবরে ! প্রাণবায়ু যখন বশীভূত হইবে, তখন ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণগুলি আত্মাতে অনুভূত হইবে ॥ ৫ ॥

দেহের লঘুতা,জঠরাগ্নির দীপ্তি, নাদের অভিব্যক্তি, মলমূত্রের অল্পতা এবং অন্যান্য চিহ্নসকল লক্ষিত হইতে থাকিবে। এই সমস্ত চিহ্ন ছয়মাস অথবা বৎসরমধ্যেই লক্ষিত হইবে। আসন ও বাহন তিন বৎসর পর্য্যন্ত হইতে থাকিবে, তাহাতে ভয় করা কর্ত্তব্য নহে ॥ ৬-৭ ॥

তদনন্তর অগ্নির সহিত পূর্ব্বোক্ত অনিলকে বুদ্ধিতে স্থাপন র্ব্বক নাভিস্থলে নিরোধ করিবে এবং নাভিমণ্ডলপ্রবিষ্ট কুণ্ডলা- ারে অবস্থিত প্রসুপ্তচক্রীকে (সার্দ্ধাকৃতিশক্তিকে) সর্ব্বদাই ধ্যা

প্রসুপ্তনাগেন্দ্রমিব শ্বসন্তী,
সদা প্রবুদ্ধা প্রভয়া জ্বলন্তী।
নাভৌ সদা তিষ্ঠতি কুণ্ডলী সা,
তির্য্যক্ চ দেহেষু তথেতরেষু॥ ১০॥
বায়ুনা বিধূতবহ্নিশিখাভিঃ,
কন্দমধ্যগতনাড়ীষু সংস্থাম্।
কুণ্ডলী দহতি যস্তু হিরূপা,
সংস্মরন্ নরবরস্তু স এব॥ ১১॥
সন্তপ্তো বহ্নিনা তত্র বায়ুনা চ প্রচোদিতঃ।
প্রসার্য্য ফণভৃদ্‌ভোগং প্রবোধং যাত্যসৌ তদা॥ ১২॥

করিবে। প্রধানশিরাকে কুণ্ডলী দ্বারা বেষ্টন করিয়া মধ্যবর্ত্তিনী অন্যান্য শিরাকে উহার ফণামণ্ডল দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া পুচ্ছদেশকে মুখমণ্ডল দ্বারা দৃঢ়রূপে নিপীড়িত করত বায়ুসমূহের গতিরোধ করিবে॥ ৮-৯॥

এই কুণ্ডলী প্রসুপ্ত নাগেন্দ্রের ন্যায় নিশ্বাসাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক অচেতন থাকিয়া স্বীয় প্রভায় প্রজ্বলিত হইতেছেন। সেই কুণ্ডলী নিয়তই নাভিস্থলে তির্য্যক্, ঊর্দ্ধ ও অধোভাবে অবস্থিতি করিতেছেন॥ ১০॥

যিনি বায়ুবিচলিত বহ্নি-শিখাসকল দ্বারা কন্দমধ্যগত নাড়ী-সমূহে অবস্থিতা সর্পরূপা কুণ্ডলীকে ধ্যান করিয়া তাহাকে সন্তপ্ত করিতে পারেন, তিনিই মনুষ্যশ্রেষ্ঠ॥ ১১॥

সেই কুণ্ডলী বহ্নি দ্বারা সন্তপ্ত ও বায়ু দ্বারা পরিচালিত হইয়া ফণামণ্ডল প্রসারণ পূর্ব্বক জাগরিত হন॥ ১২॥

বোধং গতে চক্রিণি নাভিমধ্যে,
প্রাণাস্তু সংভূয় কলেবরেঽস্মিন্।
চরন্তি সর্ব্বে সহ বহ্নিনৈব,
যথা পটে তন্তুগতিস্তথৈব ॥ ১৩ ॥

জিত্বৈবং চক্রিণঃ স্থানং সদা ধ্যানপরায়ণঃ।
ততো নয়েদপানন্তু নাভেরূর্দ্ধমিদং স্মরন্ ॥ ১৪ ॥

বায়ুর্যদা বায়ুসখেন সার্দ্ধং,
নাভিং অতিক্রম্য গতঃ শরীরে।
রোগাশ্চ নশ্যন্তি বলাভিবৃদ্ধিঃ,
কান্তিস্তদানীমভবৎ প্রমুগ্ধে ॥ ১৫ ॥

ব্রহ্মরন্ধ্রমুখগত্র বায়বঃ,
পাবকেন সহ যান্তি সমুদ্রম্।
কেনচিদিহ বদামি তদাহং,
বীক্ষণা তু সুদীপশিখায়াঃ ॥ ১৬ ॥

নাভিমণ্ডলমধ্যে ফণী জাগরিত হইলে সমস্ত প্রাণবায়ু একত্র হইয়া বস্ত্রমধ্যে অনুস্যূত সূত্রসমূহের ন্যায় বহ্নির সহিত সর্ব্ব-শরীরে সঞ্চরণ করিতে থাকে ॥ ১৩ ॥

এইরূপে কুণ্ডলীস্থান জয় করিয়া স্মরণ পূর্ব্বক সর্ব্বদাই উহার ধ্যানপরায়ণ থাকিয়া আপন আপন বায়ুকে নাভির ঊর্দ্ধদেশে আনয়ন করিবে ॥ ১৪ ॥

হে মুগ্ধে! বায়ু যখন বহ্নির সহিত মিলিত হইয়া নাভি অতিক্রম পূর্ব্বক শরীরে ব্যাপ্ত হইবে, তখন সমস্ত ব্যাধি বিনষ্ট হইবে এবং শরীরে বলবৃদ্ধি হইবে সন্দেহ নাই ॥ ১৫ ॥

তখন বায়ু অগ্নির সহিত মিলিত হইয়া ব্রহ্মরন্ধ্রের অমৃতস্রাবী

নিরোধিতঃ স্যাদ্ধৃদি তেন বায়ু
মধ্যে সদা বায়ুসখেন সার্দ্ধম্ ।
সহস্রপত্রস্য মুখং প্রবিশ্য,
কুর্য্যাৎ পুনস্তূর্দ্ধমুখং দ্বিজেন্দ্রে ॥ ১৭ ॥

প্রবুদ্ধহৃদয়াম্ভোজে গার্গ্যাস্মিন্ ব্রহ্মণঃ পুরে।
বলাকাশ্রেণিবদ্ব্যোম্নি বিররাজ সমীরণঃ ॥ ১৮ ॥
আভ্রূমধ্যাৎ সুষুম্নায়াং সংস্থিতো হুতভুক্ সদা।
সজলাম্বুদমালাসু বিদ্যুল্লেখেব রাজতে ॥ ১৯ ॥

প্রবুদ্ধহৃৎপঙ্কজসংস্থিতেঽগ্নৌ,
প্রাণে চ তস্মিন্ প্রবিবেশিতে তু।
চিহ্নানি বাহ্যেঽপি তথান্তরেঽপি,
দীপাদিদৃশ্যানি ভবন্তি সদ্যঃ ॥ ২০ ॥

সুখস্বরূপ হ্রদে নিমগ্ন হইবে। কেহ কেহ কহেন যে, তৎকালে সমুজ্জ্বল দীপশিখার আলোকদর্শন হয় ॥ ১৬ ॥

হে দ্বিজেন্দ্রে! সেই বায়ুসখা অগ্নির সহিত প্রাণবায়ু হৃদয়মধ্যে নিরুদ্ধ হইলে উহা হৃৎপদ্মের মুখে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে পুনর্ব্বার ঊর্দ্ধমুখ করিবে ॥ ১৭ ॥

হে গার্গি! সেই সময়ে বিকসিত হৃদয়াম্বুজস্থিত ব্রহ্মপুরে আকাশগামিনী বকশ্রেণীর ন্যায় প্রাণবায়ু শোভা পাইতে থাকিবে, এবং ভ্রূযুগলের মধ্যস্থান পর্য্যন্ত সুষুম্না নাড়ীতে সমারূঢ় অগ্নি সজলজলদমালায় বিদ্যুল্লতার ন্যায় সর্ব্বদা দীপ্তি পাইতে থাকিবে॥১৮-১৯॥

বিকসিত হৃৎপঙ্কজমধ্যে অগ্নি সংস্থিত হইলে এবং বায়ু তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে তৎক্ষণাৎ অন্তরে ও বাহিরে দীপাদি-দর্শন এবং অন্যান্য লক্ষণ সকল সুস্পষ্টরূপে লক্ষিত হইতে থাকিবে ॥ ২০ ॥

বায়ুমূর্দ্ধয়তস্তু সবহ্নিং, ব্যাহরন্ প্রণবমন্ত্রং সবিন্দুম্।
বালচন্দ্রসদৃশস্তু ললাটে, বহ্নিচন্দ্রমবলোকয় বুদ্ধ্যা ॥ ২১ ॥
সবহ্নিং বায়ুমারোপ্য ভ্রুবোর্মধ্যে ধিয়া তদা।
ধ্যায়েদনন্যধীঃ পশ্চাদন্তরাত্মানমন্তরে ॥ ২২ ॥
তস্মিন্ ব্রহ্মপুরে গার্গি ব্রহ্মৈবাজ্ঞানমোহিতঃ।
ভ্রান্ত্যারূঢ়ঃ সজীবঃ স্যাদাচ্ছন্নো মহদাদিভিঃ ॥২৩॥
মধ্যমে চ হৃদয়েঽপি ললাটে,
স্থাণুবজ্জ্বলতি লিঙ্গমদৃশ্যম্।
অস্তি গার্গি পরমার্থমিদং তৎ,
পশ্য পশ্য মনসা রুচিরূপম্ ॥ ২৪ ॥

অগ্নির সহিত প্রাণবায়ুকে উর্দ্ধে আকর্ষণ পূর্ব্বক বিন্দুযুক্ত প্রণবমন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে ললাটমধ্যে বালচন্দ্র সদৃশ বহ্নিচন্দ্র অর্থাৎ বহ্নিকে বুদ্ধিচক্ষে অবলোকন কর ॥ ২১ ॥

তখন বহ্নির সহিত বায়ুকে বুদ্ধি দ্বারা ভ্রূযুগলের মধ্যে আরোপিত করিয়া পশ্চাৎ একান্তচিত্তে তথায় মনে মনে অন্তরাত্মাকে ধ্যান করিবে। হে গার্গি! সেই ব্রহ্মপুরে সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ জীবাত্মা অজ্ঞান দ্বারা আচ্ছন্ন এবং মহৎ ও অহঙ্কারাদি দ্বারা মোহিত হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ২২-২৩ ॥

হে গার্গি! অদৃশ্য লিঙ্গশরীর হৃদয়মধ্যে বা ললাটমধ্যে স্থাণুর ন্যায় নিশ্চলভাবে দীপ্তি পাইতেছে, তাহাতে কোন সংশয় নাই। তুমি সেই স্থানে সেই রুচিরাকৃতি পুরুষকে পুনঃ পুনঃ দর্শন করিতে থাক ॥ ২৪ ॥

ললাটমধ্যে হৃদয়াম্বুজে বা,
যঃ পশ্যতি জ্ঞানময়ীং প্রভাং তু।
শক্তিং সদা দীপবদুজ্জ্বলন্তীং,
পশ্যন্তি তে ব্রহ্ম তদেকদৃষ্ট্যা ॥ ২৫ ॥
মনো লয়ং যদা যাতি ভ্রূমধ্যে যোগিনাং নৃণাম্।
জিহ্বামূলেঽমৃতস্রাবো ভ্রূমধ্যে চাত্মদর্শনম্ ॥ ২৬ ॥
কম্পনঞ্চ তথা মূর্দ্ধ্নি মনসৈবাত্মদর্শনম্।
দেবোদ্যানানি রম্যাণি নক্ষত্রাণি চ চন্দ্রমাঃ।
ঋষয়ঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বাঃ প্রকাশন্তে হি যোগিনাম্ ॥ ২৭ ॥
ভ্রুবোঽন্তরে বিষ্ণুপদে চ নাভৌ,
মনোলয়ং যাবদিদং প্রয়াতি।
তাবৎ সমভ্যস্য পুনঃ খমধ্যে,
সোমং সদা সংস্মর পূর্ণরূপম্ ॥ ২৮ ॥

যে ব্যক্তি ললাট কিংবা হৃদয়াম্বুজে এই জ্ঞানময়ী, দীপবৎ সমুজ্জ্বলা, শক্তিরূপা প্রভাকে নিয়তই দর্শন করেন, তিনি সেই একদৃষ্টি দ্বারাই ব্রহ্মকে দর্শন করিতে পারেন ॥ ২৫ ॥

যখন ভ্রূযুগলের মধ্যে চিত্ত একেবারে লীন হইয়া যায়, তখন যোগিজনের জিহ্বামূলে অমৃত স্রাব হইতে থাকে, ভ্রূমধ্যে আত্ম-দর্শনলাভ হয়, তখন যোগীর মূর্দ্ধস্থান কম্পিত হইতে থাকে, তখন তিনি মনোমধ্যে আত্মাকে দর্শন করিতে থাকেন এবং মনোরম দেবোদ্যান, নক্ষত্র, চন্দ্রমা, ঋষি, সিদ্ধ ও গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার দৃষ্টি-পথে প্রকাশ পাইতে থাকে ॥ ২৬-২৭ ॥

ভ্রূযুগলের মধ্যে অথবা বিষ্ণুপদে অর্থাৎ ব্যোমনামক হৃদয়া-কাশস্থানে কিংবা নাভিমূলে যে পর্য্যন্ত মনোলয় না হয়, তাবৎ

সমীরণে বিষ্ণুপদে নিবিষ্টে,
জীবে চ তস্মিন্নমৃতে সুসংস্থে।
তস্মিন্ সদা যাতি মনো লয়ঞ্চ,
মুক্তেঃ সমীপং তদিতি ব্রুবন্তি॥ ২৯॥
সমীরণে বিষ্ণুপদে নিবিষ্টে,
বিশুদ্ধবন্ধৌ চ তদাত্মনিষ্ঠে।
আনন্দমত্যদ্ভুতমস্তি সত্যং,
ত্বং গার্গি পশ্যাশু বিশুদ্ধবুদ্ধ্যা॥ ৩০॥
এবং সমভ্যস্য সুদীর্ঘকালং,
যমাদিভির্যুক্ততনুর্মিতাশী।
আনন্দমাসাদ্য গুহাং প্রবিষ্টাং,
মুক্তিং ব্রজ ব্রহ্মপুরে পুনস্তম্॥ ৩১॥

পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করিয়া নিয়তই ব্যোমস্থানে পূর্ণচন্দ্রমাকে চিন্তা করিবে। যখন প্রাণবায়ু ব্যোমস্থানে স্থির থাকিবে, তখন জীবাত্মা তাহার মধ্যস্থিত অমৃতধারায় নিমগ্ন হইয়া থাকিবে, মনও তখন নিশ্চয়ই লয় প্রাপ্ত হইবে। যোগের এই অবস্থাকে পণ্ডিতগণ মুক্তির সমীপবর্ত্তিনী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। হে গার্গি! প্রাণবায়ু আকাশস্থানে অবস্থিত হইলে এবং আত্মার বিশুদ্ধজ্ঞান প্রতিভাত হইলে, তখন অতি অদ্ভুত আনন্দের উদ্রেক হইবে, তুমি বিশুদ্ধবুদ্ধি দ্বারা তাহা অনুভব কর। তুমি এইরূপে যমাদি অভ্যাস করিয়া মিতাহার অবলম্বন পূর্ব্বক অতি দীর্ঘকাল যোগানুষ্ঠান পুরঃসর কূটস্থিত আনন্দস্বরূপ পরমাত্মাকে লাভ করিয়া ব্রহ্মপুরে গমন করতঃ মুক্তির ভাজন হও॥ ২৮-৩১॥

ভূতানি যস্মাৎ প্রভবন্তি সর্ব্বে,
যেনৈব জীবন্তি চরাচরাণি।
জাতানি যস্মিন্ বিলয়ং প্রয়ান্তি,
তদ্ব্রহ্ম বিদ্ধীতি বদন্তি সর্ব্বে ॥ ৩২ ॥

হৃৎপঙ্কজে ব্যোম্নি যদেকরূপং, সত্যং সদানন্দময়ং তু সূক্ষ্মম্।
তদ্ব্রহ্ম নির্ভাসময়ে গুহায়া-
মিতি শ্রুতেশ্চাপি সমাপ্নুবন্তি ॥ ৩৩ ॥

অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্,
আত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্।
তমদ্ভুতং পশ্য বিশুদ্ধবুদ্ধ্যা,
প্রয়াণকালেঽপি বিহীনশোকম্ ॥ ৩৪ ॥

প্রভঞ্জনং মূর্দ্ধ্নি গতং সবহ্নিং, ধিয়া সমাসাদ্য গুরূপদেশাৎ।
মূর্দ্ধানমুদ্ভিদ্য পুনঃ খমধ্যে, প্রাণাংস্ত্যজেৎোঙ্কারমনুস্মরংস্ত্বম্ ॥৩৫॥

যাঁহা হইতে ভূতসকল ও অখিল বিশ্ব জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, যাঁহা দ্বারা এই চরাচর জীবাদি সকলেই জীবন ধারণ করিয়া রহিয়াছে, যাহা যাহা জন্মিয়াছে, সেই সকলই যাঁহাতে লয় পাইয়া থাকে, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিও। সকলেই এইরূপ কহিয়া থাকেন, ইহতে শাস্ত্রদ্বৈধ নাই ॥৩২ ॥

হৃদয়মধ্যে আকাশস্থানে সত্যস্বরূপ, সদানন্দময়, সূক্ষ্ম, দীপ্তিময় ব্রহ্ম দীপ্তি পাইতেছেন, সমস্ত শ্রুতিই এইরূপ উক্তি করিয়াছেন॥৩৩॥

যিনি অণু হইতে অণুতম এবং মহৎ হইতেও মহত্তম, সেই আত্মা জীবগণের দেহাভ্যন্তরে গুহায় অর্থাৎ নিভৃতস্থানে নিহিত আছেন। সেই অদ্ভুতস্বরূপ ব্রহ্মকে বিশুদ্ধবুদ্ধি দ্বারা অবলোকন করিয়া বিগতশোক হও অর্থাৎ মুক্তিলাভ কর ॥ ৩৪ ॥ গুরুদেবের

ইচ্ছয়া যদি শরীরবিসর্গং, জ্ঞাতুমিচ্ছসি সখি তব বক্ষ্যে।
ব্যাহরন্ প্রণবমূন্নয় মূৰ্দ্ধাভিদ্য যোজয় স্বজাত্মনি কায়ম্ ॥ ৩৬ ॥
ইত্যেবমুক্ত্বা ভগবান্ রহস্যে, রহস্যজং মুক্তিকরং তু তস্যাঃ।
যোগামৃতং বন্ধবিনাশহেতুং, সমাধিমাসে নহসি দ্বিজেন্দ্রঃ ॥ ৩৭ ॥
সা তং সুসংপূজ্য মুনিং কৃবন্তং, বিদ্যানিধিং ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠম্।
গীর্ভিঃ প্রণামৈশ্চ সতাং বরিষ্ঠং,তদা মুদং প্রাপ সদাশুবুদ্ধ্যা ॥৩৮॥
যোগং সুসংপূজ্য তদা রহস্যে, রহস্যজং মুক্তিকরন্তু জন্তোঃ।
সংসারমুৎসৃজ্য তদা মুদান্বিতা, বনে রহস্যাবসথে বিবেশ ॥ ৩৯ ॥

উপদেশ অনুসারে বহ্নির সহিত প্রাণবায়ুকে বুদ্ধিপূর্ব্বক মুৰ্দ্ধাস্থানে নিহিত করিয়া মূৰ্দ্ধাস্থানকে ভেদ করত আকাশস্থানে ওঙ্কারমন্ত্র জপ করিতে করিতে প্রাণবায়ু পরিত্যাগ কর ॥ ৩৫ ॥

হে সখি! যদি তুমি ইচ্ছাক্রমে শরীর পরিত্যাগ করিবার উপায় অবগত হইতে ইচ্ছা কর, তবে বলিতেছি, শুন। প্রণব উচ্চারণ পূর্ব্বক প্রাণবায়ুকে উর্দ্ধে আনয়ন করতঃ উৰ্দ্ধদেশ ভেদ করিয়া পরমাত্মায় যোগানন্তর তৎপরে শরীর পরিত্যাগ কর ॥৩৬॥

ভগবান্ নির্জ্জনে সংসারবাগুরা হইতে পরিত্রাণ পাইবার একমাত্র হেতুভূত মোক্ষপ্রদ এই যোগামৃত আখ্যান করিয়া স্বয়ংই সমাধিস্থ হইলেন। তখন গার্গী ব্রহ্মবিদ্গণের শ্রেষ্ঠ,বিদ্যানিধি,ঋষিপ্রবর যাজ্ঞবল্ক্যকে স্তুতি ও প্রণতি সহকারে সমুচিত পূজা করিয়া জ্ঞানের সহিত আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন এবং তৎপরেই আহ্লাদের সহিত সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্জ্জনে আশ্রমস্থানে প্রবেশ করিয়া যোগানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭-৩৯ ॥

যেন প্রপঞ্চং পরিপূর্ণমেকং,
যেনৈব বিশ্বং প্রতিভাতি সর্ব্বম্।
তং বাসুদেবং শ্রুতিমূর্দ্ধ্নি জাতং,
পশ্যন্ সদাস্তে শ্রুতিমূর্দ্ধ্নি জাতম্ ॥ ৪০ ॥

যদেকমব্যক্তমচিন্ত্যমদ্বয়ং,
প্রপঞ্চজন্মাদিকমপ্রমেয়ম্।
তং বাসুদেবং শ্রুতিমূর্দ্ধ্নি জাতং,
পশ্যন্ সদাস্তে শ্রুতিমূর্দ্ধ্নি জাতম্ ॥ ৪১ ॥

এতৎ পবিত্রং পরমং যোগমষ্টাঙ্গসংযুতম্।
জ্ঞানং গুহ্যতমং চৈব যাজ্ঞবল্ক্যেন কীর্ত্তিতম্ ॥ ৪২ ॥
য ইদং শৃণুয়ান্নিত্যং যোগাখ্যানং নরোত্তমঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্মুক্তঃ সম্যগ্‌জ্ঞানী ভবেদিতি ॥ ৪৩ ॥

যাঁহা কর্ত্তৃক এই চরাচর প্রপঞ্চ পরিপূর্ণ রহিয়াছে, যিনি অদ্বিতীয়, যাঁহা দ্বারা এই অখিল বিশ্ব প্রকাশমান হইতেছে, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ সেই শ্রুতিশাস্ত্রের প্রথমাভিধেয় বাসুদেবকে দর্শন করিয়াই নিয়ত জীবন অতিবাহিত করেন। যিনি একমাত্র ও অব্যক্ত, যিনি অচিন্তনীয়, যাঁহার উপমাস্থল আর নাই, যিনি সংসার ও জন্মাদির কারণ, যিনি অপ্রমেয়, সেই শ্রুতিশাস্ত্রের প্রথমোক্ত পুরুষ বাসুদেবকে অবলোকন করিয়া বেদবিৎ ব্রাহ্মণগণ জীবনযাপন করিয়া থাকেন ॥ ৪০-৪১ ॥

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য অষ্টাঙ্গবিশিষ্ট গূঢ়তম জ্ঞানবিষয়ক পরম পবিত্র এই যোগ কীর্ত্তন করিয়াছেন, যে নরোত্তম নিরন্তর এই যোগাখ্যান শ্রবণ করেন, তিনি সমস্ত পাপ হইতে পরিমুক্ত হইয়া

* সম্যেতচ্ছ্রাবয়েদ্বিদ্বান্ নিত্যং ভক্তিসমন্বিতঃ।
স। জন্মকৃতং পাপং সর্ব্বং সদ্যঃ প্রণশ্যতি ॥ ৪৪ ॥
শৃণুয়াদ্যঃ সকৃদ্বাপি যোগাখ্যানমিমং নরঃ।
অজ্ঞানজনিতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি ॥ ৪৫ ॥
অনুতিষ্ঠন্তি যে নিত্যং এতজ্‌জ্ঞানসমন্বিতম্।
নিত্যকর্ম্মণি তান্ দৃষ্ট্বা দেবাশ্চ প্রণমন্তি হি ॥ ৪৫ ।
তস্মাজ্‌জ্ঞানেন দেহান্তং নিত্যকর্ম্ম যথাবিধি।
কর্ত্তব্যং দেহিনা গার্গি যোগশ্চ ভবভীরুভিঃ ॥ ০ ॥

ইতি শ্রীযোগিযাজ্ঞবল্ক্যে উত্তরখণ্ডে সংক্ষিপ্তযোগো নাম
দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

যোগিযাজ্ঞবল্ক্যং উত্তরখণ্ডং সমাপ্তম্ ॥

পরম জ্ঞানবান্ হইতে পারেন। যে বিদ্বান্ ভক্তিবিশিষ্ট হইয়া সর্ব্বদা ইহা অন্যকে শ্রবণ করান, তাঁহার সর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপ তৎক্ষণাৎ দূর হইয়া যায়। যে মনুষ্য একবারমাত্র এই যোগেতিহাস শ্রবণ করেন, তাঁহার অজ্ঞানজনিত পাপরাশি সেই মুহূর্ত্তেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যাঁহারা জ্ঞানযুক্ত হইয়া নিয়ত ইহার অনুষ্ঠান করেন, সেই নিত্যকর্ম্মনিরত মহাত্মগণকে দেখিয়া দেবতারাও মস্তক অবনত করেন। অতএব হে গার্গি! যাবৎ দেহনাশ না হয়, তাবৎ সংসারভীরু ব্যক্তিমাত্রেরই যথাবিধি নিত্যকর্ম্মের এবং যোগের অনুষ্ঠান করা একান্ত কর্ত্তব্য ॥ ৪২-৫৭ ॥

ইতি শ্রীযোগিযাজ্ঞবল্ক্যে সংক্ষিপ্তযোগনামক দ্বাদশাধ্যায়।

সম্পূর্ণ।